ফেরার পথে

ফেরার পথে

শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়

এ্যানুয়েল রেজিষ্টার অফিস
৭৯।২৫ডি, লোয়ার সার্কুলার রোড
কলিকাতা।

মূল্য ১।০ টাকা

প্রকাশক :—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মিত্র
এ্যামুয়েল রেজিষ্টার অফিস
৭৭।২৫।ডি লোয়ার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা।

৯।৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, ক্লাসিক প্রেস হইতে
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

ভুমিকা

"চলার পথে"র প্রায় সঙ্গেই "ফেরার পথে" বের হ'ল। দুখোন বইএর অখ্যানবস্তু কিন্তু আলাদা। রচনার ভঙ্গী বা টেক্‌নিক্‌ও ঠিক এক নয়। তবু বই দুখানার শেষটায় অনেকটা একি সুর হয়ত' বেজেছে। আরও কোন কোন দিকে মিলও হয়ত' ধরা সহজেই প'ড়বে। "চলার পথে"র বেলায় গোড়ায় গোটা দুই কথা ব'লে নেবার দরকার হ'য়েছিল। এখানার টেক্‌নিক্‌ যেটা, সেটা সব যায়গায় ভাল লাগল' কিনা, তা রসগ্রাহীরা নিজেরাই অনুভবে যাচাই ক'রে দেখবেন। আমি তা নিয়ে আর কিছু বল্‌তে যাব না। আখ্যানবস্তুর উপাদান ও যোগাযোগ সম্বন্ধেও কিছু বল্‌ব না।

শুধু একটা কথা বল্‌তে চাই—কোন এক রকম সমাজনীতি বা ধর্ম্মনীতির সপক্ষে বা বিপক্ষে প্রোপাগাণ্ডা করার জন্যে বইখান লেখা হয় নি। উপন্যাস তার ক্ষেত্র কিনা, এ জেরা তুলেও লাভ নেই। আমি এ বই খানাকে তার ক্ষেত্র হ'তে না দেবার পক্ষেই চেষ্টা করিছি। চেষ্টা সত্ত্বেও যদি বা কোথাও একটু আধটু হ'য়ে প'ড়ে থাকেত', পাঠকেরা আমার এই গোড়ার সাফাইটে মনে রাখবেন। ইতি

ফাল্গুন, ১৩৩৮
কলিকাতা



শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়

ফেরার পথে



প্রথম

পূজোর ঠিক আগে—চতুর্থী কি পঞ্চমী সেদিন। সকাল সাড়ে সাতটায় একখানা বোট কাশী রাজঘাট থেকে উজান বাহিয়া ধীরে ধীরে আসিতেছিল। গাইঘাট, পঞ্চগঙ্গা, বেণীমাধব, মণিকর্ণিকা—আরও কত কি ঘাট ছাড়িয়া বোট যখন মানমন্দির ঘাটের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন মাঝি দুহাতের দুইটা দাঁড় তুলিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"এইত' মানমন্দির ঘাট আসে। হিঁয়ামে নামিয়ে দরিয়াপ্ত করেন দাদা।"

বোটের আরোহী এক যুবা। সঙ্গী বা সঙ্গিনী কেউ নেই। সঙ্গে ছিল বেডিং, ট্রঙ্ক, স্যুটকেস, একটা হারমোনিয়ামের বাক্স, টিফিন্-কেরিয়ার, আর একটা ইকমিক কুকার। সে বসিয়াছিল বেডিংটার ওপরে—কাশীধামের অতুলনীয় গম্ভীরসুন্দর, বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ, বিরাট, প্রশান্ত মূর্ত্তির পানে বিস্মিত, মুগ্ধ, ভাবাপ্লুত দৃষ্টি মেলিয়া। এক দীর্ঘায়ত

প্রাকৃতিক শৈল-আস্তরণের উপরে কাশীশ্বর যে তাঁর যোগাসন পাতিয়াছেন—তা গঙ্গাগর্ভ থেকে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আসনটা যে আবার সমতলভাবে পাতা হয়নি, তাও গঙ্গার বুকে নৌকা করিয়া বেড়াইবার সময় বেশ বুঝিতে পারা যায়। আস্তরণের গায় আসনটাও যেন ঢেউ খেলিয়া গিয়াছে। গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী-বিধৌত সমভূমিতে ত্রিশূল গাড়িয়া একটা আড্ডা গাড়িবার সময়ও কি মনে পড়িয়াছিল—সেই তাঁর চির-প্রিয়-নিকেতন কৈলাসের তরঙ্গায়িত তুষার পালঙ্কটি, আর মনে পড়িয়াছিল—হিমাচলের বিপুল শৃঙ্গরাজি আর রমণীয় উপত্যকাগুলি, যেখানে তপ্তকাঞ্চনাভা অনূঢ়া গৌরী তাঁর তরে তপস্যায় তনুলতা ক্লিষ্ট করিয়াছিলেন? শ্বশুরবাড়ীর কথা কেই বা ভোলে? ভোলানাথও ভোলেননি দেখা যাচ্ছে। নৈলে এত যায়গা থাকতে একটা উচ্চাবচ শৈলপীঠ 'পরে বেছে বেছে তাঁর আসনটি পাত্‌তে গেলেন কেন?

ওহো—মতলব বোঝা গেছে। ভগীরথের তপস্যায় বাধ্য হ'য়ে জটাজূটের বাঁধন খুলে একদিন মুক্তি দিতে হয়েছিল তাঁর তরলতরঙ্গিণী নবীনা প্রেয়াটির। কিন্তু ঘটি ঘটি ভাঙ্গের নেশাতেও দোজবরের তরুণী প্রিয়ার বিরহ ভুল্‌তেত' পারেন নি। তাই এসেছেন—ছল ক'রে তাকে ধর্‌তে। ঐ যে উচ্চাবচ কাশী শৈল—ওর তলায় তলায় কি ফাঁদ পাতা র'য়েছে, তা কে জানে? বরুণা অসি—দুই মুড়োয় দু'গাছ ফাঁদের স্নেহপাশ পরাণো র'য়েছেত' দেখ্‌তে পাচ্ছি! দুটি বিরহক্লিষ্ট শীর্ণ বাহু দিয়ে কে যেন লীলালোলতনু সুরধুনীকে বেঁধে রাখ্‌তে চেয়েছে!

তাই না কি? না—ও দুটো হচ্ছে কার দুনয়নে গড়িয়ে পড়া দুটি প্রেম অশ্রুধার—"ওগো, তুমি আর কখখনো আমায় ছেড়ে যাবে না,

বল ?"—এই অস্ফুট করুণ মিনতিতে ভরা ? আর, যদি তলিয়ে দেখ্‌তে পার্‌তে ত' দেখ্‌তে—আরও এক গোপন ধারা কাশীশৈলের পরতে পরতে ফল্গুধারায় ফেটে বেরুচ্ছে—যুগ যুগ ধ'রে—মানিনী স্বরতরঙ্গিণীর চরণাঙ্ক-তীর্থ প্রাণের আকুতি-অভিষেকে চির-সিক্ত ক'রে রেখে দিয়ে !

ভাল, এখানে যখন আবার ধর্‌তেই হচ্ছে, তখন আর তাকে জটার বাঁধন খুলে ছেড়েই বা দেয়া কেন ? এই ধরা ছাড়া আবার ধরার খেলাটাই বুঝি দুনিয়াদারীর আসল খেলা !

এ'ত গেল প্রেমিক রসিকের কথা। বৈজ্ঞানিককে ডেকে জিজ্ঞেস কর—তিনিও বল্‌বেন—কাশী একটা "হার্ড রকের" ওপর—অসিতে আরম্ভ, বরুণাতে শেষ। রকটার এমন সংস্থান যে, গঙ্গার স্রোত এখানে উত্তরবাহী হ'য়ে আটক প'ড়ে গেছে। পাহাড় কেটে বেরুবার যোও নেই, আবার পলিমাটি ফেলে খাত ভরাট ক'রে অন্য পথে পিট্টান দেবারও যো নেই। তা ছাড়া, কয়টা গভীর স্তরের উৎসও বেরিয়েছে—গঙ্গাসলিলরাশি পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ ক'রে দেবার জন্যে। কাশীর প্ল্যানিং কে ক'রেছিল জানা নেই—অন্ততঃ আড়াই হাজার বছর আগে, বুদ্ধদেবের সময়ও, কাশী "স্বে মহিম্নি" প্রতিষ্ঠিত দেখি ;—তবে, যিনিই প্ল্যান ক'রে থাকুন, সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠব বোধ এবং দূরদৃষ্টি—এসবের তাঁর তারিফ কর্‌তেই হবে !

কমলকৃষ্ণের এই প্রথম কাশী আসা। তাই কাশীর অপূর্ব্ব সংস্থান ও অপরূপ নির্ম্মাণ—তাকে মুগ্ধ ক'রেছিল, ভাবনার গভীরতায় তলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

ঠিক আমাদের মতন ক'রে সে দেখেছিল কি না, জানা নেই। তবে, কাশী-পীঠশৈলের উচ্চাবচ ঠাম দেখে সে বোধ হয় ভেবেছিল—তীর্থ-সমাগত দশদিক্ কোন্ মহাদেবতার উদ্দেশে একবার যেন সাষ্টাঙ্গে

লুটিয়ে প্রণিপাত ক'রছে, আর একবার হাঁটু গেড়ে ব'সে কি এক মৌন বন্দনাগীতের মূর্চ্ছনায় বিপুল আকাশ আর পৃথ্বীকে পুলক-সমাহিত ক'রে দিচ্ছে!

তখন সকালবেলা—মন্দিরে মন্দিরে তখনও শঙ্খঘণ্টা বাজ্‌ছিল। মন্দির, শিলাপীঠ অগুণ্‌তি! বিশ্বের অঙ্গে প্রত্যেক রোমাঞ্চটির ভেতরে কে যেন তার আপন মন্দিরটি তুলে বিরাজ করছে—তার নিত্য নব নব বাঞ্ছিত ভোগরাগের মন্দির, তার সকাল সাঁঝের অন্তরতম আশারতির মন্দির! বিশ্বনাথের এই অচলায়তন পুরী কি তারই চিরন্তন প্রতীক?

কমলকৃষ্ণ কাশীধামের উদ্দেশে একটিবার করযোড়ে প্রণাম করিয়া পাথরের ধাপ বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। আমরাও তার সঙ্গে সঙ্গে কাশীবন্দনা করিয়া গ্রন্থারম্ভে আবশ্যক মঙ্গলাচরণটা সারিয়া লইলাম।

অনেকগুলো ধাপ ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতে হইল। ঘাটের উপরে এক প্রকাণ্ড অশ্বত্থগাছ একটা পাষাণ বেদীর ওপর দাঁড়াইয়া যেন পূর্ব্বমুখে শাশ্বত সূর্য্যার্ঘ্য দিতেছে। গঙ্গার বুকের হাওয়া তার পাতাগুলোর স্পর্শ-স্পন্দিত বীণায় বীণায় কি মধুর অনুদাত্ত সামঝঙ্কার নিত্য মুখর করিয়া রাখিয়াছে, কে তার ভাষা বুঝিবে?

তখন ঘাটে দু'একটি খোট্টা মেয়ে লোক ছাড়া আর কেউ ছিল না। কমল কাকে জিজ্ঞাসা করিবে—ত্রৈলোক্যবাবুর বাসাটা কোথা? মানমন্দির ঘাটের নিকটেই যে, তা সে বন্ধুর পত্রে অবগত হইয়াছিল। কাশী-প্রবাসী বন্ধুটির তার ষ্টেশনে হাজির থাকার কথা ছিল, কিন্তু কমল ষ্টেশনে তাকে দেখিতে পায়নি। বোধ হয় তার শেষ চিঠি বন্ধু পায় নি। অগত্যা, মাঝিদের পরামর্শে এক বোটে

করিয়া সে মালপত্র সমেত মানমন্দির ঘাটে আসিয়াছে। সরু সরু গলিতে টাঙ্গা এক্কা এসব চলিবে না—ষ্টেশনে তারা বলিয়াছিল।

অশ্বথতলায় দাঁড়াইয়া সে ইতস্ততঃ করিতেছে—কাকে জিজ্ঞাসা করিবে তার নির্দ্দিষ্ট বাসার পাত্তা। পথসঙ্কটও বটে। একটা পথ সোজা উপরের দিকে চলিয়াছে, আর একটা পথ ডাইনে ঘুরিয়াছে। ঘাটে কতকগুলো বজরা নৌকা বাঁধা বটে, কিন্তু তাদের মাঝিমাল্লারা কমলের অপূর্ব্ব হিন্দিতে কথিত প্রশ্নটা কায়ক্লেশে বুঝিল বটে, কিন্তু ত্রৈলোক্যবাবুর বাসার কোনই পাত্তা তারা দিতে পারিল না। মুস্কিল মন্দ নয়।

সে দাঁড়াইয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিতেছে, এমন সময় দেখিল ডাইনের গলি থেকে এক কিশোরী আসিতেছে, এক ঘাঘরী কাঁকে লইয়া গঙ্গায় জল ভরিতে।

হাঁ—কিশোরীই বটে। বয়েস চোদ্দ পনর হবে। পরণে এক আধময়লা লাল পেড়ে সাড়ী। হাতে দুগাছা ময়লা সরু বালা—সোণার বোধ হয় নয়, পিতলের গিল্‌টিকরা। মাথায় একরাশ চুল। কিন্তু সিথিতে সিঁদুর নেই। মুখখানা ভারি কমনীয় তার। চোখ দুটো ভাসা ভাসা। যে আগুন দেখলে পতঙ্গ এসে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, সে আগুন এ নয়। হোমাগ্নির মতন স্নিগ্ধ, শুচি, সৌম্য। মিষ্ট আকর্ষণ আছে, তীব্র জ্বালা নেই ; স্নিগ্ধ ছটা আছে, যাতে ক'রে চোখে একটা রঙ্গীন নেশা লেগে যায় না। চলন তার ধীরমন্থর, কিন্তু কৈশোরের লীলায়িত চঞ্চলতার একটুখানি রেশ তখনও বুঝিবা র'য়ে গেছে। চঞ্চলতা যেন আপন চটুলছন্দে আপনি লজ্জা পেয়ে আপনাকে সাম্‌লে নিতে এই সবে শিখ্‌ছে।

এক অপরিচিত ভদ্র যুবা অশ্বথতলায় দাঁড়িয়ে র'য়েছে দেখে, তার

একটুখানি সঙ্কোচ এল, বেশী নয়। মাথার কাপড়টা একটুখানি টেনে দিয়ে সে এগিয়ে এল ঘাটের দিকে। কমলকে পাশ কাটিয়েই সে যাচ্ছিল। কিন্তু কমল তখন নাচার—তার মুস্কিলদরিয়ায় আসানের জন্যে একগাছ কুটো পেলেও সে চেপে ধর্‌বে। কাজেই, তার দিকে ফিরে সে জিজ্ঞাসা কর্‌ল—

"ত্রৈলোক্যবাবুর বাসাটা এখানে কোথা বল্‌তে পার ?"

সে লজ্জাবতী লতার মতন সরমে ম'রে গেল না। মৃদুস্বরে, ঘাড়টি নীচু ক'রে, উত্তর দিল—

"একটু দাঁড়ান, আমি জল ভরে নিয়ে আসি। আমি আপনাকে বাসাটা দেখিয়ে দেব।"

ভারি মিষ্টিত' তার গলার স্বর ! এবার কমল তার মুখখানার দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখেছিল। হাঁ—সুন্দর বটে। কিন্তু কি জানি কি একটা যেন ম্লান ছায়া লেগে র'য়েছে, তার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানার ওপর ! যেন তার কিশোর জীবনের এই আধফোটা ফুলের পাঁপড়ি-গুলোতে এরি মধ্যে এক অতর্কিত নিষ্ঠুর ভাগ্যের তপ্ত নিঃশ্বাস প'ড়তে সুরু হ'য়েছে !

ঐ ম্লান ছায়াটুকুই বুঝিবা তার দিকে বেশী ক'রে আকৃষ্ট করে—শুধু কৌতূহল আর মনোযোগ নয়, মমতা আর দরদও !

সে কলসীতে জল ভ'রে নিয়ে এল। ঘাড় একটুখানি হেলিয়ে কমলকে আহ্বান কর্‌ল তার সঙ্গে যেতে। সামান্য একটু দূর গিয়েই একটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ী মিল্‌ল। বাড়ীটে দোতলা। বাড়ীর দরজার কাছে এসে সে কমলের দিকে ফিরে বল্‌ল—

"এইটে ত্রৈলোক্যবাবুদের বাড়ী। আমি এই বাড়ীতেই থাকি। কি বল্‌ব তাঁদের ?"

"বল—অসীমবাবু ক'লকাতা থেকে যাঁর আস্‌বার কথা ক'য়ে গেছেন, তিনি এসেছেন। আমার নাম—কমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।"

সে বাড়ীর ভেতর চলে গেল।

"আমি এই বাড়ীতে থাকি!"—তবে কি সে এ বাড়ীর কেউ নয়!—কমলের মনে একবার উদয় হইল।

মিনিট খানেক পরেই এক প্রবীণ ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। ব্রাহ্মণ—গলায় পৈতে, ছোট রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে চন্দনের ফোঁটা। পরণে তসরের ধুতি। পায়ে খড়ম। ইনিই ত্রৈলোক্যবাবু।

"নমস্কার, আসুন। আপনার নাম কমলকৃষ্ণবাবু? কৈ—অসীমবাবু সঙ্গে আসেন নি? এই প্রথম কাশী আসা আপনার, একলাটি বাড়ী খুঁজে বের কর্‌লেন কি ক'রে?"

"রাজঘাট থেকে বরাবর নৌকা ক'রে মানমন্দির ঘাট পর্য্যন্ত এসেছি। অসীমদাকে ষ্টেশনে দেখ্‌তে পাই নি। বোধ হয়, আমার শেষ চিঠিখান পান নি। ঐ মেয়েটির সঙ্গে ঘাটে দেখা হ'ল। ওকে বল্‌তেই ও সঙ্গে ক'রে এখানে নিয়ে এসেছে।"

"কে?—দেবু? ও ঘাটে জল আন্‌তে গেছ্‌ল বুঝি? তাই বেশী বেগ পেতে হয় নি আপনার। আপনার বন্ধু হয়ত' বেনারস ক্যান্‌টন্‌মেণ্ট ষ্টেশনে আপনার জন্যে গিয়ে থাক্‌বেন। সেইটেই বড় ষ্টেশন। আপনি বোধ হয় 'বেনারস পৌছুব' এইভাবে আপনার চিঠিতে লিখেছিলেন। যাক্—আপনার ঘর তৈরি ক'রে রাখা হ'য়েছে। আজ সকালে দেবু ধুয়ে পুছে ঠিক ক'রে রেখেছে! মাল-পত্তর সব কোথা?"

"নৌকোয়। একটা লোক—"

"আমি সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।"

ত্রৈলোক্যবাবু কমলকে বাইরের ঘরটায় বসিয়ে তাঁর চাকরটাকে পাঠালেন মালপত্তর সব নৌকো থেকে আন্‌বার জন্যে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই উপরের দুটো ঘরে কমলের থাকাব সব ব্যবস্থা হইয়া গেল।

কমল কলিকাতায় কোন উচ্চ গ্রেড্ কলেজের প্রোফেসার। বিশেষ সম্মানের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা পাশ ক'রে সে আজ বছর দুত্তিন কলেজে প্রোফেসারি কর্‌ছে। বেশ এক সভ্য-ভব্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহরতলীতে তার বাসা। দেশে বাবা নাই, মা আছেন। তিনি তাঁর ভদ্রাসন বাটী আর দেবসেবা ছেড়ে সহরে ছেলের বাসায় আসিতে পারেন নি। কমলের এক পিসিমা এসেছেন। ঠাকুর চাকরও আছে। এবার বর্ষার শেষে কমল দু'একবার ম্যালেরিয়ায় ভুগে ঠিক কর্‌ল—কাশী যাবে পূজোর ছুটিতে শরীর সার্‌তে। ছুটিতে তো বাড়ীই গিয়ে থাকে—মায়ের তার একমাত্র সন্তান—অন্ধের নড়ি—সে যে! তবু, এবার মা মত করলেন, তার কাশী যাওয়াতেই। দেশে বড্ড জ্বর জ্বাড়ি হচ্ছিল। কমল দূরদেশে কখনও যায় নি। তার এক বন্ধু—অসীম—থাকৃত কাশীতে। তাকে লিখ্‌ল—একটা ছোট-খাটো বাসা ঠিক ক'রে রাখতে। অসীম নিজে থাকে কোন এক বোর্ডিংএ—সেখানকার গোলযোগ কমলকৃষ্ণের বরদাস্ত হবে না। তা অসীমও জান্‌ত। তাই সে খুজে পেতে মানমন্দির ঘাটের কাছে ত্রৈলোক্যবাবুর বাড়ীর দোতলার দুখানা ঘর তার জন্যে ঠিক ক'রে ফেল্‌লে। গঙ্গার ধারে বাড়ী বল্‌লেই হয়। আর, বেশ নিরিবিলি। ত্রৈলোক্যবাবুরা স্ত্রীপুরুষে দুজনে থাকেন, আর ত্রৈলোক্যবাবুর এক বিধবা প্রাচীনা ভগ্নী। ছেলেপিলের গোল নেই। ত্রৈলোক্যবাবু লোকটিও সজ্জন। ঘরদুটির ভাড়াও বেশী নয়।

তার ঘর দুটি কমলের বেশ পছন্দ হ'য়েছে। তার সংলগ্ন আর

কোনও ঘর দোতলায় নেই। স্বতন্ত্র আর এক ব্লকে অবশ্য আরও দু'তিন খানা ঘর আছে। তার নিজের আলাদা সিঁড়ি, কল, পায়খানা। দোতলায় গঙ্গার দিকে ছোট একটুখানি ছাদও আছে। তাতে ফুলের টব, তুলসীর টবও দু'চারটে ছিল।

ত্রৈলোক্যবাবুর খোট্টা চাকরটি এসে কুঁজোয় জল ধ'রে দিয়ে গেল; বড় এক বাল্‌তিতেও জল রেখে গেল। ত্রৈলোক্যবাবু এক থেলো হুঁকোয় তামাক টান্‌তে টান্‌তে তত্ত্বতল্লাস নিতে এলেন।

"আপনার আর আলাদা চাকরের ব্যবস্থা করার দরকার নেই। আমাদের সংসারের কাজ সামান্য। চাকরটার যথেষ্ট ফুরসুৎ থাকে। সেই এসে আপনার কাজকম্মগুলোও ক'রে দিয়ে যাবে। আমি তাকে ব'লে দিয়েছি। যখন যা আবশ্যক ফর্‌মাস কর্‌বেন। তাকে না হয় আলাদা কিছু ধ'রে দিলেই হবে, এর জন্যে। আর—ঐ মেয়েটি—দেবু—আপনার সব দেখা শোনা কর্‌বে। তবে—"

কমল তার জিজ্ঞাসু-দৃষ্টি ত্রৈলোক্যবাবুর মুখের পানে উত্তোলিত করিল।

"মেয়েটি বামুনের নয়। যতটুকু পরিচয় পেয়েছি—জলচল জাতের মেয়েও নয়। কাজেই, আপনার খাওয়া-দাওয়ার কাজে ও হ'তে বিশেষ কিছু সাহায্য হবে না। অন্য অন্য কাজ ক'রে দিতে পার্‌বে। যে জাতেরই হোক্—মেয়েটি লক্ষ্মী। বাল্যকাল থেকে আমাদের কাছে আছে। বাড়ীর মেয়ের মতনই হ'য়ে গেছে!"

কমল কিছু বল্‌ল না। তবে, তার দৃষ্টি ত্রৈলোক্যবাবুর মুখের 'পর আর পতিত ছিল না। খোলা দরজা দিয়ে সিঁড়ির দিকে চ'লে গিয়েছিল—সেখানটায় সিঁড়ির মাঝামাঝি একটা ধাপে সে দাঁড়িয়েছিল ঘাড়টি তার নীচু ক'রে—আর আঁচলের খুঁটটি তার একবার জড়াচ্ছিল আর খুল্‌ছিল ডানহাতের তর্জ্জনীতে।

ত্রৈলোক্যবাবু একটু উচ্চস্বরেই কথাবার্ত্তা ক'য়ে থাকেন। তাঁর দেওয়া এ পরিচয়টুকু দেবুর কাণ এড়ায় নি।

"দেবু—আয় ত' মা—কমলবাবুর টিফিন কেরিয়ারটা আর কুকারটা বেশ ক'রে মেজে এনে দে ত'। আজ এবেলা আমাদের ওখানেই খাবেন'খন। সেই ব্যবস্থাই ক'রেছি। বেলাও অনেকখানি হ'ল। যাই—গঙ্গাস্নান করতে হবে। আপনার স্নান গঙ্গাতেই হবে ত' ?"

"তাই যাব"।

ত্রৈলোক্যবাবু চলিয়া গেলেন। দেবু ঘরে এল। এবার কেমন যেন একটু সঙ্কুচিত ভাব। কমল আর একবার মেয়েটির পানে ভাল ক'রে চেয়ে দেখ্‌ল। ছোটজাতের মেয়ে? এ্যাঁ? মুখ চোখ, গড়ন, চালচলন, ভঙ্গী—এ সব তাতেই যে সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠবের শ্রেষ্ঠ আভিজাত্যের রেখাপাতগুলি নিঃসংশয়রূপে ফুটে বেরুচ্ছে! সমাজের কোন এক পঙ্কিল নিম্নস্তরে এর জন্ম হ'য়েছিল কি? যদি হ'য়েই থাকে —এ সে পঙ্কের ভেতর শামুক গুগুলি হ'য়ে জন্মায় নি নিশ্চয়—প্রফুল্ল পঙ্কজ হ'য়েই জ'ন্মেছে।

কমল নিজে নব্যশিক্ষাপ্রাপ্ত—কিন্তু সব বিষয়ে নব্যভাবাপন্ন হ'তে পারে নি। বাবা তার শ্রেষ্ঠ কুলীন সমাজপতি ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর সব কথা কমলের ভাল ক'রে মনে নেই। তবে—তাঁর মাল্যচন্দনভূষিত পরিহিতদুকূল দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ মূর্ত্তি কমলের এখনও বেশ মনে আছে। মার মুখে শুনেছে—তাঁর আচারনিষ্ঠা কখনও কোন অঙ্গ-বৈকল্য অথবা অঙ্গহানি সহ্য করিত না। অথচ, সর্ব্বজাতিনির্ব্বিশেষে মমতাসম্পন্ন এবং পরোপকারী ব্যক্তি তাঁর চাইতে কেহ ছিল না। হাড়ি, চণ্ডাল, বাগদি—এ সবই তাঁর "বৃহৎ পরিবার" ভুক্ত ছিল। হাড়ি-বাড়ীতেও রোগ শোকে, তাঁকে তাঁর ষোল-আনা দরদ লইয়া উপস্থিত

থাকিতে দেখা যাইত। নিজের মুখের গ্রাস তাদের সঙ্গে ভাগ করিয়া না খাইলে তাঁর চলিত না। কিন্তু তবু তিনি আপন আচার পূর্ণভাবে পালিয়াই চলিতেন। খানাপিনার পার্থক্যও অমিলন, তাঁর বিবেচনায় ও ব্যবহারে, কখনই সত্যকার সামাজিক আত্মীয়তা ও মিলনের অন্তরায় হইতে দেখা যায় নাই।

কমলের মাও সেই সাবেকি ধাঁজের লোক। তাঁরও মমতা ও সেবায় কোনও গণ্ডী ছিল না। কিন্তু আচাবের দিক্ দিয়ে কড়াকড় গণ্ডী ছিল। কমল সেই আব্‌হাওয়াতে মানুষ হ'য়েছে! আচারের দিক্ থেকে অনেক গণ্ডী ভাঙ্গতে তার ইচ্ছে হ'ত বটে, কিন্তু, আপন বাল্য সংস্কারের বাঁধন এড়াতে না পেরে কতকটা, আর মায়ের মুখ তাকিয়ে কতকটা, সকল গণ্ডী ভাঙ্গবার উৎসাহ সে পেত না। অনেক সময় এ নিয়ে তার ভেতরে একটা অস্বস্তিকর আলোড়ন যে না চ'ল্‌ত, এমন নয়। তখন সে একটা আধ্যাত্মিক অনিশ্চয়ের দোলায় দুলত। ভাঙ্গবে না রাখবে—এইভাবে সঙ্কল্পের দোলন চ'ল্‌ত। মুস্কিল এই—এটাকে একটা বলহীন আত্মার দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ স্থির সাব্যস্ত ক'রে ফেল্‌তে পার্‌লে, সে নিজেকে একটা কিছু "টনিক" খাইয়ে চাঙ্গা ক'রে তুল্‌তে হয়ত' যত্ন কর্‌ত ; কিন্তু, রোগের নিদান সম্বন্ধেই তার সংশয় সময় সময় হ'ত। "এই যে আচারের গণ্ডী আমি ভাঙ্গতে চাচ্ছি—এটা কি হাতপা ছড়িয়ে বড় হ'য়ে বল পাবার জন্যে, না, নিজেই ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে বল হারাবার জন্যে ?"—আসল উত্তরটা যাই হোক্ না কেন—সময় সময় এ নিয়ে তাকে বিলক্ষণ অস্বস্তি ভোগ করতে হ'ত।

এই যে মেয়েটি তার গৃহপ্রাঙ্গণে আজ সেবার ডালি সাজিয়ে নিয়ে উপস্থিত হ'য়েছে, তাকে কি ভাবে সে ডেকে নেবে? ডালিটা তার নিঃশেষ ক'রে ঢেলে দিতে এলে, সে কি একটা সীমা টেনে দিয়ে বল্‌বে

—বস্, এর এদিকে আর এস না ? একটা মাত্রা নির্দ্দেশ ক'রে বলবে—বস্, এই পর্য্যন্ত, আর না ?

দেবুর দেবী প্রতিমার পানে—বিশেষ, তার ঈষৎ ম্লান মুখচ্ছবির পানে—তাকিয়ে কমলের মন বেশ সতেজেই ঘাড় নেড়ে বলে—"না, কিছুতেই তা হ'তে পারে না—এর সেবাকে অস্পৃশ্যতার আঁস্তাকুড়ে সরিয়ে রাখা ? আরে—ছিঃ !"

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মার তার আচারনিষ্ঠার চিরন্তন বাস্তুভিটাটা তার মনে প'ড়ে যায়—যেখানে :স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে মা তার, হাড়ি বাগদি সব্বাইকে, তাঁর নিজের ষোল-আনাই রিক্ত ক'রে ঢেলে দিচ্ছেন, শুধু দিচ্ছেন না তাঁর সেই টুকু, যার ওপর দাঁড়িয়ে তাঁর দেবার যা কিছু তা সব পেয়েছেন, তাতে অধিকারী হ'য়েছেন।

তোমরা এযুগের শিক্ষিত, কালেজের প্রোফেসার কমলকৃষ্ণ সম্বন্ধে যাই রায় বের করনা কেন—তাকে গোঁড়া বল আর দুর্ব্বলচেতাই বল—সে মনে মনে একটা রফানিষ্পত্তি করিয়া ফেলিল। দেবুর হাতে খাওয়াটা সে চালাতে পারবে না—বিশ্বনাথের অন্নপূর্ণার আনন্দধামেও এ সঙ্কীর্ণতা সে কাটাইতে পারিল না—কিন্তু আর কোন সেবায় তার সীমানির্দ্দেশ সে করিবে না। তার সেবা শুধু যে সে সহ্য করিয়া যাইবে, এমন নয় ; তার সেবা সে আনন্দের সঙ্গে, তৃপ্তির সঙ্গে বরণ করিয়া লইবে।

তার মনটা এরি মধ্যে মেয়েটির ওপর বেশ একটুখানি দরদী হইয়া পড়িয়াছিল। দেবু এতক্ষণও তার সঙ্কোচ পূরো কাটাইতে পারে নাই। ঘরে ঢুকিয়া দরজার বাজু ধরিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়াছিল।

"ওখানে দাঁড়িয়ে রৈলে যে ? এস দিকিন, দুজনে বেডিংটে খুলে ফেলি। তোষক, বালিশ টালিশগুলো রোদ্দুরে দিয়ে এস।"

দেবুর সঙ্কোচ ভাঙ্গিয়া গেল। সে প্রসন্নমুখে কাজে লেগে গেল। একটা বারণ নিয়ে এসে পূবে গঙ্গার দিকে রেলিং দেয়া ছোট ছাদটা বেশ ক'রে পরিষ্কার করলে। তারপর, কমলের বিছানাগুলো নিয়ে এমন ব্যবস্থা ক'রে, সৌষ্ঠবের সহিত, রোদ্দুরে মেলে দিলে যে, কমলের সস্মিত দৃষ্টি মেয়েটির সেবার ডালির এই প্রথম অর্ঘ্যটি একটা সত্যকার তৃপ্তি দিয়ে অভিনন্দিত ক'রেছিল।

ঘর দুটো আগেই ধুয়ে মুছে রেখেছিল সে। এইবার সে কমলের জিনিষপত্রগুলো বেশ মানানসই ক'রে ঘর দুটোয় সাজিয়ে রাখ্‌তে লাগল। কাপড়চোপড়গুলো ঝেড়ে ঝুড়ে পা'ট ক'রে আন্‌লায় রেখে দিল। কমল ট্রাঙ্ক খুলে, সুটকেশ খুলে একটি একটি জিনিষ তার হাতে দিচ্ছে, আর সে, নির্দ্দেশের অপেক্ষা না ক'রেই, সেগুলো যথাস্থানে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখ্‌ছে। কমলের নির্ব্বাক্ দৃষ্টি শুধু তারিফ ক'রে যাচ্ছে। একটা স্বাভাবিক, অনায়াসসিদ্ধ সুরুচি ও সৌষ্ঠবের বোধ মেয়েটির ভেতরে যে আছে, তাতে আর সংশয় নেই।

বড় হারমোনিয়ামের বাক্সটা এক পাশে প'ড়েছিল। দেবু সব গোছগাছ করতে করতে সেইটের ধারে গিয়ে একবার থম্‌কে দাঁড়াল। কমল তখন—একটা সতরঞ্চির ওপর গোল আয়নাটা দাঁড় করিয়ে ক্ষৌরী হবার উদ্যোগ ক'রছে।

"কি দেখছ? ওটা হারমোনিয়াম। বেশ ভাল হারমোনিয়াম। তুমি গান শুন্‌তে ভালবাস দেবু?"

দেবুর সেই ম্লান সুন্দর মুখখানার ওপর দিয়ে আর এক জগৎ থেকে ছুট্‌কে-আসা পথ-ভোলা এক আনন্দের হিল্লোল খেলে গেল!

সত্যিই—সে গান ভালবাসে। এত ভালবাসে যে, তা বল্‌বার না!

"তুমি গাইতে পার?"

সে অবনতমুখে মাথাটি শুধু নাড়িল।

"মোটেই না? আচ্ছা, গান শুন্‌তে পাবে যত ইচ্ছে। আমার একটুখানি গান গাওয়ার ব্যায়রাম আছে।"—ঈষৎ হাসিয়া কমল বলিল।

দেবু একটা চায়ের কাপ হাতে তুলে নিয়ে জল আন্‌তে গেল। মুখখানায় তার সেই পথভোলা আনন্দের হিল্লোলটা তখনও পালায় নি।

সত্যিইত'—ক্ষৌরী হবে, জল না নিয়েই সে ব'সে প'ড়েছিল।

দ্বিতীয়

দিনচা'র পাঁচ কেটে গেছে। দেবু আর বড় একটা লজ্জা করে না। বেশ সপ্রতিভভাবে—আর বোধ হয় কতকটা স্পষ্ট আহ্লাদেরই সহিত—কমলের ছোট গেরস্থালীর কাজকর্ম্মগুলো ক'রে দিত। কমলেরও কেমন মায়া ব'সে যাচ্ছিল দিন দিন মেয়েটির 'পরে। আহা!—ওর আপনার বল্‌তে সংসারে কেউ নেই! আর, আকৃতি-প্রকৃতি যদি পরকেও কখন আপন ক'রে তুলে থাক্‌তে পেরে থাকে, তবে, এমন কমনীয়, এমন মধুর আকৃতি-প্রকৃতি কি এই মেয়েটিকেও আপন ক'রে তুল্‌তে অপারগ হবে? সে ছোট জাতের মেয়ে—মাত্র এইটুকখানি জন্ম-ঘটনাই কি চিরদিন তার স্বাভাবিক আকর্ষণটাকে পায়ে বেড়ি পরিয়ে পঙ্গু ক'রে রাখ্‌বে—কিছুতেই সেটাকে স্বচ্ছন্দগতিতে, সাবলীলপদক্ষেপে, যারা "অভিজাত", তাদের অন্তর দুয়ারের চৌকাট পর্য্যন্তও ঘেঁষতে দেবে না?

ত্রৈলোক্যবাবুরা দেবুকে কোথায় কি ভাবে পেয়েছেন, তা অবশ্য কমলের এ পর্য্যন্ত শোনা হয় নি। তবে, এ কয়দিনে কমল এটা লক্ষ্য ক'রেছিল যে, তাঁরা দেবুকে ঠিক পরের মতন ক'রে দেখেন না বা রাখেন না বটে, কিন্তু ঠিক আপনও ক'রে নিতে পারেন নি। ত্রৈলোক্যবাবু প্রথম পরিচয়ের সময় ব'লেছিলেন—"ও বাড়ীর মেয়ের মতই হ'য়ে গেছে।" হাঁ—কথাটা ঠিক। বাড়ীর মেয়ের "মত" সে হ'য়ে গেছে, কিন্তু বাড়ীর মেয়ে সে হয় নি। তাঁরা শেষ বয়সে কাশীবাস ক'রেছেন। কিছু পুঁজি ভেঙ্গে কাশীতে ঐ বাড়ীখানা ক'রেছেন। বাকি পুঁজিটা কোম্পানীর কাগজরূপে মাসে মাসে কিঞ্চিৎ

সুদ প্রসব করে। সেট তাঁদের কপিলা গাই—বার মাসই দুধ দেয়, কামাই নেই। বাড়ীটেও আর একটা গাই, কিন্তু বারমাস দুধ দেয় না। সময় সময় কালে ভদ্রে ভাড়াটে জোটে। তাঁরা যে আচারনিষ্ঠার দুর্গে বাস ক'রছেন, তাতে, "মিত্র" ছাড়া, "অরি" এবং "উদাসীন"—এ দুই শ্রেণীর ছাড়পত্র তাঁরা মঞ্জুর করা নিরাপদ্ মনে করেন না। সদবংশ-জাত, সদাচারী—এ সব সার্টিফিকেট্ না পাইলে তাঁরা তাঁদের দুর্গদ্বার অবারিত করেন না। অসীমের কাছ হ'তে সবিশেষ পরিচয় পেয়ে তবে ত্রৈলোক্যবাবু তাঁর বাড়ীর কিয়দংশ প্রোফেসার কমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে ভাড়া দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। যাই হোক্—এই দুই "গরুর" দুধেই তাঁদের চলে। "আদিখ্যেতা" নেই, কোন রকমে চ'লে যায়।

এঁদের হ'ল আচার নিষ্ঠার "দুর্গ"। কমলের মার হ'ল আচার নিষ্ঠার "চিরন্তন বাস্তভিটা।" সে বাস্তভিটায় পাঁচীল তুলে দেউড়িতে কিরিচ-গালপাট্টাওয়ালা শান্তিপাহারা বসিয়ে রাখা হয় নি। আচারের বিশুদ্ধি-রক্ষার দিকে কড়াকড় নজর সেখানে আছে। কিন্তু নেই সেখানে অন্তরের প্রীতি ও সমবেদনার কোনরূপ কার্পণ্য; নেই সেখানে সেবা ও দরদের কোনওরূপ সঙ্কোচ ও কুণ্ঠা। সমগ্র পল্লী-শরীরের একটা অঙ্গ হ'ল যে বাস্তভিটা। তার নিজস্ব সে পুরোমাত্রায় বজায় রাখে। বজায় রেখেই মনে করে তার নিজের অঙ্গত্বের হ'ল চরিতার্থতা, আর যে তার অঙ্গী—সেই পল্লী—তারও হ'ল সম্পূর্ণতা।

ত্রৈলোক্যবাবুদের দুর্গটার পরিকল্পনা ও নির্ম্মাণ হ'য়েছে কিঞ্চিৎ অন্যভাবে। আগেই ব'লেছি—ত্রৈলোক্যবাবু লোকটি সজ্জন। অমায়িক, দয়ালু, সাধ্যমত পরোপকারী—এ সমস্ত বিশেষণ তাঁর সম্বন্ধে বেশই প্রযোজ্য। কিন্তু তবু তিনি একটা দুর্গের ভেতরই বাস

ক'র্তেন। নিজের আচারপালন—গঙ্গাস্নান, পূজাজপ, দেবদর্শন, ব্রতনিয়ম, গীতা এবং আরও কিছু কিছু ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ, অপরাহ্নে দশাশ্বমেধঘাটের আশে পাশে বসিয়া সমবয়স্ক ও সমধর্ম্মা লোকদের সঙ্গে আলাপ—এসব তাতেই তাঁর সময় প্রায় কাটিয়া যাইত। এ সবের ফাঁকে ফাঁকে কদাচিৎ দয়াধর্ম্ম, পরোপকার, এসব করার ক্ষেত্র বা অবকাশ উপস্থিত হইলে, তিনি অবশ্য সেটা উপেক্ষা করিতেন না। কিন্তু সেটা ছিল তাঁর অবসরের কাজ, নৈমিত্তিক কর্ম্ম। বেশীর ভাগ, নিজের আচারনিষ্ঠার খুঁটিটেই তিনি শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে থাক্তেন, অথবা তারিরই চা'র ধারে প্রদক্ষিণ কর্তেন।

পক্ষান্তরে, কমলের মার ছিল সেবাধর্ম্মটাই নিত্যব্রত। দিনের অনেক সময়ই তাতেই কেটে যেত'। নিজের পুজা-অর্চ্চা, ব্রতনিয়ম—এটা ছিল যেন, অবসরের কাজ। অবসরের ব'লে অনাদরের অবহেলার ছিল না কিন্তু।

যাই হোক্—দেবু শৈশবেই স্থান পেয়েছে ত্রৈলোক্যবাবুদের দুর্গাভ্যন্তরে। কিন্তু দুর্গের এমন পরিকল্পনা যে, তার ভেতরেও একটা পাচীল দিয়ে-ঘেরা অন্তর্দ্দর্গ ছিল। সেখানে ত্রৈলোক্যবাবুরা দেবুকে ঢুকিতে দেন নি। তাঁদের রান্নাঘর, পূজো-আহ্নিকের ঘর, এমন কি, শোবার ঘর—এসবের চৌকাট মাড়াতে দেন নি তাঁরা দেবুকে। গঙ্গাজলে দোষ নেই—কাজেই, দেবু গঙ্গাজল এনে দিত। কিন্তু দেবুর কর্ম্মক্ষেত্র ছিল ঐ যে গণ্ডী, ওর বাইরে। নিজের কর্ম্মক্ষেত্রে অনেক কর্ম্মই তাকে কর্তে হ'ত। তবে, কোন শক্ত, "হাড়ভাঙ্গা" কাজে দেবুকে ত্রৈলোক্যবাবুরা যেতে দিতেন না। তার নিজের আলাদা একটা ঘরও ছিল। মোটামুটি আদর যত্নেরও বিশেষ ত্রুটি ছিল না।

কিন্তু একটা মুস্কিল ছিল—ত্রৈলোক্যবাবুর বিধবা ভগ্নীটি। তিনি কিঞ্চিৎ "শুচিবায়ু-গ্রস্তা।" "ছুঁচিবাই" বেজায় সংক্রামক—বিশেষ মেয়েদের পক্ষে—এবং "মারাত্মক" রোগ। মুখরা, কলহ-কুশলিনী—এসব, অনেকক্ষেত্রে, ঐ মূল ব্যায়রামেরই এক একটা সর্ব্ববাদিসম্মত লক্ষণ। বিধবা ভগ্নীটির ও ব্যায়রামটি ছিল সন্দেহ নেই। তবে, সৌভাগ্যক্রমে, তত উগ্ররকমের নয়। তবু, দেবু বেচারীকে বেশ বেগ পেতে হ'ত—পিসিমার তালে তাল দিয়ে যেতে। শীতের দিন বেশ কষ্টই হ'ত—রাত্তির দিন জল ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে। হয়ত,' কাশীর সেই কন্‌কনে ঠাণ্ডা গঙ্গাজলে দেবুকে ত্ব'তিনবার স্নান ক'রিয়ে ছাড়্‌তেন পিসিমা! রূঢ় বচনের "রসান" ও অল্পবিস্তর থাকৃত' বৈকি! ত্রৈলোক্যবাবু এবং তাঁর স্ত্রী—এতটা পছন্দ কর্‌তেন না; দেবুকে "বাঁচাতে" চেষ্টাও কর্‌তেন; কিন্তু ভগ্নীর সঙ্গে সব সময় এঁটে উঠ্‌তে পার্‌তেন না। তবে, এর জন্যে, দেবুর জীবনটা "দুর্ব্বহ" ছিল বা হ'য়ে উঠ্‌ছিল—এমন মনে ক'র্‌লে ভুল করা হবে।

আর এক কথা, বাড়ীর ভেতর, আর বাড়ীর নিকটে সেই গঙ্গার ঘাটে, দেবুর খাটাখাটুনি মন্দ ছিল না বটে, কিন্তু, ত্রৈলোক্যবাবু তাকে একলা দূরে যেতে দিতেন না; হাটে বাজারে বা দোকানেও পাঠাতেন না।

অল্প কথায়, তাঁরা মেয়েটিকে স্নেহই ক'র্‌তেন, অনাদর বা অযত্ন ক'র্‌তেন না। কমল এক'দিনে সেটা বুঝ্‌তে পেরেছিল।

ত্রৈলোক্যবাবু অথবা তাঁর স্ত্রী যদি একেবারে "আপন" ক'রে নিতে পার্‌তেন এই অনাথা লক্ষ্মী মেয়েটিকে, তবে, হয়ত', কমলের ভিতরটা এতখানি আলোড়িত হ'ত না।

কিন্তু, সে নিজেও কি মেয়েটিকে "একেবারে" আপন ক'রে নিতে

পেরেছে? তাকে সেবার অধিকার দিয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সীমারেখা টেনে রেখেছে, গণ্ডী দেখিয়ে দিয়েছে। দেয় নি? তার হয়ত' জলতেষ্টা পেয়েছে; দেবু তখন ঘরেই কোন কাজ ক'র্‌ছে। সে নিজে উঠে গিয়ে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেয়েছে, কৈ, দেবুকে ত' ব'লেনি এক গ্লাস জল দিতে। দেবু কুকারের বাটী টাটিগুলো রগ্‌র'গে ঝক্‌ঝ'কে ক'রে মেজে এনে দিত; কৈ, সে ত' কোন দিন তাকে ব'লেনি, দেবু আজ্‌কে তুমিই কুকারটা চাপিয়ে দাও দিকিন। দেবুত' তফাতে দাঁড়িয়ে শিখে নিয়েছে—কতখানি চা'লে ডালে কতখানি জল দিতে হয়, আর কেমন ক'রেই বা কুকারটা চাপাতে হয়। সে চা'ল ডাল ঝেড়ে বেচে দিচ্ছে, তরকারি কুটে দিচ্ছে, কাঠকয়লার উনোনটা ধ'রিয়ে দিচ্ছে—শুধু দিচ্ছে না, দিতে পাবে না, জল দিয়ে সেগুলো ঠিকঠাক্ ক'রে চাপিয়ে দিতে; আর, পাবে না, জল আর অগ্নিকে নিবিড় সংস্পর্শের ভেতর আন্‌তে। বেদের সেই আপঃ, অগ্নি—যাঁরা নিত্য মধুক্ষরণ ক'র্‌তেন, সব কিছু শুচি ক'র্‌তেন, পবিত্র ক'র্‌তেন—তাঁরা এমন ধারা বেজায় শুচিবায়ুগ্রস্ত হ'য়ে প'ড়্‌লেন কি ক'রে?

আগেই ব'লেছি—এ রকমের চিন্তাধারার পাশ কাটিয়ে কমল যেতে চেত' না। কিন্তু বুকের সবখানি সাহস জড়' ক'রে এই ধারায় ঝাঁপিয়ে প'ড়ে, এরিরই টানে ভেসে যেতেও সে প্রস্তুত ছিলনা। তটে দাঁড়িয়ে—ইতস্ততঃ ক'র্‌ত—একবার এগুত, একবার পেছুত; শেষ পর্য্যন্ত হয়ত, নিজের সঙ্গে একটা "রফা" ক'রে ফেল্‌ত। এর জন্যে নিজের ওপর তার রাগ যে না হ'ত, এমন নয়। কিন্তু তবু, রাগের বশে নিজেকে চুরমার ক'রে ভেঙ্গে ফেলে, তাই দিয়ে সরাসরি নতুন একটা কিছু গ'ড়্‌তেও সে প্রস্তুত হ'তে পারে নি! বলা বাহুল্য, কমল ক'লকাতাতেও কখন হোটেল রেস্তরাঁতে, অথবা যার তার হাতে, খেত' না।

"রফা নিষ্পত্তি" না হয় হ'ল। দেবু কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে না হয় নাই দিলে, কুকারটা চাপিয়ে নাই বা দিলে। দেবু যতটা সেবার অধিকার কমলের কক্ষে পেয়েছিল, ততটাই যে তার অপ্রত্যাশিত! ত্রৈলোক্যবাবুরা তাঁদের বিছানাপত্র, কাচা কাপড়চোপড়—এসব তাকে নাড়্‌তে দিতেন না। এখানে, সে বালাই নেই। কমল তার চাবির রিং দিয়ে দিয়েছে দেবুর হাতে—দেবু সেটা তার সাড়ীর আঁচলের খুঁটে বেঁধে রাখে। ঘর-দুয়োর, বাক্স, আল্‌মারি—এ সবই দেবুর সেবার সযত্ন স্পর্শ পাচ্ছে। সে স্পর্শে তারা যেমন সুন্দর ও সুশ্রী হচ্ছে, তাদের যিনি মালিক, তিনিও তেম্‌নি সুখী ও তৃপ্ত হচ্ছেন। দেবুর সেবার ক্ষুধা যে অন্ন কয়টি তার মুখে আজ পেয়েছে, তাতেই আপাততঃ সে ধন্য। তার আর বড় একটা লোভ নেই। মোটেই নেই? ক্ষুধা—সেবারই হোক্ আর যারই হোক্—সহজ জিনিষ নয়। তার লোভ, তার আকাঙ্ক্ষা, তার লোলুপতা—একেবারে মিটুতে পেয়েছে, কে, কবে?

যাক্—আপাততঃ কোন গোল ছিল না।

কমল ঠিক কর্‌লে—আর এক পা এগিয়ে এসে সে নদীটার একেবারে কূলে দাঁড়াবে। একেবারে ভাঙ্গনের ফাটের মুখে! দেবুকে সে কুকারটা চাপিয়ে দিতে বল্‌বে—কুঁজোয় জল গড়িয়ে দিতেও বল্‌বে। শুধু রান্না ভাত—ঐ একটাই গণ্ডী না হ'য় রৈল। বল্‌লও একদিন দেবুকে। দেবু নিজেই ঘাড় নাড়্‌ল—আশ্চর্য্য!

মুখের কোণে এক রত্তি তার ম্লান হাসি!

কমল পীড়াপীড়ি কর্‌ল না। মুখেও আর কিছু বল্‌ল না। কিন্তু, একটা মৃদু দীর্ঘশ্বাস সে ঠেকাতে পারে নি। স্বস্তির নিঃশ্বাস—যাক্, একটা দায় থেকে বাঁচা গেল—এভাবের নিঃশ্বাস—সেটা নিশ্চয়ই নয়।

মহাষ্টমীর দিন, বাড়ীর সকলে গেছেন পাড়ায় কোন এক দুর্গামণ্ডপে অঞ্জলি দিতে। কমলও সেদিন সকাল সকাল গঙ্গাস্নান সেরে এসেছে। আর, দেবুত' রোজই সকালে স্নান ক'রে আসে। একখানা শিউলিফুলের বোঁটার রঙে ছোবান' নতুন সাড়ী তার প্যাট্রা থেকে বের ক'রে দেবু আজ প'রেছে। পিঠে সেই এলোচুলের রা'শ। একটা সাজি হাতে ক'রে ফুল আর তুলসী তুলে তুলে বেড়াচ্ছে। মুখখানায় কি একটা পূত, প্রশান্ত ভাব! কমল তার দোতলার বারান্দাটায় দাঁড়িয়ে ছিল। সে এল সেখানকার ফুলের টবগুলো থেকে ফুল তুল্‌তে। কমল কতকটা আন্‌মনা হ'য়েই দাঁড়িয়েছিল। অনেক সময় একলাটি থাক্‌লে সে যেন কেমন আন্‌মনা হ'য়ে থাকৃত'। তখন তার মুখখানার 'পরে একটা ব্যথাতুর বাদল সাঁঝের ছায়া যেন ঘনিয়ে আসৃত'—কোন্ মেঘলোকে সোণালি জরির আসন পেতে সে ব'সেছিল কাকে যেন তার বীণাটির প্রথম ঘুমভাঙ্গার বাণীটি শোনাবে ব'লে! গরজী অঙ্গুলির প্রথম স্পর্শেই তার মূল তারটি গেল ছিঁড়ে, আর সে অমনি গেল স'রে বিরাগভরে—রঙ্গীন আলোর সকল দুয়ার গবাক্ষ অদরদী করে তার সহসা রুদ্ধ ক'রে দিয়ে!

আজও তার মুখের 'পরে সেই রঙ্গীন আলোক ঝর্ণার অমর পিপাসা লেগে ছিল বুঝি!

সে চম্‌কে ফিরে দেখে—দেবু। দেবু—না—দেবী?

সত্যি, ভারি সুন্দর মানিয়েছে আজ তাকে তার নতুন সাজে। কমলের চোখে মিষ্টি লেগেছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু, তার সেই রঙ্গীন কুহক আলোর পিপাসা এ শুচি, স্নিগ্ধ, শুভ্র আলোতে মিট্‌বে কি?

"দেবু, তুমি আজ সাজি ভ'রে ফুল তুলে বেড়াচ্ছ কেন?"

সে একটিবার সস্মিতদৃষ্টিতে চাহিল। চেয়েই চোখ দুটি তার নামিয়ে নিল। কিচ্ছু বল্‌ল না।

"আজ মহাষ্টমী, দেবু, তোমার মনে আছে?"

দেবু মাথাটি নেড়ে জানাল' হাঁ।

"অঞ্জলি দিতে যাবে? এস আমার সঙ্গে।"

আজ্‌কে কমলের গলার স্বরে বোধহয় একটা নতুন সুরের পরদা বাজছিল। দেবু সেটা ধ'র্‌তে পেরেছিল কি?

সে এবারও ঘাড় নেড়ে জানাল' হাঁ—সে যাবে অঞ্জলি দিতে। মুখে কিছু সে বলে নি। কিন্তু সেই পথ-ভোলা আনন্দের হিল্লোলটা আবার তার মুখের 'পর দিয়ে খেলে গেল!

ফুলের সাজিটি নিয়ে সে প্রথমে আপন ঘরে গেল। একটু পরেই বেরিয়ে এল—সাজিটি তখনও হাতে। ফুল চাট্টি কমে গেছে যেন।

কমল দেবুকে নিয়ে গেল—বেশী দূরে নয়, কাছেই—দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে যেখানে চিত্তরঞ্জনের ষ্ট্যাচু স্থাপিত হ'য়েছে, সেইখানে।

সেখানে রেলিং দিয়ে ঘেরা জায়গাটায় বারোয়ারী দুর্গোৎসবের আয়োজন হয়েছিল। তারা যখন সেখানে গেল, তখন পুষ্পাঞ্জলি দেয়া প্রায় শেষ হয়ে গেছে। লোকের ভিড় নেই। যাঁরা লেট ক'রে এসেছেন তাঁরাই তখন অপেক্ষা কর্‌ছেন। পুরোহিতঠাকুর, অথবা তাঁর অনুচর—ঠিক কে বোঝা গেল না—তখন দক্ষিণা প্রণামীর পয়সা গুন্‌তি কর্‌ছেন। একটি ছোক্‌রা পূজা মঞ্চের ওপর থেকে চেঁচাচ্ছে—আপনারা সব দক্ষিণার পয়সা বার করুন, এদিকে দিন।

কমল শ্রদ্ধালু হ'য়েই এসেছিল, কিন্তু তার পিত্তি জ্বলে গেল!

সে দেবুর হাতখানা ধ'রে একটুখানি তফাতে স'রে গেল। তফাৎ থেকেই তারা দুটিতে মায়ের প্রতিমার পানে চেয়ে রৈল। বোধ হয়

বেশ খানিকক্ষণ ধ'রেই। কমল দেবুর হাতখানা তখনও ছাড়ে নি। সেও সরিয়ে নেয় নি। কমল কি ভাবছিল ?—

তারা ছুটিতে হাত ধরাধরি করে এসে দাঁড়িয়েছে কার কাছে ?—মায়ের কাছে না ? মায়ের কাছে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে মায়ের ছুটি ছেলে—একটি অভিজাত ব্রাহ্মণ, আর একটী অনাথা অন্ত্যজের মেয়ে! এ ওকে বলছে—তুই আমাকে ছুঁস নে—ছুঁলে আমার জাত যাবে—মা তা হলে আমাকে কাছে নেবে না!

কমলের হাতটা কাঁপছিল! নদীর কূলে যে ফাটধরা ভাঙ্গনের ওপর সে এসে দাঁড়িয়েছে, সে ফাট যে চড়চড় করে আরও বড় হয়ে যাচ্ছে। ভাঙ্গনের সঙ্গে সঙ্গে সেও ধ্বসে পড়বে না কি! ফাট যত বড় হচ্ছে, তার আর ওর হাত দুখানা যে ততই শক্ত করে পরস্পরকে চেপে ধরছে। যদি ধ্বসেই পড়ে,—অকূলে, অতলে—ছাড়াছাড়ি তাদের হবে না ত ?

মায়ের প্রতিমার কাছে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে যখন ছিল কমল-কৃষ্ণ, তখন, তার মুখের পানে নয়ন তুলে কেউ চেয়েছিল কি ? চাইলে দেখতে পেত,—সেই রঙ্গীন আলোর পিপাসা সেখান থেকে সরে গেছে। তার' পরে প'ড়েছে আর এক আলো,—যে আলোর প্রথম স্পর্শে ঝরে ফোটা শেফালিকা কুমারী পূজারিণীর শুচি শুভ্র আঁচলের 'পরে, আনত হ'য়ে, প্রণত হ'য়ে—পূজা অন্তে যে আলোতে পিঠের চুল মেলে দিয়ে কুমারী বসে যায় নিবেদিত শেফালিকার বৃন্তগুলি যত্নে বেছে নিতে, শুকোতে দিতে—যে আলোতে মেলে দেয় কুমারী তার নতুন পূজোর সাড়ীখানি শিউলির বোঁটার রঙে ছুবিয়ে নিয়ে—!

সত্যিই যে, তার চোখের সামনে থেকে সেই দূর মেঘলোকের রঙ্গীন স্বপ্ন স'রে গিয়ে ভেসে উঠেছিল, উঠ ছিল—আর এক স্বচ্ছোজ্জ্বল বাস্তব

স্বপ্ন—হাতটি তার ধ'রে পাশে দাঁড়িয়ে, শিউলি ফুলের বোঁটার রঙে ছোবান' সাড়ী পরণে এক কিশোরী কুমারী!

ছোট জাতের মেয়ে সে! অস্পৃশ্যা সে!

আর—সে—দেবু? সে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল মায়ের ছুটি পায়ের পানে—পলকহীন দৃষ্টি! শুধু পলকহীন? সজল দৃষ্টি! তারও হাত-খানা কাঁপছিল।

দেবুর সাজি থেকে ফুল বেলের পাত চন্নন নিয়ে তারা ছুটীতে মায়ের উদ্দেশে অঞ্জলি দিল।

"দেবু, তোমার অঞ্জলি দেয়া হ'য়েছে?"—প্রায় অস্ফুটস্বরে কমল শুধাইল।

সে মুখখানা তার ফিরিয়ে, চোখ ছুটো আঁচলে মুছে, সেই রকম প্রায় অস্ফুটস্বরেই উত্তর দিল—"হ্যাঁ"।

তারা বাড়ী ফিরে যাবার উপক্রম কর্‌ছে। কমল তার ট্যাঁক থেকে কি বে'র ক'র্‌ছিল। অম্‌নি শ্যেনদৃষ্টি পুরোহিত ঠাকুরটি—অথবা তস্য অনুচর—স্বভাবসিদ্ধ বেয়াড়া কণ্ঠে বল্লেন—

"এই যে এদিকে, দক্ষিণাটা দিয়ে যান, বাবু।"

কমল এগিয়ে গেল। একটা আধুলি দেবীর পূজাবেদীতে একবার স্পর্শ করাইল। পুরোহিত ছোঁ মারেন আর কি! সে কিন্তু পুরোহিতের প্রসারিত হস্তে সে দক্ষিণা দিল না। আধুলিটি হাতে ক'রেই ফিরে এল। দেবুকে বল্‌ল—"চল"।

পুরোহিত ত' অবাক্‌—দেবুও একটুখানি বৈ কি!

কমল দেবুকে নিয়ে ফটক দিয়ে "পগার পার" হচ্ছে দেখে, পুরোহিতের অবাক্‌ মুখে বাক্‌ স'র্‌ল—

"ব্রাহ্মণের প্রাপ্য দক্ষিণাটা বঞ্চনা ক'রে যাচ্ছেন—"

কমল সে দিকে কাণ দিল না। ফটকের বাইরে রাস্তার ওপর এক অন্ধ আঁচল পেতে ব'সে ছিল। কি জাত তার ঠিকানা নেই। হাতে পায়ে কুষ্ঠেরও চিহ্ন। কমল তার হাতখানা ধ'রে, তার মুঠোয় আধুলিটে দিয়ে বল্‌ল—

"আধুলিটে ভাল ক'রে রাখ।"

"বাবা তোমার জয় হোক্"—আতুরের কম্পিত কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ বেরিয়েছিল। এবার আর দেবুর মুখে অবাক্ হবার লেশরত্তিও ছিল না।

তারা বাড়ী ফিরে এসেছে।

দেবু গেল আপনার ঘরটিতে কাপড় ছাড়তে। তার সমস্ত শরীরটে তখনও থেকে থেকে কাঁপছিল। আর, গলার ভেতরে কি জানি কেমন ধারা একটা চাপা কান্না ঠেলে ঠেলে উঠছিল। দুঃখকষ্ট জীবনে—এই চোদ্দ পনর বৎসর বয়সেই—সে অনেক পুইয়েছে। কিন্তু এমনধারা কোন দিনই ত' হয় নি! আর, এটা দুঃখ, না, এটা সুখ—অনির্ব্বচনীয়, অননুভূতপূর্ব্ব?

দুই-ই।

মায়ের পায়ে অঞ্জলি সে আগেও দিতে গিয়েছে। কিন্তু—যত দিনকার কথা তার মনে পড়ে—এমন ক'রে হাতখানা তার ধ'রে পাশে দাঁড় ক'রিয়ে অঞ্জলি দিতে ত' তাকে এতদিন কেউ দেয় নি! সে অনাথা ছোট জাতের মেয়ে ব'লে, তাকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে ব'লেছে। সে অবুঝের মতন কাছে ঘেঁষে আসতে গেলে, সব্বাই বিরক্ত হ'য়েছে—"স'রে যা—ঐখানে গিয়ে দেখ" বলেছে। সেই যে বছর দু'তিন আগে আর এক ভাড়াটে এসেছিল—তাদের বৌ ত' তাকে ভালই বাসত—তাদের সঙ্গে গিয়েছিল এক'দিন অঞ্জলি দিতে—কিন্তু

তারাও ত' তাকে দূরেই দাঁড় ক'রিয়ে রেখেছিল—মায়ের প্রসাদী ফুল নির্ম্মাল্যি আলগোছে তার হাতে দিয়েছিল—আর, বৌটি তার হাতে দিতে এসেছিল একটা সিকি—যাও, দেবু খাবার কিনে খাও ব'লে—সে তা নিতে পারে নি—কাঁদ কাঁদ মুখে অন্যদিকে চ'লে গিয়েছিল! কিন্তু আজ—কমলবাবু? হাতখানা তার ধ'রে রাখলেন—একটিবারও ছাড়লেন না। কি আদর, কি মমতা মাখানো তাঁর হাতের স্পর্শে! কি কোমল স্নেহমাখা সুর তাঁর কথার স্বরে! তার যে আনন্দে কান্না পাচ্ছিল, দুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছিল! সে অনাথা অন্ত্যজের মেয়ে, তাকে এমন ক'রে "নাই" কেন দিতে গেলি মা? যা রইবে না সইবে না, তার জন্যে একটা "লালচ" কেন এনে দিলি মা?

যে আপনার ঘরে ছোট তক্তাপোষের ওপর পাতা মাদুরটাতে শুয়ে প'ড়ে খানিক ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদেছিল। আমরা কতক ভাঁজ খুলে খুলে দেখাচ্ছি, কিন্তু সে কিশোরীর কোমল প্রাণের নতুন পাঁপড়িগুলো তখনও খোলে নি—দু'একটা পাঁপড়ি সবে খুলি খুলি করছিল বৈত' নয়! সে তলিয়ে কিছু বুঝুক আর নাই বুঝুক, একটা অভিনব আনন্দ ও ব্যথা যুগপৎ তাকে অধীর ক'রেছিল, কিছুক্ষণ।

হাঁ, কিছুক্ষণ, বৈ কি! কিছুক্ষণ পরে মনে হ'ল যেন পাঁপড়িগুলোর মুখ আবার বেমালুম বন্ধ হ'য়ে গেছে। একেবারে বেমালুম? দেখা যাবে।

আর, কমলকৃষ্ণের?

আজকে মায়ের পায়ে অঞ্জলি দেয়া অনুষ্ঠানটুকুর ভেতরে বাস্তবের ও ভবিতব্যতার কি যেন কি এক সূচীমুখ, স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ ইঙ্গিত ছিল, যেটা তার এতদিনকার বুকে আঁকড়েরাখা রঙীন বদবুদটাকে ছুঁয়ে দিয়েছে—হয়ত' ফুটো ক'রেও দিয়েছে। দেখিয়ে দিয়েছে—তার ভেতরে

খানিকটে রঙ্গীন কোয়াসা পোরা ! সে যে এতকাল সেই রঙ্গীন, সোণালি কোয়াসার ভেতরেই কোন্ কুহকিনীর যাদু বীণানিক্কণে আকুল হ'য়ে এক অফুরন্ত খোঁজ আর মিছে পাওয়ার গোলকধাঁধার ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ! পথ ত' মসৃণ নয়, কুসুমাস্তীর্ণ নয় ! চল্‌তে চল্‌তে কতবার কোয়াসার ঘোরে হোঁচট্ খেয়ে প'ড়ে গেছে—আপন ব্যথাতুর বক্ষ আপনি চেপে ধ'রে আবার যাত্রা ক'রেছে সেই বীণারই কুহক আহ্বানের অনুসরণে ! যুগ যুগ ধ'রে যত মথিত, দলিত, প্রতারিত হৃদয়ের প্রেতাত্মা—সব যেন সেই অফুরন্ত গোলকধাঁধার পথে ওৎ পেতে ব'সে আছে—তাদের সকল নির্নিমেষ দৃষ্টির পুঞ্জীভূত কাতরতা দিয়ে নবীন পথিককে সতর্ক, হুঁসিয়ার ক'রে দেবার জন্যে ; তাদের সকল নিরাশ, নিষ্ঠুর, বিকট হাসি সজাগ হ'য়ে আছে, কখন কোন্ নব আগন্তুক এসে ফাঁদে প'ড়ে যায়, হাড় গোড় ভেঙ্গে জখম হ'য়ে বসে, তারির প্রতীক্ষায় !

কমলকৃষ্ণ তার কুহকাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে চল্‌তে চল্‌তে যেটাকে ভেবেছিল সাঁঝের নীলগগন-সায়রে সোণালি মেঘের পর্দা ঢাকা একটা রত্নদ্বীপ, সেটা আজ কোথায়, কতদূরে ? বেশ নিশ্চিন্ত মনে চল্‌তে সে যে আচম্বিতে এসে পা'ড়েছে এক খাড়া পাহাড়ের মাথায়—কোয়াসায় সাম্‌নে কতটুকুই বা দেখা যায় ?—ভাবছে, সম্মুখের এই পর্দাটা স'রে গেলেই বুঝি বেরিয়ে পড়্‌বে তার প্রাণের বাঞ্ছিত রমণীয়, মনোমদ তীর্থ—সেই অলকার নিভৃত নাচের আসর—সেখানে প্রিয়া তার তারার চুম্‌কি বসানো আসমানী ওড়না গায়ে দিয়ে, পায়ে মণিমঞ্জীর বেঁধে, সলাজমধুর বঙ্কিম দৃষ্টিতে চেয়ে আছে প্রিয়তমের অভিসার পথটির পানে—তার তরুণ যৌবনের প্রথম ঘুম-ভাঙ্গানো লীলাবিলাসমঞ্জুল কিন্নরকিশোরীর পূর্ব্বরাগ নৃত্যটি দেখাবে ব'লে ! সে নিভৃত আসরে আর কারুরই ত'

পদচিহ্ন প'ড়ে নি।—সত্যিই কি পড়ে নি?—সে আসরের গুপ্তদ্বারে দাঁড়িয়ে থাকে—যুগ যুগ ধ'রে আছে—শুধু দুইজন—সেই চির-শকুন্তলার চির-নর্ম্মসখী—অনসূয়া প্রিয়ম্বদা—একটির নাম বাসন্তিকা—সে চিরবসন্তের যত কিছু সঞ্চিত ক্ষরিত মধুমদিরা আর মুকুলিত মঞ্জরিত সুষমা, তাই দিয়ে আসরটি চিরদিন পেতে রেখে দেয়। আর একটির নাম—যৌবনক্ষুধা—সে সেই মঞ্জুকুঞ্জের রহসি অভিসার পথে চিরদিন দূতীয়ালী ক'রে আস্‌ছে—যত সব গোপন ইঙ্গিত আর মধু সঙ্কেতের নিগূঢ়-বিনিময়-কুশলিনী হ'য়ে! কমলকৃষ্ণ কোথায়—কার সঙ্কেতের অনুসরণে কোন্ অভিসার পথে চ'লে যাচ্ছিল? চোখের রঙ্গীন কোয়াসা তাকে দেখতে দেয় নি—তার সত্য সংস্থান, তার বাস্তব পাদ-পীঠ! এক খাড়া পাহাড়ের মাথার ওপরে, খাড়াইএর ঠিক প্রান্তে সে এসে দাঁড়িয়েছে যে! আর একটিবার পা ফেলা, আর—আর—কোন্ নির্ম্মম ব্যর্থতার রসাতলে সে প'ড়ে যাবে হাড়গোড়ভাঙ্গা জখম হ'য়ে, তার ঠিকানা নেই!

আর সত্যি সত্যি—সে প'ড়েই যায় নাই কি? শুধু তার অসুস্থ শরীরটে সারতেই কি তার কাশীতে চেঞ্জে আসা? তার জখমি বুকটাও কি তাকে এই পূজোর সময়—মায়ের আঁচলছাড়া ক'রে—দূর প্রবাসে তাড়িয়ে নিয়ে আসে নি? ভাঙ্গা কলিজে কি আর জোড়া লাগ্‌বে? হয়ত' লাগ্‌বে না।' তবু, বাইরের ছুটোছুটিতে অন্তর ছট্‌পটানিটে কতকটা সহনীয় ক'রে নিতে পার্‌বে, এ ভরসাটুকু হয়ত তার ছিল।

আমরা হয়ত' দিয়ে কথা ক'য়ে যাচ্ছি—কমলকৃষ্ণের অন্তরের সমাচারটা এখনও যে কিছুই পাওয়া হয় নি।

তবে এটা ঠিক যে, আজ্‌কে মহাষ্টমীর দিনে অঞ্জলি দিতে গিয়ে—সে একটিবার, হয়ত মাত্র একটিবারই—তার এতদিনকার মর্ম্মান্তিক ভুল

ভেঙ্গে দেয়া একটা শুচি অথচ মধুর সত্যের আশ্বাস-সৌম্য দিব্যকান্তি কটাক্ষে দেখে এসেছিল !

বাড়ীতে ফিরে এসে, চোখ, ভাল ক'রে র'গ্ড়ে, সে চেহারাখান—সে দেখতে পাচ্ছিল কি ? সেই রঙ্গীন কোয়াসা মরীচিকায় আবার তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ধরে নি ত ? দেখা যাবে।

ওবাড়ীতে পিশিমার ঝাঁঝালো গলা আর একটু বেশী ঝাঁঝালো স্বরে শোনা গেল—

"দেবু, এতখানি বেলা হ'ল, এখনও ঘরে শুয়ে আছিস্! আমার রান্নাঘরের রোয়াকটা এই বুঝি গোবর গঙ্গাজলে ধুয়িছিস! ওমা—কি কাজের ছিরি মেয়ের! যত সেয়ানা হচ্ছেন, তত গুণধরী হচ্ছেন! রোয়াকময় সক্ড়ি! আমি এই অঞ্জলি দিয়ে এলুম, আবার যাই ছাঁন কর্তে।"

"কেন, পিসিমা, আমি ত বেশ ভাল ক'রেই তোমার ঘরের রোয়াক ধুয়ে রেখেছিলুম। কাগে হয়ত কোত্থেকে সক্ড়ি এনে ফেলেছে।"—দেবু তার ঘরটি থেকে বেরিয়ে উত্তর দিল।

তার গলাটা ভার ভার, কিন্তু আজ স্বরে তার কোন অনুযোগ বা অভিমানের ব্যথার রেশ ছিল না।

আজ কোন্ গোপন চন্দনপাটা তার ছোট্ট বুকটির ভেতর খুঁজে পেয়েছে সে, তাতেই চন্দন ঘ'সে ঘসে লাগাচ্ছিল তার কিশোর জীবনের যেখানে যত ব্যথা, যেখানে যেটুকু দরদ, তারির ওপর একটা শীতল সুরভি প্রলেপের মত !

"পিসিমা, আমি দুঘড়া গঙ্গাজল এনে রেখেছি তোমার জন্যে। সক্ড়ি পায়ে লেগে থাকেত' এক ঘড়া জলে তুমি ছান করে ফেল। আর এক ঘড়া জলে আমি এখ্খুনি তোমার রোয়াক মুক্ত করে দিচ্ছি।"

দেবুর গলার সুরে আজ কি একটা মিষ্টি ভাজ দেওয়া ছিল—পিসিমা নরম হইলেন।

"এই নে, তোর জন্যে অন্নপূর্ণোর প্রেসাদ এনেছি, খেগে যা। অনেক খানি বেলা হ'য়ে গেছে। কমলবাবুর সব যোগাড় ক'রে দিয়েছিস্? তিনি অঞ্জলি দিতে বেরুন নি?"

"গেছ্লেন—আমাকেও সঙ্গে নিয়ে গেছলেন!"

তারের বুলি পূর্ব্ববৎ মিঠেই ছিল, তবে এই শেষ জবাবটা দেবার সময়, বোধ হয়, দু'এক পরদা খাদে নেবে এসেছিল। পঞ্চম থেকে হয়ত বা কোমল গান্ধারে!

"দেবু, মা, কমলবাবুর এই ডাকের চিঠিখানা তাঁকে দিয়ে আয় ত।" —ত্রৈলোক্যবাবু ঘর হ'তে বেরিয়ে বল্লেন।

একখান চৌকো এম্‌বস্‌ড, রঙ্গিন খাম। লেভেন্‌ডারের মতন কি একটা গন্ধ তাতে। খামখানা নাড়িতে চাড়িতে সে কমলের ঘরে গেল। খামের শিরোনামাটার দিকে দৃষ্টি রেখে। যেন লেখাটা পড়তে চেষ্টা করছে।

কমল দেবুর হতে চিঠিখানা নিয়ে তাকিয়েই একটু হেসে বল্‌ল— "দেবু পড়তে শিখবে?" দেবু পড়তে জান্‌ত না।

হেসে বল্‌ল—বটে, কিন্তু চিঠিখানা হাতে ধ'রে কমলের মুখখানা যে একবার রাঙা, একবার সাদা হতে লাগ্‌ল! দেবু আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তৃতীয়

চিঠিখানা কার, আর তাতে কি লেখা ছিল—তা না হয় এখন নাই শুন্‌তে পাওয়া গেল। তবে এটা নিশ্চিত যে, চিঠিখানা কমলকৃষ্ণের বুকের সবটুকু রক্ত নিয়ে বড়ই জবরদস্তি ক'রেছিল—একবার সবটুকুই যেন জোর ক'রে লুকে নিচ্ছিল, আর একবার সেটাকে জোর ক'রে ছুড়ে দিচ্ছিল।

অঞ্জলি দিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে বাস্তব স্বপ্নের পূত স্নিগ্ধধারায় সে অবগাহন ক'রে এসেছিল, সে সত্য অনুভূতির, বাস্তববোধের ধারাটাই কি শেষ পর্য্যন্ত একটা মায়া, একটা ইন্দ্রজাল, একটা মরীচিকা হ'য়ে দাঁড়াল? আর, যে রঙ্গীন, মত্ত-করা, অস্থির-অধীর-করা, স্বপ্নের গোলকধাঁধা থেকে সে মুক্তি পেল ভেবেছিল—সেইটেই তাকে নতুন নতুন গে'রো দিয়ে তার সেই উন্মাদ আকুতির তপ্ত কুক্ষিদেশেই চিরবন্দী ক'রে রেখে দিলে?

যারা সম্মোহন বিদ্যা—হিপ্‌নোটিজ্‌ম—দেখায়, তারা সময় সময় এক মজার খেলা দেখায়। একজনকে হয়ত' সম্মোহিত ক'রেছে। তার সাম্‌নে একটা কাগজ বের ক'রে ধ'রে বলে—"দেখ, এই কাগজটা তোমাকে যখনই দেখাব আমি, তখন যে অবস্থায় থাক না কেন তুমি, তোমাকে ঘুমিয়ে পড়্‌তেই হবে—নিশ্চয়ই হবে।" তারপর, তার সম্মোহন ভেঙ্গে দিলে। তার কিচ্ছু মনেই নেই। সে খানিকক্ষণ বেশ সহজভাবেই আর আর সকলের সঙ্গে কথা ক'চ্ছে। হঠাৎ পেছন থেকে এসে সেই খেলোয়ার যাই পকেট থেকে বের ক'রে কাগজখানা তার চোখের সাম্‌নে ধর্‌ল, আর অম্‌নি, সে বেচারী ঘুমে ঢ'লে পড়ল—মুখের কথাটাও শেষ কর্‌তে পেলে না।

আমাদের কমলকৃষ্ণের দশা কি তাই হ'ল? কে, কবে তাকে এক মোহনী সম্মোহনবিদ্যায় আচ্ছন্ন ক'রে তার কাণে কি এক সঙ্কেসূচন্—নির্দ্দেশ—বাণী শুনিয়ে রেখেছিল! আজ তাই, সেই লেভেণ্ডার-গন্ধমাখা রঙ্গীন চৌকো খামটা তার হাতে পড়ল, আর, সে অম্নি, ফিরে গেল সেই রঙ্গীন কুহক বাগুরার ভেতরে, যা থেকে সে বেরিয়ে পড়ল ভেবেছিল!

সে বাগুরার ভেতর থেকে তবে কি সত্যি সত্যি বেরুতেই পারে নি? আজ সকালে অঞ্জলি দেবার সময়, দেবুর হাতখানা ধ'রে, যে একটা নতুন আলোকের ঝরণায় তার চোখদুটো সে ধুয়ে ফেলেছিল, সে আলো কি তবে আলেয়া? তা বোধহয় নয়। সহসা বলা শক্ত সেটা কি।

বোধহয় সব্বাইকার জীবনে এমন এক একটা লগ্ন, মুমূর্ত্ত এসে প'ড়ে, যখন তাদের চোখের সাম্নে থেকে আচম্বিতে স'রে যায়, গোটাকতক নিত্য ব্যবহারেও অনুভবে পরিচিত দৃশ্যপট, যেগুলো তাদের নিত্য-পরিচিত জীবনের ভূমিকাগুলো অভিনয় করার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে আস্‌ছে। সে সব পট স'রে গিয়ে, একবারে আড়ালের, ভেতরের সাজ ঘরটা তাদের চোখের সাম্নে ভেসে ওঠে পলকের জন্যে—যেখানে আর সাজ নয়, মুখোস নয়, ছদ্মবেশ নয়, যারা সেজেছে, সাজছে, সাজবে, তাদেরই নগ্ন, অকৃত্রিম, যথার্থ স্বরূপগুলো, প্রকৃতিগুলো, আকৃতিগুলো ফুটে বোরয়ে পড়ে! তখন অবাক্ হয়ে ভাব্‌তে হয়—ওঃ, এরাই সেজে গুজে এসেছিল; এরাই সেজে আসবে! এতক্ষণত' কিছুই ধর্‌তে পারি নি!

সত্যিই—মহাপুরুষদের ভেতর ধ্যান, অন্তর্দৃষ্টি, দূরদৃষ্টি এসব যেমন নিত্য ফুটে থাকে শুন্‌তে পাই, তেম্নি সাধারণ ধরাবাঁধা হাসিকান্নার

জীবনের ভেতরেও কদাচিৎ কোন লগ্নে, কোন মুহূর্ত্তে সেই রকমধারা একটা কিছু জ্যোতি ফুটে বেরোয়—যেটা নিমেষের তরে তার অবাক্ দৃষ্টির সাম্‌নে ভাসিয়ে তোলে এমন একটা কিছু, যেটা একেবারে অতর্কিত, অচিন্তিত, অকল্পিত।

হয়ত' একটা পাথরের চাঁই আমার নিত্য আনাগোনার পথে অবহেলায় প'ড়ে আছে—কোন দিন সেটাকে খেয়ালের মধ্যে আনি নি, অথবা নগণ্য একটা পাথরই ভেবে রেখেছি—হঠাৎ কোন এক লগ্নের শুভদৃষ্টি তার ওপর পড়্‌ল, আর অম্‌নি বিস্ময়-বিস্ফারিত আঁখিতে, রোমাঞ্চিত কলেবরে দেখ্‌লাম—সেত' পাথর নয়, নগণ্য নয়; সে চিন্ময়, রসঘনতনু, অপরূপ বিচিত্র এক দেবমন্দির—যার প্রতি চিন্ময় রেণুটি থেকে পরমরমণীয় রূপ, রস, গন্ধ, বাণী, স্পর্শ যেন সহস্র ঝরণাধারায় ফেটে বেরিয়ে আস্‌ছে—আর ভেতরে নিবিড় ঘনীভূত মাধুর্য্যের সিংহাসনটি পেতে বিরাজ কর্‌ছেন যে আমারি প্রাণের ঠাকুরটি! তখন হয়ত' চোখের জল মুছেই পারি না!

আজ সকালে অঞ্জলি দেবার সময় কমলের ভেতর হয়ত একটা নতুন আলোর মুখ খুলে গিয়েছিল। আর সে আলোর মুখ ঘুরে গিয়ে পড়েছিল একেবারে অন্তরের নিরালা সাজ ঘরটিতে—যেখানে রঙ্গিন আলোর কুহকে তারার চুম্‌কি বসানো আসমানী ওড়না গায়ে দিয়ে, পায়ে রত্ন মঞ্জীর বেঁধে চলন্তিকা রূপবহ্নিশিখার মত দাঁড়িয়ে ছিল না, রহসি প্রণয়সম্ভাষের সেই উচ্ছল-যৌবনা কিন্নরনটীটি। কিন্তু যেখানে শান্ত শীতল আরতিদীপালোকে দাঁড়িয়েছিল, তারই হাতটি ধ'রে, শিউলিরঙের সাড়ী পরণে, অতি স্নিগ্ধ মধুর, কোমল এক সুষমামণ্ডলের মাঝখানে, অনাথা, অবলা, সরলা এক কুমারী কিশোরী।

যাকে এতদিন পাথরের চাঁই—কাঙাল, অন্ত্যজের মেয়ে পরিচারিকা

—ভেবে রেখেছিল, তারই ভেতরে যে ফুটে বেরুচ্ছে তার চির-আকাঙ্ক্ষার, নিত্য-সোহাগের প্রাণরাধা !

একটিমাত্র মুহূর্ত্তের জন্যে এই রকমধারা একটা অতর্কিত নূতন অলোকে সে ডুব দিয়েছিল বটে ! ডুব দিয়ে অন্তরের পুলকরোমাঞ্চকর একটা কিছু সাক্ষাৎকার তার হ'য়েছিল বটে !

কিন্তু সেটা ঐ এক মুহূর্ত্তের জন্যেই নয় কি ?

দেবু মেয়েটির ওপর কমলকৃষ্ণের মায়াদরদ ব'সে গিয়েছিল। মেয়েটিকে বেশ তার ভালও লেগেছিল। কিন্তু তাকে ভালবেসেছিল, বাস্‌তে চ'লেছিল কি ?

ততদূর ত' বোধ হয় না। অন্তশ্চেতনা বা মগ্নচেতনা—যে গভীর বিরাট চেতনার ওপর আমরা আমাদের কারবারি সত্তা আর বোধটুকু নিয়ে বরফের চাঁইএর মত ভেসে রয়েছি—সেটার তলে তলে কি কাণ্ডকারখানা সুরু হয়েছিল, তার খবর কে রাখে ? তবে, স্পষ্টাক্ষরে, কমল যদি নিজেকে জিজ্ঞেস ক'রৃত—"দেবুকে কি আমি ভালবাস্‌তে চ'লেছি ?"— তবে হয়ত সে নিজেই মাথা নেড়ে ব'ল্‌ত—"না।"

দেবু যে ভালবেসে ফেল্‌বার মতন মেয়ে নয়—এমন নয়। বরং, খুবই। সংসারে তার আপন ব'ল্‌তে কেউ নেই—অকূলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে ত্রৈলক্যবাবুদের বাড়ীর কানাচে শেওলার মতন লেগে র'য়েছে—এইটে তার দিকে সহৃদয়ের অন্তরটা আরও জোর করে টেনে নিত। তার অনিন্দ্য নিখুত সৌকুমার্য্যের গায়ে তার হীনভাগ্যের মলিনছায়ারক্তি প'ড়ে তাকে আরও মমতা ও দরদের সামগ্রী ক'রে তুলেছিল।

কমলকৃষ্ণ খালি মনটা তার নিয়ে এলে, এহেন অমল-কোমল ঢলঢল নব-কিশোর-মধুরিমায় সেটা ভরৃতি ক'রে নিত।

কিন্তু সে ত' খালি ঘটটি নিয়ে কাশী আসে নি।

ঘটটি তার ভর্‌তি করে নেবার পক্ষে দুই দফা বাধা ছিল। প্রথম, ঘটটা খালিই ছিল না, একটা কি দিয়ে ভর্ত্তিই ছিল। একটা উগ্র, জ্বালাকর সুরা দিয়ে নাকি ? কে জানে !

তা ছাড়া, আরও এক বাধা—নদীর কূলে খালি ঘটটি তার নিয়ে হাজির হ'লেও সে যে ইতস্ততঃ ক'র্‌ত—বেশই ইতস্ততঃ কর্‌ত—সে দরিয়ার জলেসে নেবে প'ড়্‌বে কি পড়বে না ভেবে ! নদীর তটে ভাঙ্গনের ফাটের একেবারে ধারে সে হয়ত দাঁড়াত', কিন্তু আর পা বাড়াতে ভরসা পেত' কি ? গোপীরা যমুনার জলে তাদের ঘাঘরী ভর্‌তে এসে কুলশীলমানের তোয়াক্কা রাখে নি। একদিন তার চূড়ান্ত পরীক্ষাও তাদের দিতে হ'য়েছিল, নয় ? সেই বস্ত্রহরণ ? কিন্তু কমলকৃষ্ণ ? কুলশীলমান সবতাতে জলাঞ্জলি দিয়ে সে কি পার্‌ত, পার্‌বে প্রেমনদীর তুফানে ঝাঁপ দিতে—তারই উছল, নিবিড় রসে তার প্রাণের কুম্ভটি নিঃসঙ্কোচে, নিঃশেষে ভ'রে নিতে ?

তা আর তাকে পার্‌তে হয় না !

দেবু, অবলা অনাথা জন্মদুঃখিনী অন্ত্যজের মেয়ে; সত্যিকার স্নেহ, সোহাগ কাকে বলে, তার আস্বাদ সে কখ্‌খনো পায় নি। তার হৃদয়বৃত্তি কেড়ে নিতে—তার যথাসর্ব্বস্ব দখল ক'রতে—কতক্ষণ ?

কিন্তু আপন হৃদয়টি তাকে দিতে পার্‌বে তুমি, আপনার সর্ব্বস্বে তাকে দখল দেবে তুমি ?

"নিশ্চয়ই দেব"—বলার বল অছে তোমার ?

"জাত যায়, কুল যায়, মান যায়—যাক্। সে আমার, আমি তার—" এটি বলার বুকের পাটা আছে তোমার ?

তাত নেই !

শুধুই দরিয়ার কূলে দাঁড়িয়ে কোমরে গামছা বেঁধে পাঁয়তারা ভাঁজ্‌ছ

তুমি? ফলকথা, আমাদের কালেজের প্রোফেসার কমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে নীচজাতের মেয়েকে বিয়ে করুতে প্রস্তুত ছিল না।

ভেতরে তেমন জোর তাগিদ থাকুলে কি ক'রত সে বলা যায় না। কেই বা তা বলুতে পারে? "যার সঙ্গে যার মজে মন—" কথাতেই ত' বলে। কিন্তু তার ভেতরে জোর তাগিদ হয় নি। তাগিদ ছিল অন্যত্র—এও যেমন একটা কারণ, তার ভেতরে কতকগুলো চিন্তার অভ্যাস ও ধারণার সংস্কার,—এগুলোও তার সর্ব্বত্র অবাধ তাগিদ হবার পক্ষে একটা প্রবল অন্তরায় হ'য়েছিল।

তার যেমনধারা শিক্ষাদীক্ষা সংস্কার হ'য়েছে, তাতে সে সর্ব্বত্র অবাধে তার অন্তরটাকে ঝুঁকিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। অন্ততঃ পক্ষে, অন্তরের সেই বৃত্তিটাকে, যেটার ওপর অনঙ্গ তাঁর শীলমোহর ক'রে দিয়েছেন এ দুনিয়ার বন্দোবস্তের আদিতেই—মহাদেবের সেই মদনভস্মের ফার্সের পর থেকে যে শীলমোহরটা আর কেউই নামঞ্জুর করুতে পারেন নেই!

কমলের পক্ষে কোন অজ্ঞাতকুলশীলা মেয়ের পাণিগ্রহণ করা অসম্ভব যদি বা নাও ছিল, সহজ নিশ্চয়ই ছিল না।

তবে, সেই অঞ্জলি দেবার কালে সেই জাগ্রৎ স্বপ্নটা? তার নিগূঢ় সঙ্কেত যাই-ই হোক্, সেটা, কমলের বুদ্ধি-বিবেচনায়, জেগে দেখা একটা স্বপ্ন ছাড়া আর কি হ'তে পারে? সে নিজেও অবাক্ হ'য়ে গিয়েছিল!

"তাও আবার কি হয়! পাগল!"—এই বোধ হয় ছিল তার মগজের মন্তব্য। হৃদয়ের? হৃদয়ের কথা ঠিক সে বলুতে পারে না। তলিয়ে খবর ক'জনাইবা রাখে? তবে, যতদূর মনে হয়, হৃদয়ও ঠিক ওটার জন্যে প্রস্তুত ছিল না।

ভেতরে ভেতরে যে প্রস্তুত হচ্ছিল না, তা বুকে হাত রেখে বল্‌তে কে পারে?

বেশ। কিন্তু আগুন নিয়ে এমনধারা খেলা করা কি তার উচিত হচ্ছিল? নিজের না হয়, মেনে দিলাম, ফায়ার প্রুফ আছে—যা যা দিয়েই সেটা তৈরি হ'য়ে থাক্। কিন্তু ঐ কচি মেয়েটির?

এ প্রশ্ন সে নিজেকে এখনও করে নি—করার মতন ক্ষেত্র বোধ হয় উপস্থিত হ'তে দেখে নি। শুধু আজ সকালে, অঞ্জলি দেবার সময়কার, ব্যাপারটা? সেটা সত্যি সত্যি এমন একটা কিছু না হ'তেও পারে। দেবুর চোখে জল, তার কম্পিত করপুট? তার অন্য সঙ্গত কৈফিয়ৎ থাকৃতে পারে। অন্ততঃ, তাই দেখে কমল এটা সন্দেহ ক'রে নি যে, মেয়েটি তাকে ভালবেসে ফেলেছে।

ঐ রত্তি মেয়ে—অনাথা—একটুখানি দরদ পায়, পাচ্ছে ব'লে কাছে এগিয়ে এসেছে, একটুখানি হাতও চে:প ধরেছে—এতে ভালবাসা-বাসির কি হ'ল?

মমতা দরদের প্রতিদানে সেবা আনুগত্য—এতে আশ্চর্য্য কি আছে? কেঁচো খুঁড়্‌তে ব'সে সাপ বে'র কর্‌লে চল্‌বে কেন?

ওগো, তুমি ত' নিশ্চিন্ত মনে কেঁচোই খুঁড়্‌ছ, সাপ যদি বেরিয়েই পড়ে, তখন? তখন দেখা যাবে। এখন ত' সাপের কোন লক্ষণই দেখি না।

হায়—চিরদিনই কি যত কেঁচো-খোঁড়ার দল চোখে সাতপুরু কাপড় বেঁধে খুঁড়্‌তে ব'সেছে—বুকে ফোঁস ক'রে ছোবল না মারা পর্য্যন্ত কিছুতেই কিছু বিশ্বাস করে নি!

যাক্‌গে—আমাদের তরুণ প্রোফেসার কমলকৃষ্ণকে কেউ যদি অনুযোগ ক'র্‌ত—তুমি আগুন নিয়ে খেলা কর্‌ছ কেন হে বাপু?—

তবে, সে নিশ্চয়ই তার প্রতিবাদটা খুব কড়াভাবেই শুনিয়ে দিত!

কমলকৃষ্ণকে নিয়েত' বিস্তর ঘাঁটাঘাঁটি করা গেল। মেয়েটাকে আপাততঃ রেহাই দিতে হবে।

অঞ্জলি দিয়ে আস্‌বার পর তার আপনার ঘরটীতে ঢুকে সে একবার দেবতার—দুর্গার পটের কাছে কিছুক্ষণ মাথা মাটিতে ঠেকিয়েছিল। তার ছোট বুকটা তখনও দুরু দুরু কাঁপ্‌ছে—একটা অব্যক্ত,অবুঝ পুলকে ও ব্যথায়! "কি হচ্ছে, কি হ'তে চল্লো, তাত কিছুই বুঝি নে মা। বুকের ভেতরটা এমন করে কেন, মা? একটা যেন ঝড় উঠ্‌বে! কিসের ঝড়, কেমন সে ঝড়, মা? সেই যে ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে গাঙ্গের ওপারে হাটে গিয়েছিলুম, ফের্‌বার সময় মাঝ নদীতে ঝড় উঠ্‌লো—নৌকো ডুব্‌লো—সর্ব্বনাশ হয়ে গেল—সেই রকম কি একটা ঝড় আজ আবার উঠ্‌তে চল্‌লো? কিছুই ত জানিনে, মা। তোমার মুখটি পানে চেয়ে রইলুম, তুমিই দেখো"—এইরকমের আশঙ্কা-ভরা, আশা-ভরা, বারণ-করা, মিনতি-করা একটা সুর তার বুকের তার ক'টিতে গুম্‌রে উঠেছিল!

আজকে যত আনন্দ, তত আনন্দ তার জীবনে কখনও হয় নি; আজকে যত ভয়, তত ভয়ও সে জীবনে কখনও পায় নি!

তার ছোট তক্তাপোষ থেকে খানিকক্ষণ বাদে যখন সে উঠ্‌ল, তখন তার ভয় ভেঙ্গে যায় নি, কিন্তু একটা অনির্ব্বচনীয় পুলকের কনকরাগে সে ভয়ের ধূসর মেঘখানাও যেন কেমন কান্ত, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল!

সে কোথায় কোন্ আবর্জ্জনার গলিপথে, অশুচির আঁস্তাকুড়ে প'ড়ে পাওয়া এক কাঁচের ভেটা, কমলবাবু তাই তুলে নিলেন আপন করে এত যত্ন ক'রে, আদর করে!

ওরে আমার আপনভোলা পরশমাণিক ! তুই কোন্ সাতরাজার ধন একটী মাণিক, তা তুই জান্‌বি কি ক'রে ?

তারপর, কোমরে আঁচলটা জড়িয়ে সে যখন আবার গৃহকর্ম্মে লেগে গেল—ঝাঁটা আর গোবরগোলা গঙ্গাজল দিয়ে পিসিমার ঘরের রোয়াক ধুয়ে দিতে—তখন—সেই আগে যা ব'লে রেখেছি—তার বুকের ফুটি ফুটি করা গোপন পাপড়িগুলো একবার ফুটতে গিয়ে যেন সরমে, ভয়ে আবার গুটিয়ে গিয়েছিল ! অন্তরের গোপন কলিকার এই যে "ফুটি—না, এখন থাক"—ব্রীড়া বা সঙ্কোচ, এটা যে থাকবেই। থাকাই স্বাভাবিক, থাক্‌লেই মানায়। কিশোরীর অন্তরটাকে টানাহেঁচড়া ক'রে রাতারাতি নারীর অন্তর ক'রে তোলাত' যায় না।

দেবু আমাদের কমলের আদরে সংস্পর্শে এসে নারীত্বের পানে তার প্রথম পাটি ফেল্‌ছিল—কত সন্তর্পণে, কত উৎকণ্ঠায়, কত বড় একটা অবুঝ আশায় ও আনন্দে !

সে আগেকার মতনই আচলের খুঁট্‌টিতে তার চাবির রিং তুলিয়ে কমলের ঘরে আনাগোনা করতে লাগল' বটে, কিন্তু পা-ফেলাটি তার কেমন যেন ললিতমন্থর হ'য়ে গেছে, চলনে দোলনে ভাষণে তার কি একটা নতুন মিষ্টি ছন্দ এসে গেছে, তার অজ্ঞাতসারেই। সে শুধু বুঝেছে এইটুকুখানি—কমল না ডাক্‌লে নানাছলে তার কক্ষে যেতে ইচ্ছে করে—হয়ত' গিয়েও পড়ে ; কিন্তু কেমন যেন বাধ'-বাধ'ও ঠেকে, হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ায়, কখনও বা অকারণ ফিরেও আসে !

কেনই বা এসেছিল কক্ষে ? হাঁ—বটে, কমলের তোষক বালিশ বারান্দায় রোদ্দুরে দেয়া আছে, সেগুলো একবার উল্‌টে দিতে হবে। তাই না কি ?—কৈ, এদিকে আসার সময় সেটিত' তোমার মনে ছিল না ! ছল শিখেছ, এই রত্তি মেয়ে ?

কমল দুপুরে হয়ত' ঘুমুচ্ছে, কি ছাই চোখ বুজে প'ড়েই আছে। সে এল পা টিপে টিপে তার ঘরটিতে। একবার থম্‌কে দাঁড়িয়ে কমলের ঘুমন্ত মুখখানার দিকে চাইল—চেয়ে রৈল! যেন অপরিচিত কে এসে তার বিছানা দখল ক'রে শুয়ে আছে, কখ্‌খনো তারে দেখে নি! তারপর, আস্তে আস্তে দেওয়ালে টাঙ্গানো বড় গোল আয়নাটা তার আঁচল দিয়ে বেশ র'গড়ে র'গড়ে মুছছে—যেন নিত্যি সকাল বিকেলে সে সেটা মুছে রাখে না। যত রাজ্যির ধূলো ময়লা তাতে জ'মে আছে!

কমল একবার চোখ মেলে ব'লে—"ও, কি কর্‌ছ দেবু?"

দেবুর গলা কেমন যেন কেঁপে যায়—বলে—

"কিচ্ছু না, আয়নাটার পেরেক ন'ড়ে যায় নিত' তাই দেখ্‌ছিলুম।"

ঐ রত্তি মেয়ে, জুয়োচ্চুরিও শেখা হ'য়েছে! পেরেক তোমার ন'ড়েই গেছে—সরিয়ে নড়িয়ে পুঁত্‌তে হবে গো, সরিয়ে নড়িয়ে পুত্‌তে হবে—বুঝ্‌লে?

ততটুকু বুদ্ধি ও ঘটে হ'লে ত!

কমল বেলা তিনটেয় দুপুরের ঘুম থেকে উঠে বিছানায় ব'সে ডাক্‌ল' —"দেবু!"

আগে ও বাড়ীতে থাক্‌লেও দেবু ছুটে এসে প'ড়্‌ত তখ্‌খুনি। এখন সাড়া ত' নেই-ই—ঘরে আস্‌তেও দেরি। যেন পায়ে তার বাতে ধ'রেছে। এল ত', খাটটার পায়ের দিকে অবনতমুখী হ'য়ে দাঁড়িয়ে রৈল—একটা আঙ্গুল দিয়ে আর একটার ডগা খুঁটতে লেগে গেল। যেন পড়া মুখস্থ হয় নি—গুরুমশাই বিতিয়ে লাল ক'রবেন!

পড়া মুখস্থই বটে—কমল কাশী এসেই দেবুকে বর্ণপরিচয় পড়াতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছিল। রোজ দুপুরে তাদের পাঠশালা ব'স্‌ত।

বিতিযে লাল অবশ্য করে নি, তবে, কমল যখন তাব ছাত্রীটিকে বল্‌ল—

"আমি আজ একটু ঘুমিয়ে প'ড়েছিলুম, দেবু। তুমি আমাকে ডেকে দাও নি কেন ? আজকেব পড়াটা যে হ'ল না।"

—তখন দেবু কেমন যেন রাঙাই হ'য়ে উঠেছিল।

সেত' এসেছিল দুপুরে তার ঘরে তাকে ডাকৃতে, কিন্তু ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে ভুলে গেল ছাই কি ক'র্ত্তে এসেছিল—লেগে গেল আর এক কম্মে—আয়নাখানা মুছে বগব'গে কর্ত্তে ! এত জিনিষ থাকৃতে, আয়নার দিকে ?

এত ভুল এই চোদ্দপনর বছব বযসে ? বায়াত্ত বে ধরল না কি ?

সেদিন আর পডাশুনো হ'ল না। ও বাড়ীতে ত্রৈলোক্যবাবুরা সকলে বেরিয়ে গেছেন সকাল সকাল সঙ্কটমোচন না কোথায় ! কমল আব দেবু ছাড়া আব কেউ ছিল না। দেবুব তখন কাজকম্মেরও তাড়া নেই।

দেবুর চা'লচলনে এই সলাজমন্থর অভিনব ছন্দটা কমলের ভালই লাগ্‌ছিল। সে মহাষ্টমীর দিন যে পত্রখানা পেয়েছিল, সেটা এখনও আমরা দেখিনি। তাতে ভেতরে তার ভাঙ্গন গড়ন যাই হ'য়ে থাকুক্ না কেন, সে বাইরে, দেবুর সঙ্গে সেই আগেরই মতন আদরমাখানো মমতা নিয়েই ব্যবহার ক'র্‌ত। বরং, বেশী বেশীই ক'র্‌ত। অবশ্য, সেই অঞ্জলিদেয়ার সময়কার অনুভূতিটাকে সে স্পষ্টতঃ জোব ক'রে আঁকৃড়ে চেপে ধ'রে রাখেনি, রাখ্‌তে চেষ্টাও করে নি। পত্রখানাও হয়ত' তা তাকে, কর্‌তে দেয় নি।

যাকৃ—আজ দুপুরে পড়া হ'ল না দেখে কমল ঠিক্ ক'র্‌ল, সে নিজেই একটা কিছু দেবুকে প'ড়ে শোনাবে। তার বালিশের কাছে

প'ড়েছিল রবিবাবুর "সোণার তরী"—তাই থেকেই বেশ সুর ক'রে সে প'ড়্তে লাগ্‌ল। কমলকৃষ্ণ গানও গাইতে পার্‌ত বেশ, আবার রেসিটেসন্‌, এক্টিং এসবও ক'র্‌তে পার্‌ত চমৎকার! এ বিদ্যায় পারদর্শিতার জন্যে কল্‌কাতায়—বিশেষ ছাত্রছাত্রীমহলে—তার বেশ নামডাক ছিল।

তদ্‌গত তন্ময় হ'য়ে সে প'ড়ে যাচ্ছিল—সেই যায়গাটা—দিনশেষের ঘন বরষা ঘনিয়ে এসেছে। কে এসে দাঁড়িয়েছে নদীর কূলে মাথায় তার দিনের পশরাটি ব'য়ে নিয়ে। ঘাটে তরীর মাঝি নতুন জোর হাওয়ায় পা'ল খাটিয়ে তরীখান তার খোল্‌বার উদ্‌যুগ ক'র্‌ছে। "মাঝি দাঁড়াও —আমাকে নাও—আমিও যে পারে যাব"। কিন্তু জোর হাওয়ায় তখন তরীর পা'ল ফুলে উঠেছে—মাঝি বল্‌ল—"তরীতে আর ঠাঁই নেই"! তরী চ'লে গেল!

প'ড়তে প'ড়তে কমলকৃষ্ণ কোন্‌ এক ভাবলোকের খেয়ার ঘাটে গিয়ে হাজির হ'য়েছিল, তার ঠিকানা নেই! কোন্‌ তরীর নতুন রঙ্গীন পা'ল জোর হাওয়ায় ফুলে উঠেছে—"ওগো তরি! আমায় নাও—নিয়ে যাও"—কিন্তু তরীর মুখ তখন ঘুরেছে—নিরুপায় ঢেউগুলো ভেঙ্গে দুধারে তরী তখন ছুট্‌তে সুরু ক'রেছে—ঝ'ড়ো বাতাস একটা নিষ্ঠুর হাসির মতন বুঝি কাণে ক'য়ে গেল—"ওগো গরজী পশারী, সময় ব'য়ে গেলে এলে কেন?' তরীতে যে আর ঠাঁই নেই!" বটে? সময় ব'য়ে গেছে—তরীতে আর ঠাঁই নেই?

তার দিনের পশরা কুড়িয়ে জড়' ক'রে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসেছে যে তরীর ঘাটে ব্যাকুল গরজী!

কতক্ষণ যে ভাবলোকে ঘুরে বেড়িয়েছিল সে তার ঠিকানা নেই

অনেকক্ষণ বাদে যেন চমক ভেঙ্গে চেয়ে দেখে—দেবু ঘরের মেঝেয়

ব'সে আর নেই। তারিরই বিজয়ার দিন কিনে-দেয়া নতুন খদ্দরের সাড়ীর আঁচল পেতে সে যে ব'সে সোণার তরী পড়া শুন্‌ছিল। গেল কোথা?

সেও কি সেই ফুলোনো পা'ল সোণার তরীতে উঠে পিট্টান দিল নাকি?

"দেবু"—

সাড়া নেই। কমল বেরিয়ে দেখে পূবের সেই বারান্দাটুকুতে ফুলের টবগুলোর আড়ালে দেবু গিয়ে ব'সে আছে—গঙ্গার দিকে চেয়ে।

"দেবু"—

এবারও সাড়া নেই।

কমল কাছে গেল। দেবু ব'সে ব'সে কাঁদ্‌ছে। তার সেই ভাসা ভাসা দুটি নয়নে অধরী বাদল লেগে গেছে।

দেখে কমলের বড্ড মমতা হ'ল। সে তার হাতখানা ধ'রে আস্তে আস্তে ঘরে নিয়ে এল। সে সহজেই এল। ঘরে এসে কমল তাকে আপন খাটটায় ব'সাতে চাইল। কিন্তু সে তা বস্‌ল না—সেই আগের মতন ঘরের মেঝেতেই ব'সে পাড়্‌ল। কমল তার চোখের জল মুছিয়ে দিতে গেল—সে মুখখানা ফিরিয়ে আপনার আঁচলের খুঁটেই চোখ দুটো তার মুছে ফেল্‌ল।

আগুন নিয়ে খেলা কর্‌ছ না ব'লেছিলে যে কমল?

মনে হয়, এবারও এ প্রশ্নের উত্তরে কমল মাথা নেড়ে প্রতিবাদ কর্‌ত। সে বল্‌বে—স্বাভাবিক যে স্নেহ মমতা ও দরদ—তারির তাগিদে যা কিছু সে ক'রেছে! সত্যি কি না, পরে যাচাই হবে।

সেই অঞ্জলি দেবার দিন, আর এই আর একদিন—দুদিন কমল

ইচ্ছে ক'রে, সোহাগ ক'রে, তার হাতখান নিজের হাতে নিয়েছে। আজকে সোহাগের ঘটাটা একটু বেশী বেশী !

"দেবু, কাঁদ্‌ছিলে কেন ? বল না, লক্ষীটি !"

দেবু অনেকক্ষণ ঘাড় নীচু ক'রেই ব'সে থাক্‌ল। তার পর, কমলের দিকে একটা—সরল ব্যথাকাতর দৃষ্টি মেলে সে আস্তে আস্তে বল্‌ল—ভয় নেই, কিশোরীর প্রথম প্রণয়ভাষ নয়—

"আপনি ওটা প'ড়ছিলেন, আমার মন কেমন ক'রে উঠছিল।"

"কেন বল ত' ?"

"ঝড় বরষা আর নৌকোয় পাড়ি দেবার কথা হ'লে আমার ছোট বেলাকার কথা মনে পড়ে—"

"কি কথা, আমায় বল্‌বে দেবু ?"

"সেই কালব'শেখীর ঝড়—খেয়ার নৌকো ডুবো গেল—বাবার বুক জড়িয়ে আমি ব'সেছিলুম—দুজনেই জলে ডুবে গেলুম—আমার যখন জ্ঞান হ'ল তখন দেখি একটা ছাপ্‌পরওয়ালা নৌকোয় আমি রয়েছি—কিন্তু বাবাকে দেখতে পেলুম না—"

আবার দেবুর চোখ ফেটে জল গড়াতে লাগল।

"এখন ও কথা থাক্‌, দেবু। আজ সন্ধ্যের পর শুন্‌ব। তোমার ছোটবেলাকার সব কথা শুন্‌তে আমার সত্যি খুব ইচ্ছে কর্‌ত, কিন্তু নানান্‌খানা ভেবে চিন্তে এদ্দিন কিচ্ছু জিজ্ঞেস করি নি। তোমার সব কথা মনে পড়ে, দেবু ?"

"খুব ছোটবেলাকার কথা মনে নেই। যখন নৌকোডুবি হয়, তখন আমি ছ'সাত বছরের হব। সেদিনকার ঘটনা আজও চোখের সাম্‌নে আমার ভাস্‌ছে।"

কিন্তু ভাস্‌তে গেলেই যে চোখদুটো তার জলে ভেসে যায় !

"আগে যদি জান্‌তুম, দেবু, তবে সোণার তরীর ও যায়গাটা নিশ্চয়ই পড়্‌তুম না। তোমার বড্ড লেগেছে।"

সত্যিই লেগেছে, কিন্তু সোণার তরী প'ড়ে না শুন্‌লেও যে তার নিত্যিই লেগে থাকে!

আর, সত্যি কথা বল্‌তে গেলে—আজ বোধ হয় তার সে লাগাটা বেশ কিছু কমই লেগেছে। এতদিন সেই কাল বৈশাখী ঝ'ড়ো স্মৃতিটা তার একলার ছোট্ট বুকখানা তোলপাড় ক'রে দিয়ে যেত,' আজকে সেটার ঝাপ টা ভাগাভাগি হ'য়ে গেছে দুখানা বুকে।

তার মর্ম্মান্তিক ব্যথায় তাকে এতদিন কেউ ত' হাত ধ'রে কাছে নিয়ে এসে, খাটের মুড়োয় ব'সিয়ে, আদর ক'রে চোখের জল মুছিয়ে দিতে আসে নি! মানুষের চিরন্তন ব্যথার শ্রীক্ষেত্রেও যে ছিল, অনাথা, অসহায়া, অস্পৃশ্যা অন্ত্যজের মেয়ে! তাকে আপন ঘরে "একঘ'রে" হ'য়েই প'ড়ে থাক্‌তে হ'য়েছে যে!

সে উঠ্‌ল—চায়ের জন্যে ষ্টোভটা ধরাবে ব'লে।

ওঠার ভঙ্গী দেখে মনে হ'ল—আজ তার সেই চিরন্তনী বোঝাটা যেন অনেকটা হাল্‌কা!

চতুর্থ

সেদিন সন্ধ্যের সময় কমল খুঁটিয়ে শুন্‌ল দেবুর ছোটবেলাকার সব কথা। খুলনা জেলার দক্ষিণে বাদার নিকটে একটা মস্ত বড় নদীর বাঁকের মুখে তাদের সেই ছোট্ট গাঁখানা। নদী এতবড় যে ওপারের বনশ্রেণী দেখাত' যেন একটা বিশাল নীলদুকূলের মুড়োয় সরু কালো পা'ড়। সে নীলসাড়ী সব সময়ই হাওয়ায় কাঁপ্‌ত, দুল্‌ত! দিনের আলোয়, আর রাতের জোছনায়, সে সাড়ীর গায় রূপোলি, সোণালি জরির চুম্‌কি কাজ কে যেন ক'রে দিত! সত্যি—বাবার ছিপ্‌ নৌকোয় ব'সে কতদিন সে তা দেখেছে!

এক একদিন কি তুফোন হ'ত—মনে হ'ত নীল ওড়নার তলে কার বুকখানা যেন কি এক গভীর ব্যথায় ছট্‌ফট্‌ ক'রেছে! কে যেন জ্বরের ঘোরে দাপাদাপি ক'রছে—গায়ে জড়ানো সাড়ীখানা যেন ছুড়ে ফেলে দিতে চায়!

বাবার সঙ্গে নৌকোয় বেরিয়ে বেরিয়ে তার কিন্তু তুফোনে ভয় ভেঙ্গে গিছ্‌লো। ছোট ছিপে ক'রে বাবা তাকে নদীর বুকে বেশী দূরে নিয়ে যেত'না—সে বায়না ক'র্‌লেও শুন্‌ত না। তবে সে দেশে অগুণতি খাল বিল। সেগুলোতে দেবুর ছিল অবারিত স্বচ্ছন্দ গতি। ঐ রত্তি বয়সে সেই ছোট ডিঙ্গিখান তাদের বেয়ে নিয়ে যেতে পার্‌ত। খালের ঘুপ্‌ছিতে কোনখানে কোন্‌ নলখাগ্‌ড়ার বনের ভেতর সারস-মিথুন বাসা বেঁধে থাকে, তা দেবুর খুবই জানাছিল। দেবুর গাঁয়ের ছেলেপিলে ঢেলা ছুড়ে তাদের উদ্‌বাস্ত ক'র্‌ত, কিন্তু দেবুর তাতে উৎসাহ ছিল না। সে বরং তার আঁচলটি ভ'রে চিড়েমুড়কি নিয়ে

যেত' নিভৃতে তাদের নলখাগড়ার বনে ছড়িয়ে দিয়ে আসবে ব'লে। ওরা কি চিড়ে মুড়কি খায়? কে জানে! দেবু তার ডিঙিটে বেয়ে খাল দিয়ে যাবার সময়—ঝোঁপের ভেতর থেকে ভঙ্গীভরে গ্রীবা বেঁকিয়ে তারা তাকে দেখ্‌ত—যেন তারির জন্যে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছে ওরা। একদিন দেবু দেখ্‌ল একটায় মুখে এক ব্যাং। ব্যাংই বুঝি ওরা খায়? কিন্তু ব্যাং ধ'রে ধ'রে তাদের মুখে সে দেবে কেমন ক'রে—তা সে পারবেনা। সে চিড়েমুড়্‌কির নাড়ু ক'রে নিয়ে আসবে—তারা খাবে না? তার ডিঙিটেয় ব'সে দেবু জিজ্ঞেস ক'রত—হাতের নাড় দেখিয়ে—"এ তোমরা খাবে না?" সারসমিথুন চেয়ে রৈত—পালিয়ে যে'ত না। ও যে নাড়ু—ঢেলা নয়। দেবুত' কখ্‌খনো ঢেলা তাদের মারে না!

ডিঙিটিতে পা ছড়িয়ে দিয়ে—রাঙা ডুরেটি তার প'রে—মাথার চুল-গুলো ছড়িয়ে দিয়ে সে সারসমিথুনের সঙ্গে ঘরগেরস্তালীর কথা ক'চ্ছে। কোত্থেকে এক মাছরাঙা এসে তার ডিঙির গলুইএ ব'স্‌ল—জলের দিকে তাকিয়ে নয়—তারির মুখের দিকে তাকিয়ে। ওহো—ও-ও এসেছে নাড়ুর ভাগ নিতে!

দেবুর খেলাধুলো ছিল এদেরি নিয়ে যখন সে খালে বিলে আসত—আর, বুলবুল, দয়েল, ফিঙে, গরু, ছাগল, খরগোস এদের নিয়ে যখন সে গাঁয়ের ছায়ায়-ঢাকা, ছায়ায়-ঘেরা ঝি'কি মিকি রোদ্দুরের বুকুনি-দেওয়া শষ্পাঙ্গনগুলোতে বেড়িয়ে বেড়াত। অন্য খেলার জুটির মধ্যে ছিল, তার বাবা। আর কারুর সঙ্গে সে খেলতে যেত না। বাবা তার যেতেও দিত না, তারও ইচ্ছে করত না।

একটা সুপুরি-নারকেল-আম কাঁটালের বাগানের ভেতরে বাঁশের বেড়া-দেওয়া গোলপাতার ছাউনি তাদের দু'খোন ঘর। বাগানের

চা'রধার কচার বেড়া দিয়ে ঘেরা। বাবা তার ঘর ছ'খোন গোবরমাটি লেপে কি স্থন্দর রগ্‌র'গে ক'রে রাখত—সানের সিমেণ্টের মেঝেও তেমন হয় না। আর তাদেরত কেউ ছিল না! সেও একটা ছোট হাঁড়িতে খানিক গোবরগুলে নিয়ে এসে একটা ছোট স্থাকৃড়া দিয়ে ঘর লেপ্‌তে চাইত। বাবা ব'ল্‌ত—"তোর ও কর্‌তে হবে না।" "ঈস্—করতে হবে না বৈকি—আমি যে তোমার মা—মায়ে কর্‌বে না?"

তখন বুড়োর মুখে যে কি একটা স্নেহ আর বেদনার অপূর্ব্ব সমাবেশ হ'ত, তা আর বলার না।

"আমার মা কখ্‌খনো ছেড়ে যাবে না ত?—"

"ছেড়ে যাব বৈকি! তুমি আমাকে ঘর নিকুতে দাও না—উঠোন কুড়্‌তে দাও না—কাপড় কেচে আন্‌তে দাও না—রান্না কর্‌তে দাও না—বাসন মাজ্‌তে দাও না—কিচ্ছু দাও না! আমি বুঝি তোমার শুধু মুখেই মা? আমি আজ তোমার জন্যে রেঁধে রেখেছি, কৈ, তুমি খাবে না? আমি বাসন মাজ্‌ব কিন্তু তা ব'লে রাখ্‌ছি। নৈলে রাগ কর্‌ব—মা হব না।"

"না—না—চল—যাচ্ছি!"

বাবাকে তার খেলা পাতির ঘরে নিয়ে গিয়ে সটির পাতায় বেড়ে দিত—ভাত, ডাল, চচ্চড়ি, মাছের ঝোল। অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি হ'তে দিত না। বাবাকে "মা"এর নির্দ্দেশ মত, মায় মুখে, ক'ম্ব ক'ম্ব শব্দটি ক'রে, হুবহু সমগ্র অনুষ্ঠানটা ক'রে যেতে হ'ত। নৈলে রক্ষে নেই!

এমনি ক'রে তাদের দিন যেত। বুড়ো মেয়ের জন্যে কত খেলনা হাট থেকে কিনে আনৃত। দেবু প্রথম প্রথম আহ্লাদ ক'রে নিত। কিন্তু পরে, তাতে আর আগ্রহ ছিল না। সে যে বনের পশু পাখীদেরই তার খেলার সাথী ক'রে নিয়েছিল।

বাবা তাকে নদীর খালের জলে নাবতে দিত না—কুমীর আছে। রোদ্দুর বর্ষা বেশী লাগাতে দিত না—শরীর অসুখ করবে ব'লে। আরও বুড়োর এক নিগূঢ় কৈফিয়ৎ ছিল—মেয়ের তার অমন চাঁপার কলির মতন রং তা হ'লে খারাপ হ'য়ে যাবে যে। গেরস্তালীর খাটা-খাটুনিতেও তাকে বড় ভিড়তে দিত না। ঐ রত্তি কচি মেয়ে!

হায় অন্ধ স্নেহ! মেয়েটির পরকাল ঝরঝ'রে করছ না কি?

তা হোগ্‌গে—আমি যে ক'টা দিন আছি, কোন্ অযত্ন আমি দেখ্‌তে পার্‌ব না। বুড়ো তাকে কি ব'লে ডাকত? তার নামটি ছিল দেবী। সাক্ষাৎ দেবীপ্রতিমার মতন গড়ন ব'লে? কে জানে বাপু, বুড়ো কি ভেবে ও নামটি থুয়েছিল! ডাক নাম ছিল—দেবু।

মেয়ের চাঁদমুখে না দিলে বুড়োর কোন কিছু খাবারেই রুচি ছিল না। কিন্তু, একটা মজা দেখা যেত'—

সে কখ্‌খনো মেয়েকে তার মুখের উচ্ছিষ্ট খেতে দিত না।

মেয়ে অবশ্যি চাইত—কেড়ে খেতে আস্‌ত। বুড়ো তা কিন্তু দিত না। কেমন যেন একটু গম্ভীর হ'য়ে মুখে বল্‌ত—

"মা যশরেশ্বরীর মানসিক ক'রে তুই হ'য়েছিস্, মা। তোর এঁটো খেতে নেই। মানা আছে।"

বলা বাহুল্য, কাপড় চোপড় কাচা, এঁটো বাসন মাজা—এ সব কাজও সে মেয়েকে করতে দিত না।

প্রথম প্রথম, দেবু ভারি খোঁ'ট ক'র্‌ত। কিন্তু বাপের ও বিষয়ে আঁট দেখে, সে পরে আর কিছু বল্‌ত না।

আর, বুড়ো পারতপক্ষে দেবুকে কখখনো নজরছাড়া ক'র্‌ত না, হ'তে দিত না। সপ্তায় একদিন হাট হ'ত, তাদের গাঁয়ে নয়—সেই বড় নদীটার ওপারে আর এক গাঁয়ে। পারের খেয়া নৌকো খুব বড়—

অনেক লোক তাতে পারাপার করৃত। ঘণ্টাখানেক ঘণ্টাদেড়েক লেগে যেত পাড়ি দিতে। বুড়ো হাটের দিন সঙ্গে ক'রে দেবুকে নিয়ে যেত। ঝড় বর্ষার দিন দোটানায় প'ড়ত—রেখে যায় কি নিয়ে যায়! রেখে আর যাবে কার কাছে! ঝড়ে যদি ঘর দুয়োরই ভেঙ্গে পড়ে! তার চেয়ে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই ভাল।

সে দিন হাটের দিন। সমস্ত দিন ভারি গুমোট গরম গেছে। দেবু বাবার সঙ্গে যখন খেয়ার নৌকোয় চেপে ব'স্‌ল, তখন সেই বড় নদীটার বুক একটা রোদ্দুর-পড়া বড় আয়নার মতন ঝক্‌ঝক্‌ ক'র্‌ছে। সব দিকে তাকান যায় না। ভর্‌তি নৌকো। মাঝি "বদর বদর" ব'লে নৌকো খুলে দিলে। চারখানা দাঁড় বেয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল। পশ্চিম আকাশের কোলটা কেমন যেন ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে দেখাচ্ছিল। বুড়ো মাঝি ব'ল্‌লে—মেঘ। কিন্তু যে রোদ্দুরের তেজ—কিছু বোঝা গেল না। নৌকো যখন মাঝ গাঙ্গে, তখন সূর্য্য একখানা এমুড়ো ওমুড়ো জমাট মেঘের আড়ালে গিয়ে লুকোল'। কালবৈশাখীর কালো মেঘ—মেঘটার ধূম্রজটিল গা ঘেঁসে বেয়ে যাচ্ছিল একটা সরু ঝক্‌ঝকে পারার স্রোত।

ওটা বুঝি কারুর ধূম্রপিঙ্গল জটাজূট? আর, সেই জটাজূটে জড়িয়ে র'য়েছে একটা সাদা ধবধ'বে খরিষ সাপ?

আরও আশ্চর্য্য—জমাট মেঘখানার ললাটদেশের কাছাকাছি সমান্তরাল দুটো ফাঁক দেখা যাচ্ছিল—তার ভেতর দিয়ে নীল আকাশ ফুটে বেরুচ্ছে। কারুর কি দুটো নীল নয়ন? বড় স্বচ্ছ, বড় কোমল, কতখানি যেন করুণায় টলটল ক'র্‌ছে! আর কপালের ঠিক মাঝখানে আর একটা চক্ষু—তাই থেকে প্রলয়ঙ্কর রুদ্রতেজ ফুটে বেরুচ্ছিল! সূর্য্য সেই ফাঁকটা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল বুঝি?

দেবু অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে ছিল—সেইদিনকার পশ্চিম গগনে সেই ভীমকান্ত বিপুল রুদ্রসজ্জার দিকে !

সেই রত্তি মেয়ে—তখন কি আর তার ধ্যানে ফুটেছিল ধূম্র-পিঙ্গল জটাজুট-ধারী প্রলয়বিষাণহস্ত ত্র্যম্বক রুদ্রদেবতা ? তা বোধ হয় নয়। তবে, পরে, সেদিনকার সেই করাল ছবি ভাব্‌তে গেলেই তার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠত—এক বিরাট্ কালভৈরব রুদ্রমূর্ত্তি ! কাশীতে এসে সে একদিন পিসিমাদের সঙ্গে গেছ্‌ল কালভৈরব দেখ্‌তে। সে মন্দির-দুয়ারে দাঁড়িয়ে তার চোখ দুটো খুল্‌তে ভরসা পাচ্ছিল না—ভয় হচ্ছিল দেখ্‌বে সেই, সেদিনকার কাল-বৈশাখী দিনান্তের জ্বালা-করাল বিপুল রুদ্রমূর্ত্তি—যার দুটো নীল নেত্র কি যেন কি একটা অমিত করুণায় করুণ কোমল হ'য়ে র'য়েছে, আর একটা নেত্র হ'তে তরল দীপ্ত বজ্রধারার ঝর্‌ণা নির্গত হচ্ছে !

নৌকোর ওপর ব'সে সেই সর্ব্বনেশে আয়োজনের উপক্রমে দেবু ততটা ভয় পায় নি, যতটা আকৃষ্ট হ'য়েছিল, মুগ্ধ হ'য়েছিল !

মাঝিরা প্রাণপণশক্তিতে দাঁড় টেনে যাচ্ছিল—ঝড় ওঠবার আগেই কূলে যাতে ভিড়তে পারা যায়। হাটুরেদের কলরব তখন আর ছিল না—সব্বাই তাকিয়ে আছে পশ্চিম গগনে ঐ কাল বিভীষিকাটার দিকে !

"খুব টেনে চল, বাছাধন। মেঘের গতিক আজ বড় সুবিধের নয়।"—হালের বুড়ো মাঝি একবার বল্‌ল।

সত্যিই দেখতে দেখতে মেঘ উঠে পড়ল। কি ঈষৎ-নীলাভ কাজলকালো রং সে মেঘের !

ঝড় উঠল ব'লে। নৌকো তখন তিন পোয়া আন্দাজ পথ এসেছে। এক পোয়া বাকি।

"দেবু, মা লক্ষ্মী; আয় আমার কোলের ভেতর আয়।"—বাবা ডাক্‌ল।

দেবু তখনও অবাক্ হ'য়ে দেবতার কাণ্ডকারখানা দেখ্‌ছিল।

"কেন বাবা, তোমার ভয় কর্‌ছে? আমারত' ভারি চমৎকার লাগ্‌ছে!"

বুড়োর মুখের কোণে একটা করুণ হাসি ফুটে বেরুল। দেবু তার বাবার কোলের ওপর উঠে দুটি হাত দিয়ে গলাটা তার জড়িয়ে ধ'রেছে।

"বাবা, সত্যি তোমার ভয় ক'র্‌ছে। এই যে তোমার বুকটা কাঁপ্‌ছে!"

ঝড় তখন উঠেছিল। ক্ষেপা ঢেউগুলো বড় খেয়ার নৌকোটাকে নিয়ে তখন নাগরদোলায় দোল খাওয়াচ্ছিল।

দেবুর তখনও ভয় নেই। বাবার তার গলা জড়িয়ে ধ'রে সে কেমন নাগরদোলায় মজার দোল খাচ্ছে! এক একবার খিল খিল ক'রে হেসেও বুঝিবা উঠ্‌ছিল। ক্ষেপা মেয়ে! এক একটা বড় তুফোন এসে নৌকোর পাটাতনের ওপর আছ্‌ড়ে পড়্‌ছে, আর কাপড়চোপড় সব ভিজিয়ে দিচ্ছে।

মাঝিরা দাঁড় তখনও প্রাণপণে টান্‌ছে, কিন্তু বুনো ষোষের পালের মতন ঢেউগুলো যোট বেঁধে শিং উঁচু ক'রে নৌকোকে ঠেলা মার্‌ছে, নৌকো এগুচ্ছে না ব'ল্‌লেই হয়। পেছুচ্ছে না ত'?

তখন কিনারা থেকে খুব বেশী দূর ছিল না, সিকি মাইল আন্দাজ হবে।

"আরত' ডেঙ্গার কাছে এসে গেছি, বাবা। আমরাত' সাঁতার কাট্‌তে পারি, নৌকো যদি ডোবে, সাঁতার কেটেও এটুকখানি যেতে

পারব'খন। তুমি এখনও কাঁপ্‌ছ কেন? ঝাপ্‌টা ঠাণ্ডা হাওয়াতে শীত ক'র্‌ছে বুঝি তোমার?"

"না, মা—"

দেবু কিন্তু শুন্‌লনা, তার ছোট্ট শাড়ীখানার আঁচলটা বাবার আর তার নিজের—দুজনার গায়েই জড়িয়ে দিতে চেষ্টা ক'র্‌ল। তা কুলোবে কেন?

তার নিজের গায়ে একটা সেমিজও ছিল—বাবা তার এক হাটে কিনে এনে দিয়েছিল। বুড়ো তখন যেন কেমন বেহুঁস মতন হ'য়ে গেছে। আপন মনে কি সব ব'কে যাচ্ছে। দেবু ভাব্‌ল—বাবা তার ঠাকুরদেবতার নাম ক'রছেন। দু'একবার তার নামটাও কাণে গেল। আরও দু'একটা নাম, যা সে আগে কখ্‌খনো শোনেনি। এমন দু'এক কথা, যার মাথামুণ্ডু সে কিচ্ছু বুঝ্‌ল না।

"বাবা, তুমি কি ব'ল্‌ছ? তোমার চোখ দুটো এমন হ'য়ে গেছে কেন?"

"কৈ—কিছু না, মা। তুমি কখ'খনো আমায় ছেড়ে যাবে নাত', মা?"

"না, বাবা।"—সে তার সব রত্তি জোর দিয়ে বাবার বুক চেপে ধ'রে রৈল। বুড়ো তখন হাত দিয়ে কোমর থেকে কি একটা বে'র ক'র্‌ছিল।

"ও, কি বাবা?"

বাবা তার আস্তে আস্তে একটা সরু হারের মতন কি বের ক'রে তার গলায় একটা ভাঁজ দিয়ে পরিয়ে দিলে। হারে একটা বড় গোছের মাদুলি ছিল।

"এটা কি পরিয়ে দিলে, বাবা?"

"তোর জন্মকবচ। মা যশরেশ্বরীর মানত ক'রে তুই হ'য়েছিলি। তোর এই কবচটা আমার কাছে ছিল। আজ তোর গলায় পরিয়ে দিচ্ছি। ইষ্টিকবচ। কখ্খনো হারাস্‌নে যেন। মা যশরেশ্বরী তোকে রাজরাণী ক'র্‌বেন।"

এই ব'লে সে দেবুর মাথায় হাত বুলুতে লাগ্‌ল।

দেবুর হার গলায় দিয়ে ভারি আহ্লাদ হ'য়েছে। ভারি ঝক্‌ঝক্ ক'র্‌ছে হারটা। সোণার নাকি? দেবু কখ্‌খনো সোণা দেখেনি, সোণা চেনে না।

"বাবা, এদ্দিন হার আমায় দেওনি, কেন?"

"তুই যে আদারে পাঁদারে বেড়িয়ে বেড়াস্‌, কোথায় হারিয়ে ফেল্‌তিস্‌। দেখিস্ হারাস্ নি যেন, কখ্‌খনো।"

"এ বুঝি আবার হারিয়ে ফেলে? বা রে—"

ঝড়টা ঠিক পশ্চিমে ওঠে-নি। কোণাকুণি ছিল। নৌকো এগুতে চাচ্ছে না দেখে, মাঝি বল্‌ল—

"বাদামটা খাটিয়ে দাও ত' বাছাধনরা!" বাদাম হ'ল পা'ল।

সে ঝড়ে পা'ল খাটানো সহজ নয়, কিন্তু চেষ্টাচরিত্তির ক'রে তারা খাটিয়ে ফেল্‌লে। ওপরে নীলাভকৃষ্ণ মেঘমালা, নীচে মেঘের ছায়া-ঢাকা মত্ত জলরাশি—এ দুয়ের মাঝখানে সাদা ধবধবে বাদাম তুলে নৌকোখান ঝড়ের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে চ'লেছে! কোন্ নীল সরোবরের রাজহংসী তীরে কোন্ কুঞ্জবনে তার শাবক ক'টিকে রেখে গিয়েছিল মধ্যিখানের এক দ্বীপে আহার অন্বেষণে, সাঁঝের বেলা ঘরে ফের্‌বার সময় প'ড়ে গেছে আচম্বিতে একরাশ সলিলবক্ষচারিণী নাগিনীর পাল্লায়; তারা তার সাদা পাখনা দুটো একবার জড়িয়ে ধ'র্‌ছে, একবার ছেড়ে দিচ্ছে; কিছুতেই পাশ কাটিয়ে আস্‌তে দিচ্ছে না—সেখানে, যেখানে

শাবক ক'টি তার তাদের ক্ষীণ ক্ষুধার্ত্ত চঞ্চু মেলে কাতরকণ্ঠে তাকে ডাক্‌ছে!

মাঝি এমন কায়দা ক'রে নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে ধ'রেছে যে, রাজহংসীর অভিযান পথে দলিতা ফণিনীর পাল ফোঁস ফোঁস ক'রে গর্জ্জে যেতে লাগ্‌ল, কিন্তু তার পাখনা ছুটোকে আর বেঁধে আটুকে রাখতে পার্‌ল না। নৌকো পা'ল ফুলিয়ে চল্‌ল—বেশ বেগেই চল্‌ল। বাদামের দড়িগুলো কড় কড় ক'র্‌তে লাগ্‌ল।

নৌকো বুঝি কূলে পৌছোয়! সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আর কি!

বুড়ো কিন্তু দেবুকে কোলে ক'রে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে—সেই নাগের উন্মত্ত খেলার আসরের দিকে! তার তখন সম্মুখদৃষ্টি।

কি দেখ্‌ছিল সে, সেই জানে!

সকলে যা দেখছিল, তা থেকে আলাদা একটা কিছু? কে জানে!

সেই মহারুদ্রদেবতা তাঁর ব্যোমকেশরাশি সমন্তাৎ ব্যোমে প্রসারিত ক'রে, প্রলয় ঝটিকার বিষাণ বাজিয়ে, কারণসলিলরাশির বুকে কি তাণ্ডব-নৃত্য-পর হ'য়েছেন? তাঁর বিপুল জটাজূট থেকে মুক্ত হ'য়ে, বিক্ষিপ্ত হ'য়ে, যত কাল ভুজঙ্গ প'ড়ে গেছে তাঁর তাথৈ নৃত্যের আসরে, নটরাজের মহানটনের ছন্দে তাল দিয়ে দিয়ে ফণা তুলে আর ছুলিয়ে নাচ্‌বার জন্যে?

কৈ, সেই করুণকোমল নীল নয়ন ছুটি ত' আর দেখা যায় না! আর, সেই প্রদীপ্ত ভাস্বর ললাটনয়ন আজ এখন যে এক বিপুল বিশ্ব-জোড়া লীলাচপল বৈদ্যুতী শিখায় নিজেকে বিছিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে!

বুড়ো সে তাণ্ডব নৃত্যের ভেতরে দেখ্‌তে পাচ্ছিল—ভয় না আশ্বাস, মৃত্যু না জীবন, মিলন না বিয়োগ, শিব না অশিব ?

সেই জানে !

"বাবা"—

বুড়ো তাকে বুকে টিপে ধ'রেছিল, কিন্তু মুখে কোন কিছু ব'লে নি।

মানুষের হিসেবের বজ্র আঁটুনির ভেতর কোথায় ফস্কা গেরো থেকে যায়, তা মানুষ আগে বুঝতে পারে না। বুড়ো মাঝি পাকা মাঝি। ঐ বড় গাঙে কত না বড় বড় মঞ্জিলে সে আসান কর্‌তে পেরেছে। আজও বাদামটা তুলে দিয়ে সে ভাবল,—সবাই ভাবল—মঞ্জিল বুঝি আসান হ'ল।

কিন্তু উল্টা উৎপত্তি হ'ল।

কাল নাগিনী গুলোকে চিরে দুখণ্ড ক'রে নৌকো ছুটেছে কূলের দিকে। আর এসে পড়ল ব'লে। এমন সময় ভারি এক দম্‌কা বাতাস এসে পালে এমন ধাক্কা দিল যে পা'লের দড়ি ছিঁড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে—

নৌকো উল্টে গেল !

বেগতিক দেখে অনেকেই নৌকো থেকে লাফিয়ে প'ড়েছিল—বুড়োও দেবুকে বুকে করে লাফিয়ে প'ড়েছিল। উল্‌টোনো নৌকোর তলায় প'ড়ে যায় নি।

বুড়ো দেবুকে তার পেছনের দিকে কোমরের কাপড় চেপে ধরিয়েছে। দেবু একটি হাতে বাবার কোমরের কাপড় চেপে ধ'রে আর একটি হাতে আর দুটি পায়ে সাঁতার কাটছে। বাবার ওপর ভর সে মোটেই দিচ্ছিল না।

"বেশ শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে থাকিস্ মা"—

"হাঁ, বাবা ; কিন্তু তুমি হাঁপিয়ে পড়বে না ত' ?"

বড় বড় ঢেউ-এর ঝাপটা বুড়র বুকে লাগছিল, চোখে মুখে লাগছিল। সে কথা কইতে পারছে না। বোধ হয় নিশেস নিতেও কষ্ট হচ্ছে।

একটিবাব কত করুণ, কতখানি স্নেহাপ্লুত দৃষ্টি ফিরিয়ে সে মেয়েটির মুখের দিকে চাইল! সকল ঝড়ঝাপটা সে তার জীর্ণ-শীর্ণ বুকের পাঁজরেই ঠেকাবে, তার স্নেহের দেবী, তার পরাণের ননীর পুতলী, সর্ব্বস্বধন মাণিক, দেবুর গায় লাগতে দেবে না!

হে মা দুর্গা, হে মা যশরেশ্বরি, তুমি পাঁজরায় আমার বল দেও—দেবুকে আমার পারে তুলে দিয়ে আসি, তার পর যদি নিতে হয় নিও মা—বুড় হাড় ক'খানা চুরমার ক'রে দিতে হয়, দিও মা।

সে উর্দ্ধদৃষ্টিতে ঠাকুরের পায় এই প্রার্থনা জানাচ্ছিল।

কতক্ষণ আর যুঝ্‌বে ক্ষেপা মাতাল ঢেউগুলোর সাথে? ওরে—তোরা এসেছিস্ নির্ম্মম দস্যুর দল, আমার দেবুকে, আমার এই নিঃসঙ্গ, নিরুপায়, জীর্ণ বক্ষের নীড় ভেঙ্গে কেড়ে নিতে, ছিনিয়ে নিতে!

আমাব প্রাণ থাকৃতে দেবুকে দেব না—কিছুতেই না।

তার ভাঙ্গা পাঁজরের সবটুকু বল সঞ্চয় ক'রে সে লেগে গেল—দস্যুদের সাথে যুঝ্‌তে। এই যে—ঐত' সাম্‌নে মুক্তির—অভয়ের—আশার—আনন্দের তট!

যেতে পারব না?—খুব পারব।

কিন্তু হায়! বুড়া তার বুকের সবটুকু বল যে নিঃশেষ ক'রে ঢেলে দিয়েছে তার শেষ ব্যাকুল চেষ্টায়। আর যে পারে না—সর্ব্বাঙ্গ এলিয়ে আসে যে!

আর দেবু—সেই কচি মেয়েটি?

সেও কেমন এলিয়ে প'ড়েছিল—যেন সেই গর্জ্জায়মান অনন্তনাগের উদ্বেল শয্যায় মাথাটি রেখে সে ঘুমিয়ে পড়বে!

কোন্ শেষশয্যাশায়ী নারায়ণের চরণারবিন্দযুগল অঙ্কে ধারণ ক'রে আজ যোগনিদ্রায় ডুবে যাবে লক্ষ্মী মাটি আমার!

ঘুমুবে?

ঐ আকাশজোড়া নীল ধূসর বসনটি গায়ে দিয়ে, কারণসলিলরাশি মাঝে, ঝড়ের দোলায় সোণার অঙ্গ লুটিয়ে দিয়ে, ঘুমুবে তুমি, দেবি!

আকাশে কত কত তারা, বাতাসে কত কত ফাগুনের হাওয়া, বনে বনে কত কত অফোটা মুকুলমঞ্জরী, কণ্ঠে কণ্ঠে কত গুম্‌রে-থাকা সুরের বাণী, বিশ্বের চরণে চরণে কত কত রত্নমঞ্জীরের অস্ফুট ছন্দলালসা, ফুলে ফুলে পত্রে পত্রে কোরকের মঞ্জরীর কত কত গন্ধব্যাকুলতা, প্রাণে প্রাণে কত কৈশোর, কত যৌবনের কত কত মধু-স্বপন-শিহরণের সূচনা, যে জেগে ব'সে রৈবে—কত যুগ ধ'রে প্রতীক্ষা কর্‌বে—কখন লক্ষ্মি! তোমার ঘুমটি ভাঙ্গবে ব'লে—কখন তুমি তোমার সুষমার, তোমার শ্রীর, তোমার বিকাশের মোহন স্পর্শ দিয়ে তাদের সকল কার্পণ্য, সকল জড়তা, সকল কুণ্ঠা, সকল ব্রীড়া ভেঙ্গে দেবে ব'লে!

ঘুমুবে তুমি, ঘুমোও!

দুজনেই তারা এলিয়ে প'ড়েছে, দেবুর আড়ষ্ট হাতখান বাবার কোমর থেকে খ'সে গেছে—তখন দেখল—বুড়ো শেষ চাহনিটা তার মিলে দেখল—

একটা টাপুড়ে নৌকো বেগে বেয়ে আস্‌ছে তাদের দিকে।

"ওগো—তোমরা আমার দেবুকে বাঁচাও—পায়ে পড়ি তোমাদের! মা, দেবু!"

"বাবা—"

আর, তাদের দুজনের কারুর কণ্ঠে বাণী স'রে নি। তারা আর চোখও মেলে নি।

টাপুড়ে নৌকোখান এসে দেবুকে পেল—সে তখনও তার কালো চুলের রা'শ জলে ছড়িয়ে ঝড়ের দোলায় দোল খাচ্ছে! তার সা'ন নেই। যেন সত্যিই ঘুমুচ্ছে!

কিন্তু বুড়ো?

কৈ—তাকেত' উত্তাল সেই উর্ম্মিশৃঙ্গ আর বিপুল উপত্যকাগুলোর মাঝে খুঁজে পাওয়া গেল না! তার সোণার দেবুকে দোলায় ঘুম পাড়িয়ে রেখে অতলের মাঝে থেকে তার অগাধ স্নেহের অমর, অজর বাহুদুটি তুলে তাকে ধ'রে রেখেছে, আর চির-সোহাগের দোল খাওয়াচ্ছে!

হায়, চির-সোহাগের দোল! দেবুর এই অনাথা, নিঃসঙ্গ, নিরুপায় জীবনদোলায়!

কতক্ষণ পরে দেবুর "সা'ন" হ'ল তা তার মনে নেই। চোখ মেলেই সে ডাকল—

"বাবা—"

একটা কাতর, তীক্ষ্ণ ধ্বনিতে। যেন ঘুমন্ত অবস্থায় তার ঘুমের দোলার একটা ফাঁস তার গলায় লেগে গেছে! তার দম আট্‌কে আসে, বুক ফেটে যায়!

আর এ করুণ কাহিনী শুনে কি হবে?

বল্‌তে বল্‌তে দেবু কেঁদে ভাসাচ্ছিল, আর কমলেরও থেকে থেকে একটা চাপা কান্না গলার কাছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠ্‌ছিল।

সেই বড় টাপুড়ে নৌকোটায় যাত্রী ছিলেন সেদিন—ত্রৈলোক্যবাবুরা। তাঁরা ঝড়ের আগেই এক খালের মুখে নৌকো নঙ্গড় ক'রে ছিলেন।

তাঁরা যাচ্ছিলেন—ঈশ্বরীপুর—যশোরেশ্বরীর মন্দিরে পূজো দিতে। পথে এই দুর্ঘটনা।

ত্রৈলোক্যবাবু আর তাঁর স্ত্রী খুব মায়া মমতা ক'র্‌ছেন তাকে। কিন্তু তার ছোট্ট বুকখানায় ঝড়ে যে কি টালমাটাল ক'রে দিয়ে গেল, তা সে বৈ আর কে বুঝবে! বাবা যে তার একটিবা রও চোখের আড়াল হ'তে দিত না তাকে—একদিন খেলাপাতির রান্নাভাত খেতে আস্‌তে বাবা দেরি কর্‌ছিল ব'লে তার কত রাগ—সে সারা দুপুর গিয়ে লুকিয়ে ব'সেছিল সেই নলখাগড়ার বনে তার সারসসারসী খেলুদের ঘরে! বাবা তার কি ব্যাকুলি ক'রে ডেকে বেড়াচ্ছিল—"দেবু—লক্ষীমা—আয়—আমায় ভাত দিবি না!"

আজ—এই ক্ষ্যাপা ঝড় আর ক্ষ্যাপা ঢেউগুলোর ডাকে তার বাবার সেই ব্যাকুলি-করা ডাক শুন্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না! সত্যি যাচ্ছে না?

সে ঝড়ে কাণ পেতে শুন্‌ছে!

লক্ষী মেয়ে—শীগ্‌গির নিজেকে সাম্‌লে নিলে। তার "প্যান্‌ প্যানানি" বেশীক্ষণ ওঁদের ভাল লাগবে কেন?

ঝড় থাম্‌লে, তার পরদিন তাকে সঙ্গে ক'রে তাঁরা গেলেন তাদের সেই গাঁয়ে। দেবু—"বাবা"—ব'লে ছুটে যাচ্ছিল তাদের সেই কচার বেড়া-দেয়া সুপুরি-নারকেলের গাছ-ঘেরা গোলের ঘরের পানে। কি ভেবে থম্‌কে দাঁড়াল—গেল না!

ত্রৈলোক্যবাবু খোঁজ ক'রে বুড়োর পাত্তা পেলেন না। তার ঘরদুয়োর হাঁ-হাঁ ক'র্‌ছে, শ্রীমন্দির আজ শূন্য! তার সোণার লক্ষীপ্রতিমা বুকে ক'রে নিয়ে গিয়ে সে জলে ভাসিয়ে এসেছে, নিজেকেও ভাসিয়ে দিয়েছে!

মোটামুটি পরিচয় পাওয়া গেল—বুড়ো ছিল গ্রামের কৈবর্ত্তদের সর্দ্দার। মেয়েটি তার আপন মেয়ে নয়। বুড়ো অতিশৈশবে তাকে

একদিন কোলে ক'রে নিয়ে আসে। বল্‌ল—তার এক দূরসম্পর্কের বোন এই কচিমেয়েটি রেখে মরে গেছে। তাকেই দিয়ে গেছে—সে পাল্‌বে। বুড়োর নয়নতারা ছিল মেয়েটি।

আর কিচ্ছু জানা গেল না। বুড়োর আর কেউ বোধ হয় ছিল না। তার বাড়ী, বাগান, নৌকো, জাল, গরুবাছুর, ক'বিঘে জমি—ত্রৈলোক্যবাবু দাঁড়িয়ে থেকে পঞ্চায়েতের হাতে দিয়ে গেলেন। তারা যেন দেখে শোনে—যতদিন না ন্যায্য ওয়ারিশ এসে হাজির না হচ্ছে। ওয়ারিশ কেউত' থাক্‌লেও থাকৃতে পারে।

তারপর, নৌকো ক'রে দেবুকে নিয়ে তাঁরা গেলেন—ঈশ্বরীপুর। সেখানে মায়ের পূজো দেয়া হ'ল। দেবুও খুব ভক্তি ক'রে মায়ের দুয়োরে মাথা ঠেকাল। কৈবতের মেয়ে—তাকে ত্রৈলোক্যবাবুরা পাশে দাঁড়িয়ে অঞ্জলি দিতে দেন নি।

মায়ের মন্দিরের খানিকদূরে জঙ্গলে এক ব্রহ্মচারী থাক্‌তেন। পূজোর পর ত্রৈলোক্যবাবুরা তাঁকে দেখতে গেলেন। কি সুন্দর রক্তচন্দনচর্চ্চিত গৌরবর্ণ তেজঃপুঞ্জ চেহারা তাঁর! দেবুর বেশ মনে আছে।

তিনি দেবুর দিকে সস্নেহ মনোযোগের দৃষ্টিপাত ক'র্‌লেন।

"দেখি মা, তোমার হাতখানা!"

দেবু হাত দেখালো। তিনি কৌতূহলের সহিত দেখে ব'ল্লেন—

"তোর যে লক্ষী অংশ মা। ঠাকুরকে ভক্তি ক'রে ডাকিস্। আর, উচ্ছিষ্ট খাস্‌না যার তার।"

ত্রৈলোক্যবাবুর দিকে ফিরে ব'ল্লেন—

"মেয়েটি লক্ষী। যত্ন ক'র্‌বেন। আপনার দুঃখুকষ্ট থাক্‌বে না।"

সকলে প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।

পঞ্চম

তার পর? তারপর বিশেষ আর কি? সে ত্রৈলোক্যবাবুদের বাড়ীতেই ঠাঁই পেল। হয়ত' বামুনের মেয়ে হ'লে তাঁদেরও বুড় বয়সের সন্তানের অভাবটা দূর ক'রে দিতে পারত সে। কিন্তু কৈবর্ত্তের মেয়ের ততদূর সৌভাগ্য হয় নি। তা না হ'ক—আমরা দেখেছি, সে যে খুব অযত্নে ছিল, তা ছিল না। তার বুকের ভেতরকার ফাঁকাটা ভর্ত্তি ক'র্‌তে পারে, এমন কিছু সে অবশ্য ত্রৈলোক্যবাবুদের কাছ থেকে পায় নি। তবে, একরকম ক'রে দিন চ'লে গেছে এই সাত আট বছর তাঁদের আশ্রয়ে। তাঁরা শেষ বয়সে বাড়ী তৈরি ক'রে কাশীবাস কর্‌ছেন; সেও র'য়েছে তাদের সঙ্গে।

আমরা যে ভাবে গল্পটা শুনোলাম, দেবু যে ঠিক ওভাবে ব'ল্‌তে পেরেছিল, তা নয়। অনেক চোখের জল মুছতে মুছতে, কখন সহজ গলায়, কখন ভাঙ্গা গলায়, কতবার থম্‌কে গিয়ে, কতবার কমলের দরদী সাদর প্রশ্নের তাগিদ পেয়ে, ঘণ্টা দুই ধ'রে, এই কিশোর জীবনের করুণ উপাখ্যান সে শোনাল'। কমলের নাটক, ছোটগল্প এসব লেখার বাই ছিল। লিখ্‌তে পার্‌তও মন্দ না। দেবুর আখ্যানটা সেই একটা ছোট গল্পের আকারে সাজিয়ে লিখেছিল। আমরা তার সেই লেখাটাতেই একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম।

তবে কাহিনীটে শোনার পর থেকে কমলের মমতা আরও বেড়ে গেছে দেবুর ওপর। আর, দেবুর ভেতর একটা সলজ্জ ভাব আস্‌ছিল—কতকটা এসেওছিল—দেখেছি; কিন্তু তবু সে যে দিন দিন কমলের খুব অনুগত হ'য়ে পড়ছিল, তাতে আর সন্দেহ নেই।

আমরা সাইকো এনালিসিস ক'রে এটা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা ক'রব-না যে—দেবুর এই আনুগত্য হ'চ্ছে অনুরাগেরই প্রথমাবস্থা—যেটাকে আগের রসশাস্ত্রবিদেরা বল্‌তেন—পূর্ব্বরাগ।

তবে, লক্ষণগুলো দেখে যাও, রোগের নিদান সহজেই হ'য়ে যাবে !

কোজাগরী পূর্ণিমার পর আরও দু'চারদিন চ'লে গেছে। দেবু কমলের সেই দুপুরের পাঠশালায় নিত্যি পাঠ নেয়। বিনা চাবুকেই অনেক সময় রাঙা হ'য়ে যায় বটে, কিন্তু তবুও নেয়।

আর, কি তার শেখার আগ্রহ, কি চমৎকার বুদ্ধিশুদ্ধি তার !

পনর বিশ দিনেই অনেকদূর শিখে ফেলেছে। বাংলা, দেবনাগরী, ইংরেজী তিন রকমের বর্ণমালাই জোড়াতালি দিয়ে সে একটু পড়তে পারে।

কমলের তাকে গান শিখ্‌বার ইচ্ছে ছিল—অমন স্বভাবমধুর, একটখানি বিষাদের রেশ-দেয়া গলাটি তার ! কিন্তু দেবু ঘাড় নেড়ে বল্‌ল—"না"।

শুধু তারই যে লজ্জা ক'রে, এমন না। ত্রৈলোক্যবাবুরা তার গান শেখাটা বাড়াবাড়ি ভাব্‌বেন, এটা চিন্তা ক'রেও সে সঙ্কুচিত হ'ল।

কাজেই, গানের ওস্তাদি করার সাধটা কমলের অপূর্ণই রৈল। রেসিটেসন্‌, এক্টিং—এতে কমলের বেজায় ঝোঁক্ আমরা দেখেছি। তার ঐ সব শুনে দেবুর যে আহ্লাদ হ'ত, তার মাত্রা ও গাঢ়তা দেখেই, কমলের মনে হ'ত—এদিকেও দেবুর ভেতরে নিশ্চয়ই একটা মস্ত বড় প্রতিভা ঘুমিয়ে আছে।

কিন্তু ত্রৈলোক্যবাবুর কাশীর বাড়ীর একাংশ যে তার ভেতরে সেই অমল-কমল-দল-সুখ-শায়িনী "মিউজ"টির ঘুম ভাঙানর চেষ্টার পক্ষে

অনুকূল ক্ষেত্র নয়, তা সে এতদিনে অবশ্য বুঝেছিল। নিজের বরণীয় শিল্পকলার প্রতি দেবু যে সমদরদী—এইটুকু তথ্য অবগত হ'য়েই তাকে ক্ষান্ত হ'তে হ'য়েছিল।

দেবুকে গান কবিতা, এ সব শুনুতে কিন্তু তার কসুর ছিলনা। সে বুঝ্‌ত' আর ঐ একটা বীণেব তারে তারে ঘাটে ঘাটে তাবই বীণের যত ব্যক্ত ঝঙ্কারের একটা অব্যক্ত মধুব, গোপন অনুরণন চ'লেছে!

দেবুর চোখের মুখের আকাব ইঙ্গিতে, চলনে দোলনে সেই গোপন অনুরণনটা সে ধ'র্‌তে পারত'।

এর মূলে র'য়েছে একটা প্রস্ফুটায়মান অনুবাগ—এ নিদান সে বোধ হয় ক'রেনি। এর মূলে র'য়েছে একটা শিল্পকলাসৌন্দর্য্যের সমবেদনা, সামঞ্জস্য—এই নিদানটাই যে হয়ত করেছিল।

সে খাটটার ওপর বড় হারমোনিয়ানটা নিয়ে ব'সে হয়ত গান গাচ্ছে, দেবু খাটের ধারে টুলটায় বসে ব্লো করে দিচ্ছে আস্তে আস্তে। হারমোনিয়ামের পরদাগুলোর স্পর্শেও দেবুর অঙ্গুলির ব্রীড়া ভেঙ্গে এসেছিল—সে এই কয়দিনে কটা গৎ বাজাতেও শিখেছে। একটিবার দেখিয়ে দিলেই শিখে নেয়, আর ভোলে না। তার ভেতর নতুন নতুন মিষ্টি করতবও সে তার স্বভাবসিদ্ধ শিল্পপ্রতিভায় এরির মধ্যে সৃষ্টি কর্‌তে পারত। কিন্তু, তা হলেও, সে এখনও সবগান "ফলো" করতে পারে না। আর, কমলেরও গান গাইবার ভঙ্গী ও কায়দাতে একটা অপূর্ব্ব, অননুকরণীয় রকমাবি ছিল।

যাক্‌, সে হয়ত শুধু আস্তে আস্তে ব্লো করেই যাচ্ছে। কি গানটা ধরেছে ছাই আজ কমল! ব্লো কর্‌তে কর্‌তে দেবুর হাত যে কখন ঘুমিয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে যায়! ছোট্ট একটা ফিঙে পাখীর হৃতন তার হাতখানি হয়ত' হারমোনিয়ামের ব্লোয় গায়ে দোল খাচ্ছে—হঠাৎ

যন্ত্রটার উচ্ছ্বসিত সুররাশির কোন্ ফাঁকে বেরিয়ে এসেছে তারি ভেতর কুণ্ডলীপাকানো এক সাপ, তারি পানে সম্মোহনদৃষ্টি দুটি মেলে! পাখীটে যে এগুতেও পারে না, পেছুতেও পারে না! কি হবে!

সত্যি—কোন কোন সুরের ভেতর থেকে একটা যেন অজানা যাদুকরা আতঙ্ক বেরিয়ে আস্ত—দেবুকে ভয়ে অস্থির করে দিত। অথচ, সে-সম্মুগ্ধ আড়ষ্ট তার কুহক বাঁধনে!

ব্লো আর চলে না—হঠাৎ গান থেমে যায়। কমল চম্‌কে উঠে—বলে—"দেবি! বন্ধ করলে যে!"

সে এখন মাঝে মাঝে দেবুকে "দেবী"ও বল্‌ত।

দেবু লজ্জা পেত। তাইত, ব্লো বন্ধ ক'রে এমন চমৎকার গানটা সে মাটি করে দিলে!

একদিন একদিন সুরের ভেতর থেকে ফুটে বেরুত যেন একটা দাবানল! সেদিন সে একটা ছোট্ট পাখীর মত সুরের ঝরণার ধারে ব'সে কৃষ্ণচূড়ার মত ঝুঁটিটি তার নেড়ে দোল খাচ্ছে—হঠাৎ একি হল—ঝরণা দিয়ে আগুন বেরিয়ে এল যে! তার কোমল পাখনা দুটো যে পুড়ে যায়! সে পালিয়ে যেতে যায়—পালিয়ে যায়!

কিসের আগুন সেটা সুরের ভেতরে?

যৌবনের যেটা আদিম, চিরন্তনী বুভুক্ষা—সেইটে নাকি? কে জানে!

হঠাৎ সে ব্লো বন্ধ ক'রে উঠে যায়—বাইরে চ'লে যায়।

"দেবু, ব্লো ছেড়ে দিয়ে গেলে যে!"

সত্যিই—কেন যে ছেড়ে দিয়ে এল? এমন চমৎকার গানটা!

কখনও বা সুরের ভেতর থেকে ফাগুন "হা হা" ক'রে পাগলের মত বেরিয়ে এসে তার বাতায়নদ্বারে দাঁড়িয়ে বড্ড যে কা'তরে যেত,—

কিশোরি! ঘাটকে যাবে না? সকল ফোটা ফুলের পাঁপড়ি যে আমার ঝ'রে পড়ে গেল—সকল মধু মঞ্জরীর বাস আমার যে লুটিয়ে গেল, ফুরিয়ে গেল—সকল পিয়াসী বাঁশীর আমার রন্ধ্র যে তোমার তরে ফুক্‌রে ফুক্‌রে ফেটে গেল!

তাইত'! ঘরের কাজ যে আমার এখনও ঢের বাকি! শাশুড়ী ননদী আমার যে বিষম বৈরী! তারা বল্‌বে কি?

যাই, তাড়াতাড়ি হাতের কাজগুলো আমার সেরে কনক কলসটি নিয়ে এই অবেলায় যমুনায় জল ভর্‌তে!

বঁধুয়া—প্রাণের কাণে কাণে ক'য়েছি, কেউ শোনেনি ত'?—বঁধুয়া আমার কত না জানি মান ক'রে ব'সে আছে!

তাড়াতাড়ি হাতের কাজগুলো সেরে নিতে কিনা, বল্‌তে পারিনা, তবে, সত্যিই, দেবুর হাতখানা হার্‌মোনিয়ামের ব্লোর'পরে বড্ড তাড়াতাড়ি, জোরে জোরে, চাপ দিত!

"ও কি হচ্ছে দেবু? একটু আস্তে।"

সত্যিইত'—তাড়াতাড়ি ব্লো ক'রে এ গানটাও যে সে মাটি ক'রে দিলে!

কখনও বা সুরে ভেঙ্গে প'ড়্‌ত—সেই নিশীথ রাতের বাদল ধারা! কত না কদমকেতকী, কত হেনা যুঁই রজনীগন্ধা তাদের নিরালা বাসরঘরের প্রিয়-মনোমদ ধূপবাসে সেই রিমি ঝিমি বাদল ধারাকে অভিষিক্ত ক'রে দিয়েছে—সে যে এই নিশীথে সকল বাসরকক্ষের বাতায়নেই তার আকুল "মাধুকরী" ক'রে এসেছে!

কোন্ কিশোরী ঘুমিয়েছিল তার আপন কুঞ্জে, আপন বাহুটিতে তার একলা মাথাটি রেখে! স্বপ্নে তার কৈশোরের সাথীদের সঙ্গে শেষ খেলাটা সাঙ্গ ক'রে নিচ্ছিল—নতুন এক সাথী তার দুয়ারে এখুনি

অতিথি হবে যে! তাকে কি ব'সিয়ে রাখা চ'লে, ফিরিয়ে দেয়া চ'লে? খেলা এখ্‌খুনি সেরে নিতিই হবে!

ঐ যে কে আস্‌ছে—রিম্‌ ঝিম্‌ ঝিম্‌ রত্নমঞ্জীরের ছন্দে নিখিলের অঙ্গে একটা মধু শিহরণ হিল্লোল জাগিয়ে? নিশীথ বাদল? না—তার সেই মধুপ্রতীক্ষার নবীন প্রিয় অতিথিটি?

—যৌবন?

কিশোর শুয়ে শুয়ে দেখ্‌ছিল যৌবনের স্বপ্ন—নিশীথ বাদলের ধারায় চম্‌কে উঠে ভাব্‌ল—ঐ বুঝি এসেছে!

এসেছ—এস!

আমারত' উঠ্‌তে ই'চ্ছে যায় না—তুমিই এস, হে আমার কাঙ্ক্ষিত যৌবন—আমার শয্যাপাশে, বাহুপাশে, বক্ষে, শিরায় শিরায়, অন্তরের অন্তরে, আমার যা কিছু, তাই ভ'রে দিয়ে, নব ক'রে দিয়ে, উচ্ছল, উছল ক'রে দিয়ে!

আবাহনের জন্য প্রসারিত হস্ত তার কি এক মধুর আবেশে লুটিয়ে পড়ে—মিলনের তরে উন্মীলিত আঁখি তার কি এক নতুন কুহক-অঞ্জনের সোহাগে যে ঢুলে পড়ে!

সত্যিই—ব্লো ক'র্‌তে ক'র্‌তে দেবুর হাতটি কেমন যেন এলিয়ে পড়ে। ব্লো বড্ড স্লো হ'য়ে যায়!

"ওকি, দেবু, জুড়িয়ে গেল যে। আর একটু জোরে ব্লো কর। হাত ব্যথা কর্‌ছে নাকি? তাহ'লে থাক্‌।"

হাত ব্যথা তারত' করেনি। কিন্তু, এ সুন্দর গানটাও মাটি ক'র্‌লে সে!

এমনি ক'রে দিন যায়। দু'দিক্‌ থেকেই একটা আকর্ষণ স্পষ্ট। কমল তার মগজ খাটিয়ে সে আকর্ষণের একটা নিদান, একটা বিবৃতি

খাড়া ক'র্‌ত। আহা—মেয়েটি বড্ড অনাথা, বড্ড লক্ষ্মী—ওকে মমতা না ক'রে কি পারা যায়?—এই ছিল তার মগজের কৈফিয়ৎ। তার হৃদয় হয়ত' গোপনে হেসে সে কৈফিয়তের কাগজখান ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেল্‌ছে!

আর দেবুর দিক্ থেকে আকর্ষণটা সম্ভবতঃ আরও স্পষ্ট, কিন্তু একান্ত অবুঝ। সে কোনও কৈফিয়তের কাগজ তৈরি করেনি, কর্‌তে প্রস্তুতও হয় নি। কমলবাবুর কাছে তার আস্‌তে, থাক্‌তে বড্ড ইচ্ছে করে—বস্, এইটুকুই তার জবানবন্দী। মগজেরই বল, আর হৃদয়েরই বল।

অনুরাগ বা ভালবাসা যে কাকে বলে, তা সে এখনও জানে না। তার অই যে কমলবাবুকে বড্ড দেখ্‌তে ইচ্ছে করাটার নাম যদি অনুরাগ হয়ত', সে বেচারী নাচার। কিন্তু, এটা ঠিক—সে কমলকে ভালবেসেছে কি না বেসেছে, এ প্রশ্ন সে নিজেকে কোন দিনও করে নি। ভালবাসার মানে কি, তাই সে হয়ত' জানে না।

একদিন কমল বেরিয়ে গেছে। সে ঘরের গোছগাছ একবারের যায়গায় দশবার ক'রে ক'রে, জানলার গরাদে ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে—গলির পথটা পানে তাকিয়ে!

"বাবুজী, চিঠ্‌ঠি—"

ডাকপিওন এসে বাইরের দরজার কড়া নাড়ল। দেবু নেবে গেল—কমলের চিঠিই বটে। দেবু একটু পড়তে শিখেছে যে। সেই আগেকার মতন চৌকো, ল্যাভেণ্ডারগন্ধমাখা খামে চিঠি! রংটা এবার তেমন ঘোরাল' নয়—কেমন যেন ফ্যাকাসে।

দেবু চিঠিখানা হাতে ক'রে কেমন যেন আড়ষ্টের মতন হ'য়ে থাক্‌ল

কিছুক্ষণ—বুকটা তার কেমন জানি দুরু দুরু কাঁপ্‌ছিল—আর, ডান' চোকটা ?

অত সে খেয়াল করেনি—চোক নেচেছিল কি না নেচেছিল। আর—কোন্‌টা ? আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে গিয়ে কমলের টেবিলের ওপর চিঠিখান রেখে দিয়ে, সে আপনার ঘরটিতে গেল।

তখনও তার বুকটা থেকে থেকে কাঁপ্‌ছিল !

চিঠি এসেছে, তাতে কি ? অমনত' এসেই থাকে—সেই সেদিন—সেই মহাষ্টমীর দিনওত'—এইরকম একখানা চিঠি এসেছিল।

একই হাতের লেখা ? কে জানে !

একবার ইচ্ছে ক'র্‌ল—আগেকার চিঠিখানার খামখানা খুঁজে দেখে—লেখা দুটো মিলিয়ে দেখ্‌বে।

না—ছিঃ—থাগ্‌গে।

ভেতরে একটা অবুঝ অস্বস্তি কিন্তু কিছুতে যায় না যে !

কমল যখন ফিরে এল, তখনও দেবু তার ঘরটিতে।

কমলের পায়ের শব্দ সিঁড়িতে—ঘরে সে ঢুক্‌ল।

অনেকক্ষণ তাকে ডাক্‌ল না যে ! অন্যদিন এসেইত' ডাকে—"দেবু" ব'লে !

তার বড্ড ভয় ক'র্‌তে লাগ্‌ল'—তবে কি কোন খারাপ খবর এসেছে ! সে গেল পা টিপে টিপে কমলের ঘরের দিকে। চৌকাটের ধারে গিয়ে একটু ইতস্ততঃ ক'র্‌ল—যাবে কি না যাবে ! পাশ থেকে মুখটি বাড়িয়ে দেখ্‌ল—

কমল তার খাটটিতে চিৎ হ'য়ে শুয়ে প'ড়ে আছে, একটা বাহু দিয়ে চোখদুটো তার ঢেকে। আর, বুকের ওপর—সেই চিঠিখানা খোলা প'ড়ে র'য়েছে।

দেখে দেবু আর ঘরে ঢুকতে ভরসা পেল না। অথচ, ভারি ইচ্ছে ক'রছিল তার যেতে—গিয়ে খাটের পাশটায় ব'সে কমলেব হাতখানা আস্তে আস্তে সরিয়ে দেখতে—সে কি কাঁদছে!

এত বড় ইচ্ছা, এতখানি সাহসের কল্পনা তার ভেতরে আগে ত' কৈ কোন দিনও হয় নি!

তার চোখে জল দেখলে কমল তাকে সোহাগ ক'রতে চেয়েছে, সে তা সব সময় ক'রতে দেয় নি। আজ সে যদি কমলের চোখে জল দেখে একটুখানি সোহাগ ক'রতে যায়, তবে সেও কি সোহাগ ক'রতে দেবে না তাকে? রাগ ক'রবে, বিরক্ত হবে, মুখ ফিরিয়ে নেবে? সে নিজে ত' কখ্খনো রাগ করে নি, বিরক্ত হয় নি!

কিন্তু সে দেবু, কমলবাবুকে সোহাগ ক'রতে যাবে—এ কি কথা!

কমলের চোখে জল যে!

কমলের চোখে জল সেত' কখনও দেখে নি। কমলের চোখে জল! —তাইত!

তার ছোট্ট বুকখানার ভেতর এমন একটা আন্‌চানানি সে অনুভব ক'রল, যেমনটা সে আগে কখ্খনো করে নি।

দুঃখু, কষ্ট, শোক জীবনে সে পেয়েছে। কিন্তু এটা যে নতুন রকমের।

কোন্ একটা গোপন চাপা কান্নার পর্দায় তার যৌবনের নব-উন্মেষের তারটা বাঁধাছিল, সেই তারটা বুঝি এইবার বেজে উঠেছে!

সে তার হৃদয়ের ভেতরে খুঁজে পেল আর একটা চোখ, যেটা এদ্দিন বুজেই ছিল—একটা নতুন সহ-অনুভূতি ও সহ-বেদনার চোখ!

হাঁ—সত্যিই ত' এর আগেও ক'দিন সে দেখেছে কমলের আন্‌মনা, একটু যেন বিষাদম্লান মুখখানা। কিন্তু আগেত' দেখেও দেখে নি। আজকের মতন ক'রে দেখার চোখটি এদ্দিন তারত' ফুটেছিল না!

আজকের এই যে নতুন চোখটি ফুটি ফুটি ক'র্‌ছে, এটি বড় মজার চোখ। এ চোখ বিচারবুদ্ধি, হিসেব নিকেশ, কার্য্যকারণ হেতুবাদ—এসবের চশমা মোটেই কাছে ঘেঁষতে দেয় না। সে সব চশমা যা সব দেখায়, দেখাতে চায়, এ চোখ সে সব কিছু দেখে না, দেখতে চায় না। ওরা যা দেখতে পায় না, এ চোখ তাই ভাল ক'রে দেখে। ওরা যা দেখেছে, তার উল্টোও এ চোখ দেখে। উল্টো দেখেও এর আত্মপ্রত্যয়ের অভাবের, সংশয়ের বালাই নেই।

এর দৃষ্টি রহস্যদৃষ্টি—দেশ, কাল, নানারকমের বাইরের "বাস্তব"—এ সব কিছুই এ দৃষ্টির বিশালতাকে সঙ্কীর্ণ, এব গভীরতাকে অগভীর, এর স্বচ্ছতাকে মলিন ক'রে দিতে পারে না।

মুখে কিছু না ব'ল্‌লেও, আকার ইঙ্গিতে কিছু না জানালেও—ঢাক্‌তে চাইলেও—উল্টো বোঝাতে চাইলেও—এ দৃষ্টি ঠিকই ধ'রে ফেলে, জেনে ফেলে, চিনে ফেলে! চোখের জলে এ দৃষ্টি ঝাপসা হ'য়ে যায় না, বরং আরও স্বচ্ছ হ'য়ে খুলে যায়; দূরে চ'লে গেলেও, এ দৃষ্টি অস্পষ্ট দেখেনা, হ্রস্ব অবগুণ্ঠিত দেখেনা!

এই সৃষ্টির যেটা মূল বন্দোবস্ত—কাম—ঈক্ষা—তারই কেন্দ্রস্থলে এ দৃষ্টি ফুটে র'য়েছে ব'লে, এ দৃষ্টি দেখ্‌তে পায় অন্তরে বাইরে যা কিছু ধারা বইছে, তাদের যেটা মূল, যেটা গোড়া, যেটা সত্য, যেটা প্রকৃতি, যেটা স্বরূপ—সেইটে। ধারাগুলো কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে গিয়ে নানান্ রকমে তাল পাকিয়ে যাচ্ছে, নানান্ আড়াল আব্‌ডাল সৃষ্টি ক'রে নিয়ে পরস্পর লুকোচুরি খেলে বেড়াচ্ছে। কেন্দ্র থেকে স'রে গেলে তাদের যেটা স্বরূপ, যেটা সত্য, সেটা ধ'র্‌তে পারা যাবে না।

এ গুরুগম্ভীর তত্ত্বকথা দেবুর কাণে অবশ্য কেউ শোনায় নি। কিন্তু না শোনাক্, সে তার বুকের ভেতর নতুন আর একটা চোখের

পাতামেলার প্রথম স্পন্দনটি না অনুভব ক'রে পারে নি। কেউই পারে না। যারিরই ভেতরে কোন রকমের একটা বড় ভাবদৃষ্টি—ভক্তি ব'ল, স্নেহ ব'ল, প্রেম ব'ল—ফুটেছে, সেই সেটার নিঃসন্দিগ্ধ পরিচয় পেয়েছে। তার অন্তরঙ্গ পরিচয়ের জন্যে গুরুকরণ দরকার হয় নি।

হয়ত' এক একটা উপলক্ষ্য এসে জোটে।

কিশোরী তার খেলাঘর নিয়েই হয়ত' আছে। একদিন কোন্ এক নিঝুম দুপুর বেলায় আন্‌মনে তার খেলার সাজ খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে হয়ত' বকুলতলায় এসে হাজির। তখন হয়ত' ফাগুনের প্রথম দখিণা হাওয়া বকুলবীথির পাতার আড়ালে আড়ালে কাদের সঙ্গে মৃদু কাণাকাণি ক'র্‌ছে—"ওগো তোমরা জাগ্‌বে না?" তখনও মুকুল বেরোয় নি, কুঁড়ি দেখা দেয় নি, কিন্তু।

কিশোরী আন্‌মনে খেলাঘরের বনফুল কুড়ুতে কুড়ুতে সেখানে এসে উপস্থিত। ফাগুনের মলয়া হাওয়ার সুরভি নিঃশ্বাসে আর মৃদু কাণাকাণিতে তারও যে অঙ্গের সাটীখান দুলে গেল, স'ড়ে ন'ড়ে গেল, আর, তার সারা অঙ্গে একটা নতুন শিহরণের হিল্লোল—সরমের, পুলকের—খেলে গেল যে!

মলয়া যেন তারও কাণটিতে আজ ক'য়ে গেছে—

"অলি বার বার আসে ফিরে যায়, কলি ফুটি ফুট করে ফোটে না!" অলি?—সে আবার কি? কলি?—সেই বা আবার কি?

কিশোরী এদ্দিন তাত' জানে নি!

আজ তার প্রথম ব্রীড়ার মাঝখানে সংগোপনে ফুটে উঠ্‌ল—

নতুন একটা চোখ।

শুধু চোখ?—নতুন আর একজন কেউ—তার চোখ, কাণ, নাক,

মুখ সব আলাদা , তার রুচি আলাদা, তার বেদনা, তার আশা, তার কল্পনা, তার তৃপ্তি—সবই যে আলাদা।

কিশোরীর খেলাঘরের তন্তুকোষটি কেটে বেরিয়ে পড়্‌ল—

এক নতুন রঙ্গীন প্রজাপতি !

সে আকাশে বাতাসে, ফুলে ফুলে, পাতায় পাতায়, মঞ্জরীতে মঞ্জরীতে—শুঁকে বেড়ায় নতুন কি এক সৌরভমদিরা, অপরূপ কি এক গোপনমধু !

কারুর জন্ম বকুল-বিছানো পথে মলয়া হাওয়ার এক নিভৃত নব বসন্তোৎসব আয়োজনের মাঝখানে। আবার, কারুর না জন্ম—

একটা নতুন রকমের ব্যথা, দরদ, সমবেদনার আঁতুড় ঘরে !

আমাদের দেবুর বুঝি তাই ?

দেবু ঘরে ঢুক্‌তে যাচ্ছিল। একটা নতুন চোখ তাকে নতুন ক'রে দেখিয়ে দিচ্ছিল—কমল আজ ব্যথাতুর, তার কাছটিতে সে যাবে না, তাকে সোহাগ ক'র্‌বে না ?

সেই একই দৃষ্টিতে ভেসে উঠ্‌ছিল, চলচ্চিত্রের ছবিগুলোর মতন ভেসে উঠ্‌ছিল—কমলের যত যত আগেকার সব আন্‌মনা, বিষাদম্লান মুখচ্ছবি।

কিন্তু, চোখ একটা না দুটো ?

কমল আজ ব্যথাতুর, তার কাছে যেতে হবে বৈকি ! কিন্তু কাছে গেলে তার দরদে নতুন ক'রে ঘা লাগ্‌বে না ত' !

ঐ যে বুকের ওপর খোলা চিঠিখানা !

যে নতুন চোখটির কথা আমরা ব'ল্‌ছিলাম, সেটা দেখায় ঠিকই, তবে একসঙ্গে দুটোর বা অনেককিছুর ঘাত প্রতিঘাতও সে চোখ দেখিয়ে দেয় যে !

সত্যটা সব সময় সরল, সুসঙ্গত, সুসমঞ্জস হ'লে কি খাসাই হ'ত! কিন্তু ঐযে ঘাত প্রতিঘাত—ঐযে দো-টানা ভাব—ঐটেই যে জীবনে অনেক সময় সত্য।

কমল দেবুকেই ভালবাসে, দেবুকেই চায়, আর, দেবু কমলকেই ভালবাসে, কমলকেই চায়,—এমন হ'লে ত' গোল হ'ত না।

কিন্তু, প্রায়ই, গোল যে পাকিয়েই আছে!

"দেবু—"

কমল এইবার ডাক্‌ল'। কি একটা কাতরতাব স্পষ্ট ব্যঞ্জনা ছিল তার সেই ডাকে! দেবু তখনও সসেমিরে অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল ঘরের চৌকাটের পাশে। এইবাব সে ভেতরে গেল।

কমল ততক্ষণ তার বুকেব' পরে নেই খোলা চিঠিখানা সরিয়ে ফেলেছে।

"দেবু, আজ আমার মাথাটা বড্ড ধ'রেছে। তাই এসে শুয়ে প'ড়েছিলুম—"

দেবুর আজ ইচ্ছে ক'র্‌ছিল—খাটুটিতে ব'সে কমলের মাথাটি কোলে তুলে নিয়ে, কপালটা তার টিপে দেয়, মাথার চুলগুলো তার আঙুল দিয়ে টেনে টেনে দেয়!

কমলের মাথা ধ'রেছে?—দেবু সেটা খুবই বিশ্বাস ক'র্‌ল। আগে আগে হ'লে হয়ত' শুধু এইটুকখানি বিশ্বাস ক'রেই তার চ'ল্‌ত। কিন্তু আজ?—

বুকের ওপর ঐ খোলা চিঠি যে একটা বড গোছেব বুকের ব্যথার ওপরেই প'ড়েছিল, সে পক্ষে দেবুর আজ সংশয় নেই।

শুধু কোলে মাথাটি নিয়ে নয়, তার ছোট্ট বুকখানায় চেপে ধ'রে

আজ যে তার ইচ্ছে যাচ্ছে—কমলের ঐ বুকের দরদের ভাগ নিতে, ব্যথার বোঝা হাল্কি ক'রে দিতে!

লক্ষ্মী আমার, মাণিক আমার!

তার ভেতরে সেই নতুন কান্নার গোপন তারটায় এই সব বুলি আস্‌ছিল।

কি লজ্জা—"লক্ষ্মী আমার, মাণিক আমার,"—এই সব নতুন বুলি আওড়াতে শিখেছ তুমি, সেই বাংলার নীলসরিদ্দ্বকূলা ঘনতরুবীথি-শ্যামলা সুন্দর মহা-অটবীর কোন্ অজানা কোণের ছোট্ট দয়েল পাখীটি?

অই সব বুলি ব'লে বুকের আদর উষ্মার ভেতরে, পক্ষপুটের বাঁধনে নিবিড়ভাবে পেতে চাও, আর একটা রঙ্গীন অচিন পাখীকে!

কমলের খাট্‌টার ধারে গিয়ে দেবুর মুখখানা কেমন যেন রাঙা হ'য়ে উঠল'। কপাল টিপে দেয়া আর হ'ল না!

আস্তে আস্তে চা'র কেট্‌লিটে নিয়ে সে স'রে গেল। চা খেলে হয়ত' বা মাথা ধরা তার সেরে যাবে।

ঐ দিনে থেকে সত্যিই দেবু যেন কেমন হ'য়ে গেছে। কেমন যেন আড়ালে আড়ালেই থাকে। পাশ কাটিয়ে যেতে চায়—চোখে চোখে প'ড়লে চোখ নাবিয়ে নেয়। গলার স্বর বড্ড মৃদু, কথাবার্ত্তা খুব সংক্ষিপ্ত, প্রশ্নের উত্তর প্রায়ই—হাঁ, না; অথবা, একটুখানি ঘাড় দোলান'।

কমলের গানের ধারে দেবু আর বসে না, ব্লো করে না। কমল একলাটি রাতে গান গাচ্ছে—কি এক উদাস হতাশ সুরে! গান থাম্‌ল। কমল বোধ হয় যেন শুন্‌ল—কার যেন একটা মৃদু দীর্ঘশ্বাস সুরের শেষ করুণ রেশটা, গোপনে বয়ে নিয়ে গেল!

দেবু কি জান্‌লার বাইরে দাঁড়িয়েছিল? কৈ—দেখিনি ত' তারে!

কমল সন্ধ্যেয় বেড়িয়ে ফের্‌বার সময় ওপর পানে চেয়ে দেখে—দেবু জান্‌লার গরাদে ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে।

তারিরই জন্যে নাকি!

কমলের ঘর-দুয়োর তেম্নি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে; কাজ সব চমৎকার গোছানো। কিন্তু অনুষ্ঠানটা হয় প্রায়ই তার অসাক্ষাতে।

উপরন্তু, তার বালিশের ওপর কে টবের ফুলগুলো যেন মালার মতন ক'রে সাজিয়ে রেখে দেয়। একদিন দেবু নিবিষ্টচিত্তে সেই কর্ম্ম ক'রছে—পেছন থেকে কমল এসে হাজির।

ওমা—ও কি? বালিশের ওপব ফুলগুলো সাজিয়ে কি একটা কি লিখেছে বুঝি?—কমল, না? অথচ, দুপুরে দেবু আর প'ড়তে আসে না। বলে—ওঁরা কতকগুলো সেলাই দিয়েছেন। তাই ক'রে আর সময় পাই না।

একদিন দেবু এল ডান হাতের আঙ্গুলগুলোয এক ন্যাক্‌ড়া জড়িয়ে।

"ও কি হ'য়েছে, দেবু?"

ষ্টোভে কি ক'রে দেবুর হাত পুড়ে গেছে। কমলের দেখে দুঃখ্ খু হ'ল।

"আমি ক'দিন বাদেইত' চ'লে যাচ্ছি। তোমার তখন কাজ ঢের ক'মে যাবে, দেবু।"

দেবু কি ক'র্‌তে এসেছিল, তখুনি বেরিয়ে গেল। সারাটি দিন আর দেবুর দেখা নেই। কমল বুঝল—সে ভারি অন্যায় ক'রেছে। কিন্তু সত্যি কথা ত'! সন্ধ্যের সময় সে ডাক্‌ল—"দেবু"।

দেবু এল। মুখখানা বড বিষণ্ণ।

"সারাটি দিন এস নি কেন, দেবু?"

"বড্ড মাথা ধ'রেছিল।"

বটে ! কমলের মতন তোমারও মাথাধরাটা হাতধরা হ'ল নাকি, দেবু ?

"এখন ক'মেছে ?"

"হ্যাঁ" ।

"একটু নানালা থাবে ? কমে যাবে' খন ।

"না, থাগ্‌গে ।"

"দুটো একটা হার্‌মোনিযামের গৎ বাজাও দিকি, সেরে যাবে—"

দেবু এবার তার কাতরদৃষ্টি তুল্‌ল কমলের মুখের পানে—সে কি তাকে ঠাট্টা ক'র্‌ছে ! গৎ বাজালে মাথাধবা সারে !

কমল কিন্তু ঠাট্টা করে নি । সত্যিই—গৎ বাজালে মাথাটা ছেড়ে যেতে পারে । —া ছাড়া, তার গলার স্বরে বড়ই মিষ্টি একটা দরদ মাথানো ছিল । দেবুর "নতুন চোখে" বা কাণে সেটা এড়ায় নি নিশ্চয় । গৎ বাজানো কিন্তু হ'ল না ।

"আমি চ'লে গেলে, তুমি আমাকে চিঠি লিখবেত', দেবু ? তুমিত' লিখতে শিখেছ ।"

আবার চলে যাবার কথা !

এবার কমল চেয়ে দেখল'—দেবুর ঠোঁট দুটো কাঁপ্‌ছে !

কি অন্যায় তার ! আদর ক'রে দেবুর চিবুকখানা ধ'রে ব'ল্‌ল—

"লক্ষীটি, চ'লে যাবো ব'লেছি ব'লে, তোমার কষ্ট হ'য়েছে ! আর বল্‌ব না । এখান থেকে চ'লে যেতে আমারও ভারি কষ্ট হবে, সত্যি !"

দেবুর সেই নতুন কাণটি ধ'রিয়ে দিলে—কমলের ও কথাটা সত্যি, খুবই সত্যি । একটা কি কাজের ছুতো ক'রে দেবু বেরিয়ে গেল । আপনার সেই ঘরটিতে গিয়ে দুয়োর বন্ধ ক'রে মাদুর্গার পটের কাছে হাঁটু গেড়ে গিয়ে ব'স্‌ল ।

কি একটা অব্যক্ত যে বেদনা ও পুলক যুগপৎ তার ভেতরে ডামাডো'ল ক'রছিল, তা কে বুঝিয়ে দেবে, ফুটিয়ে তুলবে ?

আমাকে—এই দীনাহীনা অনাথা অন্ত্যজের মেয়েকে—ছেড়ে যেতে কমলবাবুর কষ্ট হবে, সত্যিই হবে !

হা, ভগবান্ !

আর তার নীরব প্রার্থনায়, মায়ের পায় আত্মনিবেদনে, আমরা বাধা দেব না।

ওদিকে—কমলের অবস্থাটা ঠিক যে কি, বলা শক্ত। দেবুর ওপর যেটা তার টান, সেটা যে আর কেবল মমতা বা দরদ নয়, তা সেও বোধ হয় এতদিনে একটু একটু বুঝেছে। সেই তুখোন রঙ্গীন ল্যাভেণ্ডার গন্ধমাখা চৌকো চিঠি তাকে শেষ পর্য্যন্ত এ বোঝায় সাহায্য ক'রেছে।

প্রথম চিঠিখান পায় মহাষ্টমীর দিন দেবুকে নিয়ে অঞ্জলি দিয়ে আসবার পর। সে চিঠিখানা হয়ত' একটা রঙ্গীন কোয়াসা দিয়ে তাকে ঘিরেই ধ'রেছিল—তাকে বেরিয়ে প'ড়বার ফাঁক দেয় নি। কিন্তু সে অন্তরে অন্তরে বুঝেছিল—এটা যতই রঙ্গীন হোক, এটা কোয়াসা ; আর, এটা যতই আচ্ছন্ন ক'রে ধরুক্, এর ভেতরে তার সুস্থির হ'য়ে থাকা চলবে না, বেরিয়ে প'ড়বার ফাঁকও হয়ত' খুঁজে পেতে হবে ! অঞ্জলি দেবার সময় কি একটা যেন স্নিগ্ধ আলোকে সে মুক্তিপথের একটা হদিশ পেয়েছিল। কিন্তু সে মুক্তির পথে হাঁটবার সাহস সে তখনও সঞ্চয় ক'রে উঠতে পারে নি। সে পথ তাকে নিয়ে দাঁড় ক'রিয়ে দিতে চাচ্ছিল একটা নদীর ভাঙ্গনে-কাটা কূলের উপরে ! দেবুর হাত ধ'রে সে সেই নদীর ভাঙ্গন তুফানে ঝাঁপিয়ে প'ড়বে, এ আশা সে ক'রতে পারে নি। আর, দেবুরই হাতে কি তার ধরতে হবে ? দেবু না আর কেউ ? তা এখনও সে জানে না, ঠিক করে নি।

দ্বিতীয় পত্রখান যখন এল, তখন সেই রঙ্গীন কোয়াসা ভেঙ্গে গেল, স'রে গেল। ফাঁক—মুক্তির পথ—বেরিয়ে প'ড়েছে। ঐ যে!

কিন্তু যেতে গেলে যে পা ব'সে যায়, চেষ্টা ক'র্‌তে গেলে যে আরও ব'সে যায়! সে কি তবে চোরাবালিতে প'ড়েছে!

দেবু দাঁড়িয়ে র'য়েছে ঠিক তার মুক্তিপথের মুখটিতে—তার দিকে হাত বাড়িয়ে। সে যদি কোন গতিকে আপন হাতখান বাড়িয়ে তার হাতখান শক্ত ক'রে চেপে ধ'র্‌তে পারে, তবেই তার পরিত্রাণ, তার মুক্তি, তার শান্তি, তার সব।

কিন্তু তার হেঁচকা টানে দেবুই যদি চোরাবালিতে প'ড়ে যায়, তা হ'লে দুজনেই ডুব্‌বে যে!

দ্বিতীয় পত্রখানা পাবার পরে কমল বোধ হয় বুঝতে লাগল—সে ভেতরে ভেতরে দেবুকে ভালবাস্‌তে চ'লেছে। ভাল তাকে তার বাস্‌তেই হবে বুঝি! সেই ভালবাসাতেই তার সত্যিকার চরিতার্থতা বুঝি! সত্যিই, তাই কি?—সাম্‌নে বাধা দুটো—নিজের পায়ের তলায় সেই চোরাবালি; আর, একটা ভয়—পাছে দুজনেই প'ড়ে যায় সেই চোরাবালিতে! আরও কিছু নয়ত'?



ষষ্ঠ

কমল ক'ল্‌কাতায় এসেছে। কাশীর শেষ দু'চার দিনের কাহিনী আর আমরা শুনোবো না। এসে দেবুকে একখানা মিষ্টি চিঠিও সে লিখেছে, দেবুও ভারি সংক্ষিপ্ত মধুর তার উত্তর দিয়েছে। দেবুর চিঠিতে একটা নতুন খবর ছিল। কমল চ'লে আসার দু'একদিন পরে সন্ধ্যের ঠিক আগে সে গেছলো গঙ্গার ঘাটে। বাসায় ফির্‌লে ত্রৈলোক্যবাবু ব'ল্‌লেন—"দেবু, আর তুমি এক্‌লাটি বে'র হ'য়ো না। যখন গঙ্গায় যাবার দরকার হবে, চাকরটাকে ব'লো, সে সঙ্গে যাবে। আজ দু' তিন জন লোক—একজন তার ভেতর বাঙ্গালী ব'লে মনে হ'ল—গলির মোড়টায় দাঁড়িয়ে, তোমার দিকে ইসারা ক'রে কি যেন ফুস্ ফাস্ পরামর্শ আঁটছে, দেখ্‌লাম! কাশী বড় কঠিন ঠাঁই মা। সাবধান থাকা ভাল।" দেবু তাই শুনে ভাব্‌ল—চোর ডাকাত? তার আর নেবে কি? তাইত—গলায় তার সরু হার গাছাটা আছে যে—যেটায় তার মাদুলি বাঁধা—। সেইটেত' কেড়ে নিতে পারে! তাই, দেবু সেই হার গাছাটা খুলে ত্রৈলোক্যবাবুর হাতে দিয়েছে। তিনি একটু হেসে বল্‌লেন—"তা রাখবে, রাখ, মা। কিন্তু তবুও একলাটি বেরিও না। সাবধান থেকো।" দেবু সাবধানেই আছে, কিন্তু, সে বুঝতে পারে না, আর তার ভয়টা কিসের!

হাবা মেয়ে!

ক'ল্‌কাতায় কমল যখন ফিরে এল, তখনও সে তার সেই চোরা-বালিতে ধস্তাধস্তি ক'র্‌ছে। সে চোরাবালি থেকে সহজে সে উঠতে

পারছে না। তা থেকে উঠবার জন্যে দেবুকে শক্ত ক'রে চেপে ধ'রতে তার ভয় হয়।

ভারি মুস্কিলের অবস্থা!

তবে, একটাতে তার আর বেশী সংশয় ছিল না—তার অন্তর ভেতরে ভেতরে একটা নতুন দিকে মোড় ফিরছে, আর—সেই দিকটাতেই র'য়েছে তার মুক্তি, আশা তৃপ্তি, শান্তি, যা কিছু!

কিন্তু সে দিকটা কখনও কি তার "বাস্তবের" সীমানা স্পর্শ করবে?

আদর্শ সুন্দর ও শোভন যেটি, পরম বাঞ্ছিত যেটি, সেটা যে অনেক সময়ই স্বপ্নই র'য়েই যায়, বাস্তবের ভেতর তাকে যে খুঁজে পাওয়া যায় না!

দেবুর প্রেম—সেটা না হয় সেই বাঞ্ছিতই হ'ল, কিন্তু দেবুর সঙ্গে মিলন?

সেটা কি কখনও সম্ভব হবে? আর—আর—সেটা কি বাঞ্ছনীয়?

এদিকে চোরাবালি তাকে ডুবিয়ে মারতে চাচ্ছে, কিন্তু সে, যতই ধস্তাধস্তি করুক, যতই চেয়ে থাকুক সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তার মুক্তির রমণীয়, স্নিগ্ধ উজ্জ্বল তটটির পানে, তার, শেষ পর্য্যন্ত, চোরাবালিতে ডুবেই মরতে হবে না কি?

আদর্শ প্রেম, আদর্শ মিলন একটা চমৎকার জিনিস। কিন্তু ক'জনার জীবনে সেটা সত্যি হ'য়ে রূপ পেয়েছে, প্রাণপ্রতিষ্ঠা পেয়েছে?

দেবুর ওপর একটা সত্যিকার গভীর টান নিয়ে, অথচ, এই রকম ধারা একটা সংশয়, একটা আলোড়ন, একটা ভয় নিয়ে সে ক'লকাতায় ফিরে এল।

এই সংশয়টকু, ভয়টা তার না থাকলে কি হ'ত বলা যায় না, হয়ত সে দেবুকেই বিয়ে ক'রবে ঠিক ক'রে ফেলত। কিন্তু, সংশয়টা ভয়টা

ছিল ব'লে, সে কি তখনও চোরাবালিতে প'ড়ে খুঁজছিল না, যদি কোন গতিকে একটা দাঁড়াবার মতন শক্ত মাটি তার পায়ের নীচে মিলে যায়!

দেবুর সঙ্গে মিলন হবার হ'লে সেটা যার-পর-নেই সুখের হ'ত, তৃপ্তির হ'ত।

কিন্তু তা কি হবার মতো? শুধু দুটো অন্তর তাদের প্রেম-দেয়াদিয়ি ক'রেই কি চিরতৃপ্ত থাকতে পারবে? তাদের আর কিছুর ক্ষুধা নেই, আর কোন ক্ষুধা মেটাবার তাগিদ নেই? তাদের অন্য কিছুর অপেক্ষা নেই, অথবা থাকলেও, সেটাকে তারা উপেক্ষা ক'রতে পারবে?

দেবু অনাথা, একলাটি। তার দিক্ থেকে ল্যাটা কম। কিন্তু তার নিজের দিকে যে ল্যাটা বিস্তর।

উভয় সঙ্কট!

তাকে বিয়ে ক'রলে তার বাড়ী, তার সমাজ, তার স্বজনবান্ধব— এসব তাকে ছাড়্তে হবে। না বিয়ে ক'রলে—তাকে এক মিলনহীন প্রেম বুকে ব'য়েই জীবন কাটিয়ে দিতে হবে। তাকেও বটে, দেবুকেও বটে।

এ দুয়ের কোনটাকে সে বরণ ক'রে নিতে কি প্রস্তুত হ'য়েছে?

কৈ—তাত' হয় নি।

তার চাইতে, ঐ চোরাবালিতেই একটা শেষ চেষ্টা ক'রে দেখা ভাল—পায়ের নীচে দাঁড়াবার মতন একটা শক্ত জমিন মিলে যায় কি না!

দাঁড়াবার জমিন, উড়্বার জমিন নয় ত'!

প্রণয়ের আদর্শ ভাবলোকে তারও উড়্বার সাধ হ'য়েছিল, কিন্তু ডানা দুটো যে তার ভেঙ্গে গেছে; সে ডানাভাঙ্গা হ'য়ে চোরাবালিতে ধড়ফড় ক'রছে যে!

এতেই হয়ত' তাকে প'ড়ে থাকতে হবে। কাশীতে গিয়ে সে আদর্শ ভাবলোকের একটা মধুর স্বপন বুকে বেঁধে নিয়ে এসেছে, বৈত্ত নয়! সে স্বপনটা কিন্তু এত মিষ্টি, এত প্রাণারাম, যে সেটাকে চিরদিন তাকে বুকে আঁকড়ে ধ'রে থাকতেই হবে!

এই রকম মনের অবস্থাটা তার, যখন, কাশী থেকে ফিরে আসার দু'চার দিন পরে, গেল সন্ধ্যের সময় দেখা ক'র্তে—বিজয়ার সাদর সম্ভাষণটা জানাতে—তাদের বাড়ী।

কাদের বাড়ী?

চপলাদের—যার দু'খোন চিঠি সে কাশীতে থাকতে পেয়েছিল।

চপলার বাপ মিঃ ব্যানার্জ্জি কমলকৃষ্ণের প্রতিবেশী ব'ল্লেই হয়। যে সহরতলীতে কমলের বাসা, তা থেকে অল্পদূরেই মিঃ ব্যানার্জ্জির মস্ত বড় বাড়ী। তিনি অবস্থাপন্ন, সুশিক্ষিত, নব্যভাবে মার্জ্জিতরুচি। বিলেত যান নি, তবে বিলেতী আদব-কায়দাতেই, বিলেতী সভ্যতার ঢং এই তিনি চল্‌তে অভ্যস্ত হ'য়েছেন। বাড়ী ঘর দুয়োর বিলেতী ফ্যাসানেই সাজানো গোছানো। ড্রয়িংরুম, সিটিং রুম, লাইব্রেরী, বিলিয়ার্ড রুম—এসব সাহেবদের বাড়ীর অনুকরণে তাঁর বাড়ীতেও ছিল। বাড়ীর সাম্‌নে লন্—তাতে টেনিস্ কোর্ট। ইত্যাদি।

দুই মেয়ে তাঁর—প্রমীলা আর চপলা।

বড়টির বয়েস বছর কুড়ি হবে, ছোটটির উনিশের কাছাকাছি।

দুইজনেই কালেজে পড়ে। বেথুনে নয়। ছেলেদেরই কালেজে—কো-এডুকেশন।

ঘরের মটরে ক'রে দুটি বোন কালেজ আসে যায়। বোধ হয়, বি, এ ক্লাসে পড়ে তারা। দুজনে সহোদরা বোন। কিন্তু চেহারা একেবারে আলাদা। প্রমীলার সাদাসিধে গড়ন, কিন্তু ভারি স্নিগ্ধ,

সরল, অথচ গম্ভীর একটা ভাব তার মুখে লেগে রৈত! তার পড়া-শুনোর দিকে ঝোঁকও বেশী। কালেজের আর তাদের বাড়ীর লাইব্রেরীতে বইএর ভেতরেই সে ডুবে থাক্‌তে ভালবাস্‌ত'। গুম্‌রো-মুখো ছিল না। কিন্তু বেশী আমোদ-প্রমোদ, মেলামেশার দিকে সে ঘেঁষত না। অনেক সময় একলাটিই বেড়িয়ে বেড়াত'—তখন হয়ত' তাদের বড় ড্রয়িংরুমটায় একটা "পার্টি" গুল্‌জার হ'য়ে র'য়েছে।

চপলা তাকে ঠাট্টা ক'রে বল্‌ত'—"দিদি, তুমি নিশ্চয়ই আর জন্মে সেই নালন্দা কি তক্ষশীলায় ভিক্ষুণী হ'য়ে বাস ক'র্‌তে—তোমার ওপর বোধিসত্ত্বর ভ'র হ'ত!"

আর চপলা, তার নিজের ওপর কিসের ভর হ'ত?

ঐ দূর অভ্রলোকে রং বেরঙের যত সব কুহক আলো আর ছায়া, তাদেরি সঙ্গে লুকোচুরি খেলে বেড়ায় সে সব পরী, সেই পরীদের রাণীর?

সত্যি, মেঘলোকে এক রঙ্গীন আলোর ঝর্‌ণা কি মেঘ থেকে মেঘে ছুটোছুটি, লাফালাফি ক'রে বেড়ায়?

সেই হ'ল আমাদের চপলা।

মেঘের চপলার পানে চোখ মেলে চাইলে চোখ ঝ'ল্‌সে যায়, আমাদের মর্ত্তের এই চপলার পানে চাইলেও বুঝি তাই হ'ত।

সত্যিকার চলন্তিকা রূপশিখা।

চপলা—চঞ্চলা—লীলাময়ী—ক্রীড়াময়ী—হাস্যময়ী! তাতে ছটাত' আছেই, জ্বালা আছে কি না, কে জানে! মুগ্ধ সেত' ক'রেই, দগ্ধ ক'রে কি না, তাই বা কে জানে! রঙ্গিয়ে সেত' দেয়ই, মাতিয়েও দেয় না কি?

চপলার আকৃতিও যেমনধারা প্রমীলার থেকে আলাদা, তার

প্রকৃতিটাও তেম্‌নি আলাদা। হাসি, তামাসা, ফূর্ত্তি—এ সব নিয়েই সে আছে। সবই তার মোহন স্পর্শে সে চঞ্চল, অধীর ক'রে দেয়! নিজেও সে চঞ্চল, অধীর। ধরাবাঁধার মধ্যে যাবে না, গেলে হাঁফিয়ে ওঠে। থিয়েটার বায়স্কোপ, পিক্‌নিক, বোটরেস্‌, গানের পার্টি—এ সবের ভেতরেই সে তার চটুলমঞ্জু ছন্দে নেচে বেড়াচ্ছে। পড়াশুনো একেবারে যে না করে, এমন না। সুকুমার সাহিত্যে তার সত্যিকার একটা অনুরাগও বোধহয় আছে। সুকুমার শিল্পে আরও বেশী। তবে, এটা ঠিক, দিদির মতন সে লাইব্রেরীর বইএর গুহার ভেতরে ধ্যানস্থ হ'য়ে থাকৃত' না। সাহিত্য শিল্প, এ সব নিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্পে, আলোচনায় বরং তার কতকটা আগ্রহ দেখা যেত'।

গলাটা তার ভারি মিষ্টি—গান গাইতেও পার্‌ত'। দু'একরকম যন্ত্রও বাজাতে পার্‌ত' বেশ। ছবি আঁকাতেও তার হাত ছিল মন্দ না।

তবে, বোধহয়, অভিনয় শিল্পকলাটির প্রতিই তার লোভ ও আকর্ষণ বেশী বেশী ছিল।

এই গেল চপলাদের মোটামুটি পরিচয়।

চপলাদের কোয়ার্টারে এক ছোট, কিন্তু খাসা ফুট্‌ফুটে, আর ছোট্ট এক বাগান-ঘেরা বাড়ী নিয়ে প্রোফেসার কমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আজ কিছুকাল হ'ল রয়েছে। সে যে পূজোর ছুটিতে কাশী যায়, তার বছরখানেক আগেকার কথা বল্‌ছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা-গুলোতে সে গোল্ড মেডাল পেয়ে, একটা বড় কলেজে চাকরি ক'র্‌ছে। বয়েস আর কত?—এই পঁচিশ ছাব্বিশ। বেশ সুগঠন, সুশ্রী যুবা। ক'লকাতার এই বাসা বাড়ীতে এক পিসিমা ছাড়া আর কেউ নেই। বলা বাহুল্য, কমল এ পর্য্যন্ত বে করে নি।

ট্রামের মোড় বাড়ী থেকে বেশী দূর নয়। সে ট্রামে ক'রেই কলেজে যাতায়াত ক'রত। একদিন সে ট্রাম থেকে নেবে খান দুই বই বগলে ক'রে আস্তে আস্তে বাসার দিকে ফিরছে, এমন সময় এক মটরের হর্ণ পেছনে শোনা গেল। সে পাশ কাটিয়ে দাঁড়াল, মটরখানা মন্থরগতিতে পাশ দিয়ে চ'লে গেল।

সে মটরে ছিল—চপলা আর প্রমীলা। তারাও কালেজ থেকে ফিরছিল।

চপলা আর কমল—দু'জনেই দুজনের দিকে চেয়ে দেখেছিল।

তারা দুই বোনই কমলের উদ্দেশে একবার "নড্" ক'রল। তারা কি তবে তাকে জানে?

তারা কমলকে জানত'। কমলবাবু তাদেরি কালেজের প্রোফেসার। তাঁর ক্লাসে তারা প'ড়্ত না। কাজেই, কমল তাদের দেখে নি। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের সব প্রোফেসারকেই চেন্বার কথা। বিশেষ, কমলবাবু ইংলিশের বেশ নাম-করা প্রোফেসার। দু'একদিন চপলারা কমলের ক্লাশে গিয়ে ব্যাক্ বেঞ্চে ব'সে তাঁর লেক্চার শুনেও এসেছে। সত্যিই—তাঁর পড়ানোতে কেতাবী সাহিত্যের কঙ্কালগুলো, মমিগুলোও জীবন্ত হ'য়ে ওঠে।

কমল দেখ্ল—মটরটা তার বাড়ীর অদূরে ঐ বড় গেট্-ওয়ালা বাড়ীটায় গিয়ে ঢুক্ল। শুনেছিল—কে এক বড়মানুষ—মিঃ ব্যানার্জ্জি—বাড়ীটায় থাকেন। আলাপ হয় নি। আর, তাঁরা এতটা "হাই সেট্," যে নিজে যেচে প্রতিবেশী মিঃ ব্যানার্জ্জির সঙ্গে আলাপ ক'রতে যাওয়াটা সমীচীন মনে করে নি।

এ দুটি তাঁরই মেয়ে?

আর, এ দুটি কি বোন্?

তারা "নড্" ক'র্‌ল কেন, তা কমল ঠিক ধর্‌তে পার্‌ল না। তার কালেজের ছাত্রী—এও হ'তে পারে। তাদের প্রতিবেশী ভদ্রলোক সে—এও আবার হ'তে পারে।

যাক্—সেও যে উল্টে "নড্" ক'র্‌বে, তার সুযোগ পায় নি।

আর, সত্যি কথা ব'ল্‌তে—চপলার রূপ তাকে অবাক্ ক'রে দিয়েছিল!

তারপর, আরও দু'একদিন পথে দেখা হ'য়েছিল, তাদের সঙ্গে। কিন্তু, দুপক্ষ থেকে ঐ মৌন, সংক্ষিপ্ত "নড্"টুকু বই আর কোন নতুন নিদর্শন দেখা যায় নি, তাদের পরিচয়ের। এক আধ দিন, পিছনে মটর আস্‌ছে—চপলার সেই সুরের ঝর্‌ণার মত চটুল মিষ্ট হাসি শোনা যাচ্ছে। কমল মুখ ফিরিয়ে দেখে—

চপলা তখন তাদের প্রোফেসারকে দেখে তার সুরের উছল ঝর্‌ণার মুখে একটা বাঁধ দেবার চেষ্টা ক'র্‌ছে—কিন্তু—ঝর্‌ণা একটা পথে বাধা পেয়ে আর দশটা পথে ফুটে বেরুচ্ছে—চপলার উজ্জ্বল চোখ দুটো, অধর কোণ, গালের ডিম্পল—এসব তাতেই যে ঝর্‌ণাটা ফুটে ফেটে বেরুচ্ছে!

নড্ ক'রে পাস্ ক'রে যাবার সময় কি মিষ্টি হাসির রেশটি তার চোখের, মুখের কোণে!

এম্‌নি ভাবে দু'চার দিন যায়। একদিন কালেজে তার ছোট্ট ঘরটিতে সে ব'সে আছে। স্প্রিংএর ফ্ল্যাপ্ ডোরে কে এসে মৃদু করাঘাত ক'র্‌ল।

"ইয়েস্, কাম্ ইন্—এস।"

ফ্ল্যাপ্ ডোরের ফাঁকে একখানা মুখের আধখানা দেখা গেল।

কে সে?—চপলা।

চপলা নমস্কার ক'রে ঘরে এল। তার সঙ্গে আরও গুটি-দুতিন মেয়ে।

কমলের ঘরে চেয়ার আর একখানা বৈ ছিল না। তবে, একটা লম্বা হেলান-দেয়া বেঞ্চের মতন ছিল। সে তাদের ব'স্‌তে ব'ল্‌ল সেইটেয়।

তারা ব'স্‌লে পর, সে তার জিজ্ঞাসুদৃষ্টি তুল্‌ল তাদের পানে।

চপলার মুখের দিকে সে চায় নি। কিন্তু উত্তর দিল চপলাই।

"স্যার, আমরা মেয়েরা এক ড্রামাটিক্ ইউনিয়ন ক'রেছি। ইন্‌টার্ কলিজিয়েট্। আপনাকে সেটার প্রেসিডেণ্ট হ'তে হবে।"

কথা ক'টা সে যখন ব'লে গেল, তখনও কমল তার মুখের পানে পুরো তাকিয়ে ছিল না। তার ভয় হচ্ছিল—তাকালে পাছে সেই সেদিনকার মটরে নড করার সময়কার হাঁসি হাঁসি চোখদুটো তার নজরে পড়ে। আর, তা দেখে সেও যদি হেসে ফেলে! চপলাই বা ভাববে কি, আর সব মেয়েরাই বা ভাববে কি!

"প্রেসিডেণ্টের কি কর্ত্তব্য হবে? আপনাদের কোন মিটিং টিটিং হ'লে প্রিজাইড করা—বস্, এই ত?"

"শুধু তা নয়। আমাদের এই নতুন প্রতিষ্ঠানটাকে আপনাকেই চালিয়ে নিতে হবে—আমাদের এই নতুন উদ্‌যোগে আপনাকে হ'তে হবে আমাদের গাইড, আমাদের ডাইরেক্টর্।"

"কাজটা খুব সোজা নিয়ে এসেছেন, দেখ্‌ছি। আমা দ্বারা অদ্দুর হবে ব'লে ত' ভরসা পাচ্ছি নে।"

"আমরা ঢের ভেবে চিন্তে আপনার কাছে এসেছি। আপনি ছাড়া আর তেমন কাকেও আমরা দেখ্‌ছিনে। আমাদের মিটিং-এ আরও দু'এক নাম প্রোপোজ হ'য়েছিল, কিন্তু প্রায় সকলের ভোটে আপনিই মনোনীত হ'য়েছেন।"

"এজন্যে আমার ধন্যবাদ জান্‌বেন। আপনাদের যখন এতটা আগ্রহ আমাকে প্রেসিডেণ্ট কর্‌তে, তখন আর আমার ডিক্লাইন্ করা

ভাল দেখাবে না। আমি রাজি হলুম। কাজ কদ্দুর কি আমাদ্বারা হবে, বল্‌তে পারিনে। আপনাদের ইউনিয়নের সেক্রেটারি হ'য়েছেন কে ?"

আর একটি মেয়ে চপলাকে দেখিয়ে বল্‌ল—

"ইনি—চপলা। এই কালেজেরই থার্ড ইয়ারে পড়েন।"

"আর্টস্ না সায়েন্স ?"

"আর্টস্—হিস্‌ট্রি ইক্‌নমিক্স—সি সেক্‌শন্।"

"ও, তাই আপনাকে দেখি নি। আমার সি সেক্‌শন্ নেই। আপনারা—?"

কমল আর আর মেয়ে ক'টির দিকে চেয়ে প্রশ্ন ক'র্‌ল।

তারা তিনজন আর তিন কালেজের রেপ্রেজেন্‌টেটিভ্—তাদের ঐ ইউনিয়নের এক্‌জিকিউটিভ্ কমিটির মেম্বর।

"বর্ত্তমানে তা হ'লে আমাদের কি কাজ হবে ?"—কমল আবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌ল।

"সম্প্রতি একটা ইন্‌টার্‌-কলিজিয়েট রেসিটেশন্ কম্‌পিটিসন্ হচ্ছে। তাতে আমরা আপনার সাহায্য চাই। আপনাকে কষ্ট ক'রে একটু কোচিং ক'র্‌তে হবে। আর দিন পনর সময় আছে—ইউনিভার্সিটি ইনস্‌টিউটে আমাদের রেসিটেশন্ হবে। অনেকেই আস্‌বেন। এডুকেশন্ মিনিষ্টার সেদিন প্রিজাইড্ ক'র্‌বেন। আমাদের ভাল ক'রে তৈরি হ'তে হবে।"—

চপলা ব'ল্‌ল।

"কোচিংএর জন্যে আপনাকে বেশী টানাহেঁচ্‌ড়া কর্‌তে হবে না। আমাদের বাড়ীরই ড্রয়িংরুমে বন্দোবস্ত ক'রেছি। সন্ধ্যের পর সেইখানেই সব্বাই আস্‌বে। আপনি ত' আমাদের খুব কাছেই থাকেন।"

চপলা আরও বল্‌ল।

বন্দোবস্ত তাই ঠিক হ'ল।

মেয়েরা নমস্কার ক'রে উঠে গেল। কমলের চোখে অনেকক্ষণ কি একটা গোলাপী রঙের নেশা লেগে রৈল।

সেই দিনই সন্ধ্যের একটু আগে তার বাসার দোতলার বারান্দায় একখানা ইজিচেয়ারে এলিয়ে প'ড়ে আছে সে। পিসিমা তুলসীমঞ্চের চা'রধার গোময় দিয়ে লেপছেন—সেদিন বুঝি হরিল্লুট দেবেন। কমলের মনটা তখন আস্‌মানে কোন মেঘলোকে সন্ধ্যারাগরক্ত ফ্ল্যাপডোরটি বন্ধ ক'রে ব'সেছিল এক মেঘেরি গোপন কক্ষে—আর ফ্ল্যাপডোরটি একটুখানি ফাঁক ক'রে কোন্ উচ্ছলযৌবনা এক অপ্‌সরা নটী আধখানা মুখ তার ভেতরে সেঁধ ক'রিয়ে তার অনুমতি চাইছিল—"ভেতরে কি আস্‌ব ?"

"বাবু এক চিঠি—" ব'লে আনত সেলাম জানিয়ে নীচে বারান্দার কাছে এসে দাঁড়াল এক নতুন রঙ্গীন লিভারি-পরা বেয়ারা।

কমল নীচে নেবে গিয়ে চিঠিখান হাতে নিল।

ল্যাভেণ্ডার-গন্ধ-মাখানো এক রঙ্গীন চৌকো খামে চিঠি।

সে চিঠিখানা খুল্‌ল—চপলা লিখছে।

প্রথামত শিষ্টাচার জানিয়ে, আর, ড্রামাটিক্ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে তাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, চপলা তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে—সেদিন সন্ধ্যেবেলা তাদের ড্রয়িংরুমে সেদিনকার এন্‌গেজমেণ্টটি।

"বাবু, জবাব মিল্‌বে ?"—কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বেয়ারা ব'ল্‌ল।

"ও—হাঁ—সবুর কর—এখ্‌খুনি জবাব দিচ্ছি"—কি যেন একটা ক্ষণিক সম্মোহন থেকে উত্থিত হ'য়ে কমল বল্‌ল।

সে তাড়াতাড়ি গেল ওপরে জবাব লিখে দিতে। তার ড্রয়ারে কৈ ভাল চিঠির কাগজ বা খাম ত' একখানও নেই!

কেমন যেন একটুখানি অপ্রস্তুত বোধ করল সে। কা'লই এক প্যাকেট কিনে আন্‌বে। যাক্—অগত্যা—সাধারণ কাগজ আর খামেই জবাব লিখে দিতে হ'ল।—

সে তাদের দেওয়া সম্মানে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে ক'রেছে।··· সন্ধ্যার পর সাড়ে সাতটায় সে অবশ্যই যাবে তাদের বাড়ী।

যাবে ত'—কিন্তু তেমন ভাল কাপড়চোপড়ও কৈ নেই!

এদ্দিন ওদিকে সে বড় একটা খেয়াল দেয় নি।

সাদাসিধে পরিচ্ছদই ভাল। কিন্তু খদ্দরের? ঐ সাহেবি বাড়ীতে, সাহেবি আসরে? খদ্দরের ধোপ কাপড়, পাঞ্জাবী, চাদর—এসব মন্দ হবে না। তবে, জুতো জোড়াটা যে ভারি বে-মানান হচ্ছে! স্যাণ্ডেল পা দিয়েই বা প্রথম নিমন্ত্রণে যায কি করে! মেলামেশা হ'য়ে গেলে তখন না হয় চ'ল্‌বে।

যাক্—কতকটা সঙ্কুচিত ভাবেই কমল গিয়ে হাজির হ'ল চপলাদের বাড়ী—ড্রয়িংরুমের সাম্‌নে পোর্টিকোতে।

চপলা দাঁড়িয়ে আছে—ভারি চমৎকার তার

"এই যে, স্যার্, আসুন—"

নমস্কাব ক'রে সে সাদর অভ্যর্থনা ক'র্‌ল। হাতে বাঁধা সোণার রিষ্টওয়াচটার পানে দৃষ্টিপাত ক'রে ব'ল্‌ল—

"আপনি, স্যার্, খুব পাংকচুয়াল্ ত'! একেবারে কাঁটায় কাঁটায় এসেছেন!"

মুখের কোণ দিয়ে সেই দুরন্ত হাসির ঝরণাটা ফুটে বেরুতে চাচ্ছিল!

আরও ক'টি মেয়ে বেরিয়ে এল—কমলবাবুকে দেখে।

কমল ড্রয়িংরুমটায় ঢুক্‌ল। মস্ত বড় ঘর, আর পরিপাটী ক'রে, সুরুচিসঙ্গতভাবে সাজানো। মেঝেয় দামী কার্পেট। বড় এক জান্‌লার ধারে পিয়ানো। বড় বড় পেন্টিংও ক'খানা দেয়ালে র'য়েছে। তখন রেডিওতে লক্ষ্ণৌর কোন্ এক বাইজীর খাম্বাজে একখানা গান হচ্ছিল। কিন্তু শোনে কে? ঘরে এক পা'ল মেয়ে হল্লা ক'রে বেড়াচ্ছিল।

আর—শুধুই কি মেয়ে?—দু'চারটি তরুণও তরুণী বান্ধবীদের নিমন্ত্রণ রক্ষে ক'র্ত্তে এসেছেন।

এখানেও কো-এডুকেশন?

কমলবাবু ঘরে ঢুক্‌তে হল্লা একটুখানি ক'ম্‌ল। সকলে আগ্রহান্বিত হ'য়ে তাদের নতুন প্রেসিডেণ্টকে একবার দেখে নিল।

কমল এমনধারা সাজানো ড্রয়িংরুমে, তার ওপর, এমনধারা তরুণ-তরুণীদের পার্টিতে, কখ্‌খনো আসে নি। তার ভারি বাধ' বাধ' ঠেক্‌তে লাগল।

সে আবার তাদের সেই তরুণ-তরুণী-তরণীর নবীন কাণ্ডারী!

চপলা তাকে পিয়ানোর ধারে একটা কুশন-দেওয়া কোচে নিয়ে গিয়ে বসাল'।

"চা এনে দেব?"

"না, চা ত' বড় একটা খাইনে।"

"একটুখানি আইস ক্রিম?"

"না, থাক্।"

কমল বাইরে যেখানে সেখানে খায় না। ওসব বিষয়ে খুব কড়াকড়ির ভেতরেই সে মানুষ হ'য়েছে। সে নিজেও কড়াকড়ি অনেকটা বজায় রেখেই চ'লেছে।

চপলা পেড়াপীড়ি ক'র্‌ল না। পান সিগারেটের ট্রেটা কাছে এনে ধর্‌ল।

কমল এক খিলি পান তুলে নিল মাত্র।

তখনও রেডিওর বাইজীর গান চ'ল্‌ছিল। খাম্বাজ খানা শেষ হ'য়ে গেছে। একখানা হাম্বীর ধ'রেছে। বেশই গাচ্ছিল। কমলের সেদিকে কাণ ছিল। সে ভাবছিল—হাম্বীরটা শেষ হ'লে একখানা কেদারা গাইবে না, বাইজী?

বাইজীর গানের ভাষা মোটেই বোঝা গেল না। শুধুই সুরের হিল্লোল। কমলের মনে তখন দুটো সুরের নদী তাদের নিজের নিজের পর্‌দার—সারিগমের—বাঁকে বাঁকে ঘুরে ঘুরে পাশাপাশি, কাছাকাছি ব'য়ে যাচ্ছিল।

একটা হাম্বীরা, আর একটা কেদারা।

কমলের মনে দুটো জানা বাংলা গানও তখন সাবলীলগতিতে পাশাপাশি কাছাকাছি ব'য়ে যাচ্ছিল। বাইজীর সুরের ঘাটে ঘাটে আপন সুরটিকে সে তখন যাচাই ক'রে নিচ্ছিল।

ঘরে আর কারুরই বোধ হয় ওদিকে কাণ ছিল না। একটা চাপা কলরবে ড্রয়িংরুম তখন মুখরিত। প্রোফেসার কমলবাবু—তাদের প্রেসিডেন্ট—আজ প্রথম এসেছেন, তাই বোধহয় একটুখানি চাপা।

নইলে, তরুণ-তরুণীর অবাধ সম্মেলন চাপাচুপির বড় একটা ধার ধারে না। ধার্‌বেই বা কেন? বোধ হ'ল যেন একমাত্র চপলাই রেডিওএর গানে একটুখানি কাণ রেখেছে।

"স্যার, আপনার গান আসে? কি সুর গাচ্ছে ওটা? ভারি মিষ্টি ত'!"

"হাম্বীরা। আপনি গাইতে পারেন?"

"না পারাই—একটু—"

সপ্তম

তারপর থেকে ঐ উপলক্ষ্যে রোজই যেতে হয় চপলাদের বাড়ী। ক্রমে কমলের সঙ্কোচ ভেঙ্গে এসেছে। এখন শুধু যে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় যায়, এমন না। আগেও যায়, পরেও যায়। হয়ত' কালেজের ছুটির দিন। দুপুরবেলা কোন কাজ নেই। ঘরে ইজিচেয়ারটায় শুয়ে প'ড়ে একখানা টাটকা কন্‌টিনেন্‌টাল্‌ ড্রামা অথবা নভেল প'ড়ছে, এমন সময় বেয়ারা নিয়ে এল চপলার চিঠি—সেইরকম ল্যাভেণ্ডার-গন্ধমাখা রঙ্গীন চৌকো খামে চিঠি।

তিনি এ সময় একটুখানি কষ্ট ক'রে চপলাদের বাড়ী যাবেন? কোন এক ড্রামা নিয়ে একটুখানি আলোচনা করার সুযোগ পেলে চপলা সুখী হ'ত! যদি আজ ছুটির দিন তিনি আরাম ক'রে শুয়ে প'ড়ে থাকেন, তবে তাঁকে আর বিরক্ত ক'র্‌বে না। ভরসা আছে—য তাই হয়, তবে তিনি চপলার এ চাপল্যটুকু ক্ষমা ক'র্‌তে পার্‌বেন।—

এই গোছের চিঠি!

অবশ্য, এ সমন উপেক্ষা কমল কোনদিন ক'র্‌তে পারে নি।

এইরকম মধ্যে মধ্যে হ'ত।

দুপুর বেলা—যেখানে লাইব্রেরীতে দিদি পড়াশোনা ক'র্‌ছে সেখানে নয়—তার নিজের ছোট সিটিং রুমটায়—সে কমলবাবুর অভ্যর্থনা ক'র্‌ত।

কত মিষ্টি যে সে দুপুর বেলাগুলো, তা আর বলার নয়।

চপলা সে খাসা শিষ্টশান্ত লক্ষ্মী মেয়েটি হ'য়ে গুরুজীর সঙ্গে এই নিঝুম দুপুরবেলাগুলো কাটাতো, তা নয়।

সেরকম বাদীই নয় সে!

প্রত্যেক দিনের মেশায়, আলাপনে একটা আশ্চর্য্য-করা, মোহিত-করা বৈচিত্র্য, অভিনবত্ব তার থাকৃত'। যেন এ শিল্পে তার একটা স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভা আছে!

কোনদিন কমল গিয়ে দেখ্‌ল—

সে তুলি দিয়ে এক ছবি আঁকৃছে—কত নিবিষ্টচিত্তে। যেন তার আসাটি সে মোটে টেরই পায় নি।

কমল পেছন থেকে দেখছে—

ছবিটাকে বেশী ক'রে, না, সে আঁকৃছে তাকে বেশী ক'রে?

যে আঁকৃছে, সে অবশ্যি ছবির চাইতেও স্বন্দর। কিন্তু—এ অদ্ভুত ড্রেস কেন তার? কোন এক মধ্যযুগের চিত্রশালায় হাতে তুলি ধ'রে শিক্ষানবিশী ক'রৃছে নাকি?

না—না—মধ্যযুগ বোধ হয় নয়। সেই আদিযুগে—যেদিন রাজা তুষ্মন্ত তুর্ব্বাসার শাপে স্মৃতিটি হারিয়ে শকুন্তলাকে উপেক্ষা ক'রৃলেন—পরে একদিন অভিজ্ঞান হাতে প'ড়তেই মনে প'ড়ে গেল—তখন এক নিপুণিকা চিত্রকরী এসে শকুন্তলার এক আলেখ্য লিখে দিয়ে গেল—তাই দেখে রাজা চোখের জল মোছেন, আর কতকটা ধৈর্য্য ধ'রে থাকেন—

শকুন্তলার আলেখ্যটি লেখবার বায়না নিয়েছিল কি আমাদের চপলা?

কোন্ এক দূর অতীতযুগের নিপুণিকা চিত্রকরীর সাজে সেজে সে লেগে গেছে তার আলেখ্যটি ফুটিয়ে তুল্‌তে?

আইডিয়াটা পেল কোত্থেকে?

অবনীন্দ্র ঠাকুরের চেলারা কেউ কি তাকে মডেল দেখিয়ে দিয়েছেন?

মাথায় তার খেলে ত' বেশ !

পিছন ফিরে কমলবাবুর পানে তাকিয়ে প্রথমে, নিমেষের জন্তে, মুখখানা তার রাঙা হ'য়ে যায়। কিন্তু, একটি মাত্র নিমেষের জন্তে। তার পর, তার সেই লোল, চপল, মিষ্টি হাসির ঝর্ণার মুখ খুলে যায় !

কি খিল্ খিল্ ক'রে মিষ্টি তার হাসি !

"আজ আপনাকে সার্প্রাইজ ক'র্ব ভেবেছিলুম—"

সার্প্রাইজ সে ক'রেছে, নিত্যিই করে।

"অসম্পূর্ণ র'য়ে গেছে, কিন্তু, তাতেও কম সার্প্রাইজ করেন নি। চমৎকার ছবি আঁকেন ত' আপনি ! আমেচার, কোথাও শিক্ষে করেন নি, তবু এমন ? এ ডিজাইনটে পেলেন কোত্থেকে ? ভারি অরিজিনাল আর চমৎকার ত' !"

কমল ছবির দিকে চেয়ে ব'লছিল বটে, কিন্তু জ্যান্ত ছবিখানার সাজগোজের ডিজাইনটেই তার লক্ষিত ছিল।

আর, চপলা তাকে সার্প্রাইজ ক'র্বে ভেবেছিল কি দিয়ে ?

সে কেমন ছবি আঁক্তে পারে, তাই দেখিয়ে, না—বেমালুম চুপি-চুপি সে একখানা ছবি শেষ ক'রে ফেলেছে, তাই দেখিয়ে, না—

নিজেই আজ, কেমনধারা, নিজেকে সাজিয়ে সে ছবি আঁক্তে লেগে গেছে, তাই দেখিয়ে ?

আঁকা ছবির তারিফ সে ক'র্ল, কিন্তু কমলের সব চাইতে মুগ্ধকরা বিস্ময় হ'য়েছিল আজ—তার ছবি আঁক্তে বসার সাজের আর আয়োজনের ভঙ্গী দেখে।

আর একদিন কমল এসে তার ঘরটাতে উপস্থিত।

কেমন যেন একটা এস্রাজের করুণ কোমল টান শোনা যাচ্ছে, না ?

ঘরের পর্দাখানা আস্তে আস্তে স'রিয়ে কমল ভেতরপানে তাকিয়ে দেখল—

ওমা—ভেল্কি না কি !

ঘরের চেয়ার টেবিল কোচ, গালিচে, এসব কোথা গেল ? ঘরের ভেতর কতকগুলো ফুলের টব এমনভাবে সাজানো যে, দেখলে মনে হয় একটা নীপকুঞ্জ টুঞ্জ !

একটা কালো পাথুরে রঙের কাপড় দিয়ে ঢেকে একটা পাহাড়ের মতন ও কি একটা ঐ তৈরি হ'য়েছে, না ?

কুঞ্জটার মাঝখানে গেরুয়াবসন, রুদ্রাক্ষমালা প'রে কে এক তরুণ তাপসী বীণাবাদন কর্‌ছেন, না ?

কমল থম্‌কে দাঁড়িয়ে অবাক হ'য়ে দেখছে—

বীণা, রুদ্রাক্ষের মালা, এসব ভো'ল ফেলে দিয়ে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে দাঁড়াল—চপলা !

"আজকে আর একভাবে আপনাকে সার্‌প্রাইজ ক'র্‌ব ভেবে ছিলুম—"

"কিন্তু এসব ক'রেছেন কি ? গেরুয়াবসন, রুদ্রাক্ষের মালায় বেশ দেখাচ্ছিল, কিন্তু।"

"আমারও বেশ লাগছিল, যতক্ষণ আপনারা না দেখে ফেল্‌লেন। আপনারা দেখেছেন, আর এ ভো'ল ভাল লাগছে না। যাক্—কি সেজে ছিলুম বলুন ত' ?"

"ঠিক ধ'র্‌তে পারি নি। কোন নাটকের ভূমিকা ?"

"কাদম্বরী পড়তে পড়তে হঠাৎ খেয়াল গেল—মহাশ্বেতার মতন আচ্ছোদ সরোবরের তটে কুঞ্জচ্ছায়ায় ব'সে বীণার তারে প্রিয়তমের শোকটা ফুটিয়ে তুল্‌ব। সাহিত্যে যে জিনিষটে আমাকে বেশী আপিল্

ক'রে, সেটাকে হয় অভিনয়ে, নয় চিত্রে, নয় গানে যতক্ষণ না ফুটিয়ে তুলতে পারি, ততক্ষণ কিছুতেই সোয়াস্তি হয় না আমার !"

এই রকম কোনদিন সে নিজেকে ওফিলিয়া, কোন দিন মিরন্দা, কোন দিন বা মালবিকা—এই রকম একটা ভূমিকায় সাজিয়ে অনুপ্রাণিত ক'রে নিত। আর, কক্ষটার আবেষ্টনীটাকে সে যথাসম্ভব সেই সেই ভূমিকার সঙ্গে সুসঙ্গত ক'রে নিতে চাইত।

এ দুয়েতেই সে একটা অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিত।

আর, এইটেই বিশেষ ক'রে কমলকে তার দিকে আকৃষ্ট করছিল। রূপের টান ত' আছেই, কিন্তু শুধু সে টানে কুলোত' না, যদি সে তার আর্ট-প্রতিভার পরিচয় দিয়ে কমলের ভেতর যেটা সব চাইতে বড় তাগিদ, সেটাকে নিজের অভিমুখীন ক'রে না নিতে পারত।

কমল যে আর্টের রসে মজ্‌গুল—তার টানে সে পাগল!

আর, আর্টে কমলের অধিকার ও সামর্থ্যও অসামান্য।

কাজেই, মণিকাঞ্চনসংযোগ হ'য়েছে !

পথ যখন দেখাল' চপলা নিজে, তখন সে পথে এগিয়ে পড়তে কমলের আগ্রহ সুপ্রচুরই হ'ল।

সে চপলাকে উৎসাহ ত' দিতই, তা ছাড়া, নানারকম আলোচনা দ্বারা, সজেস্‌চান্‌ দ্বারা, এবং হাতে কলমে ক'রে দেখিয়েও, সে চপলার আর্ট-প্রতিভাকে বিকশিত, এবং তার আর্ট-সাধনাকে অগ্রসর ক'রে দিতে যত্ন ক'রত।

কিন্তু এই কাজটি ক'রতে গিয়েই সে নিজেকে চপলার সঙ্গে সব রকমে বড্ড নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ফেলছিল।

তাতে ক্ষেতিই বা কি ?

চপলার রূপ, চপলার গুণ, চপলার আর্ট—এর জুড়ি মিল্‌বে কোথায় ?

সব দিক্ দিয়েই চপলার সঙ্গই কি তার শ্রেয় নয়, প্রেয় নয় ?

তার নিজের তুর্দ্দমনীয় আর্টের ক্ষুধা চপলার মত সঙ্গিনী না পেলে কি মিট্‌বে ?

চপলা আজ মহাশ্বেতা সাজার যে কৈফিয়ৎটা শোনাল', তার নিজের জীবনেও ঠিক ঐ কৈফিয়ৎটাই সে সর্ব্বতোভাবে যথার্থ ক'রে তোলার কামনা করে না ?

সাহিত্যে অনেক কিছু সুন্দর সে পায়, পেয়েছে। সেগুলো যতক্ষণ সে তার গানে, কবিতায়, অভিনয়ে, চিত্রে না নিজস্ব ক'রে রূপ দিতে পারবে, প্রাণ দিতে পারবে, ততক্ষণ সে কি মনে ক'র্‌বে—তার সেই সুন্দরকে পাওয়া হ'য়েছে ?

কবি বা দার্শনিক ধ্যানে যেটাকে পেতে চায়, শিল্পীও তার কণ্ঠে, তার যন্ত্রে, তার তুলিতে, তার অভিনয়ে, নটনে ঠিক সেইটিকেই কি পেতে চায় না ? সে তার নিজস্ব ক'রে, ঠিক আপনারটির মতন ক'রে পেতে চায়। সেই রকম ক'রে না পেলে কি পাওয়া ? কেবল কেতাবী সৌন্দর্য্য, কেবল পরিকল্পিত রূপ, কেবল কাণে ধরা-পাওয়া বাণী তাকে কখনই তৃপ্ত ক'রে, নিশ্চিন্ত ক'রে রাখ্‌তে পার্‌বে না।

সে সাহিত্যের রসবস্তুটিকে নিজের ভেতরে রূপ দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, ভাষা দিয়ে, ছন্দ দিয়ে জীবন্ত ক'রে পেতে চায়।

আর, সেই রকম ক'রে পাওয়াই হ'ল আর্ট।

চপলা ও কমল তুজনেই এই আর্টকেই তাদের সকল অন্তর দিয়ে কামনা ক'র্‌ছে না কি ?

এইজন্যে, বেশ একটা আকর্ষণ সৃষ্টি হ'ল চপলার ওপর কমলের।

আর, কমলের ওপর চপলার ?

তা জানি নে। বেশ ? জাননা কেমন ? জানিইনে ত !

তারা কিন্তু দুজনেই দুজনার গুরুজী হ'য়েছে। কমলের ছবি আঁকায় লোভ ছিল—এদ্দিন হ'য়ে ওঠেনি। চপলা তার হাতে তুলি দিয়েছে।

কখনো বা সে তার সুন্দর আঙ্গুলগুলো দিয়ে 'কমলের আঙ্গুল চেপে ধ'রে, তার তুলিকার প্রথম ব্রীড়া ও স্পন্দনটি ভেঙ্গে দিত !

দিতে গিয়ে, সেই চলন্তিকা রূপশিখা কমলের এতটা গা ঘেঁসে আসত, যে, তার তাতে কমলের ধমনীগুলোর সবখানি রক্ত কেমন যেন একটা উষ্মা পেয়ে চঞ্চল হ'য়ে বেড়াত'।

আর, সে বহ্নিশিখার এমন রূপ, এমন বাণী, এমন ভঙ্গী, এমন সুরভিগন্ধ !

কমলের আঙ্গুল তখন আরও কেঁপে যেত'—উল্টো উৎপত্তি হ'ত !

চপলা খিল্ খিল্ ক'রে হেঁসে বল্ত'—

"একি ক'র্লেন ? বড্ড কেঁপে গেল যে !"

অভিনয়ে, কবিতায়, গানে গুরুজী হ'ত কমল।

কোনদিন হয়ত' মালবিকা সেজেছে চপলা। আকাশে মেঘের ঘটা দেখে ওদিকে যেমন ময়ূর ময়ূরী নাচ্‌বে, তেম্‌নি আবার তাই দেখে, বিরহিণী মালবিকার কাজল আঁখি সজল হওয়া চাই ত !

নৈলে যে কাব্যই মাটি !

কাজেই, চপলাকে চোখে কাজল দিয়ে আস্‌তে হ'য়েছে ! কাজল আঁখি মানে কি তাই ? শুধুই কর্ম্মধারয়, না, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় ?

কে জানে বাপু কি !

বেশ ক'রে বড় আয়নার ধারে ব'সে চোখে কাজল লাগিয়ে এসেছে

সে! কাজলের দু'একটা স্বস্থানচ্যুত রেখা সে বিধুবয়ানে পাছে কলঙ্ক-লেখা হ'য়ে যায়, সেই ভয়ে, অতি সন্তর্পণে রুমালের কোণ দিয়ে সে চোখ দুটোর আশপাশ আর গালদুটো মুছে এসেছে। কলঙ্কলেখা বোধ করি আর নেই। কিন্তু ঘসার চোটে যে বিধুবয়ান একটা ফুটন্ত বড় গোলাপ হ'য়ে গেছে!

ঘরে ঢুকতেই কমলের সঙ্গে চাওয়া-চায়ি!

আর যাবি কোথা! কাজল আঁখি সজল হওয়া প'ড়ে মরুগ্—হেঁসেই আকুল!

সে হাসি ফেটে বেরুচ্ছে কাজল আঁখি দুটো দিয়েই বেশী বেশী!

কেননা, মালবিকার পীত ক্ষৌমবাসের অঞ্চল দিয়ে ঢাকা ছিল সে বিধুবয়ানের আধখানি।

এম্‌নি ক'রেই অভিনয় হচ্ছে বুঝি?

যাক্—সাম্‌লে নিয়ে মালবিকার ভূমিকাটি সে ব'ল্‌বে ব'ল্‌বে ক'র্‌ছে, এমন সময় কমল এল এগিয়ে।

মেঘ উঠেছে—ময়ূর ময়ূরী ডাক্‌ছে—রেবা নদীর জলে লহরে লহরে বীণা বেজে উঠেছে—এ সময় উদাস হাওয়াটি কি কোন্ দূর গিরিকান্তারের ছায়ায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে না কি? ভাল আক্কেল যা হ'ক্—এই কি তার ঘুমের সময়? যত কদম-কেতকী-ফোটা উপবন থেকে তাকে সদ্যঃস্রুত গন্ধপ্রলেপ চ'নে আন্‌তে হবে না? না আন্‌লে আজ বিরহিণী মালবিকা বাঁচবে কি ক'রে?

আর, সে যখন ঘুম থেকে জেগে গন্ধের ডালাটি তার নিয়ে ছুটে আস্‌বে, মালবিকার বিরহপ্রসাধনে, তখন মালবিকার ভাবটা, ভঙ্গীটা কি হবে, তাই কমল একবার ভেবে নিল!

ভূমিকাটার ঠিক স্পিরিটে না ঢুক্‌তে পার্‌লে কি আর অভিনয়?

কি ভেবে কমল এল এগিয়ে চপলার ধারেই।

এসে হাতখানা দিয়ে তার সিঁথির দু'একটা সুবিন্যস্ত অলকদাম সে সরিয়ে নড়িয়ে আলুথালু, উচ্ছৃঙ্খল চূর্ণকুন্তল ক'রে দিলে!

"ওকি হচ্ছে—যান্" ব'লে চপলা একটু হেঁসে স'রে গেল।

"বেরানদীর কূলে এখন জোর হাওয়া উঠেছে। এ জোর হাওয়ায় আপনার সিঁথির চুলগুলো একটু আধটু উল্‌ঢুল্ হ'য়ে যাওয়া চাই যে! নৈলে বেমানান হবে।"

কমল আর্টের কি গোপন অন্তঃপুরেই গিয়ে ঢুকেছে!

চপলা একটুক্ষণ অবাক্ হ'য়ে তার দিকে তাকিয়ে থেকে, হি-হি ক'রে হেসে পালিয়ে গেল ঘর থেকে।

সেদিনকার ভূমিকাটি মাটি! হায়! গরজী আর্টিষ্ট!

কোন দিন অর্গানের ধারে ব'সে চপলা একটা নতুন সুর বাজাচ্ছে। দেশ আর সুরট—এই দুটো রাগিণীর কোন্ কোন্ পরদায় তফাৎ তাই হয়ত' শিখে নিচ্ছে। কমল ঠিক পেছনটিতে দাঁড়িয়ে আছে তার। চপলার সম্মুখে র'য়েছে স্বরলিপি খোলা। তবু কেন যেন আজ আঙ্গুল তার ঠিক পরদাগুলোতে প'ড়ছে না।

কমল খানিকক্ষণ মুখেই ভুল ব'লে দিতে লাগল—ওটা গা নয়, পা; ওটা কড়ি নয়, কোমল।

তবু কেমন যেন গোল হ'য়ে যায়!

তখন, অগত্যা কমল তার ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে নিজের আঙ্গুল দিয়ে পর্দাগুলো টিপে দেখিয়ে দিতে লাগল।

লাগল ত'—কিন্তু আঙ্গুলের ডগায় কি তার ঝড়ের ঝাপটা লেগেছে?

খরপরশা এক তটিনীর জলে নুয়ে-পড়া বেতসলতার ফেঙড়াটির মতন তার আঙ্গুল অত কাঁপছে কেন?

কখনও বা হঠাৎ যেন পঙ্গু হ'য়ে, অনড় হ'য়ে একটা ঘাটে থেমেই বা যাচ্ছে কেন? তটিনীর বারিসঞ্চারী কোন এক মীনদম্পতি খেলা করতে ক'রতে এসে লতাটির ডগা হুমড়োয় দুজনে চেপে ধ'রেছে নাকি—কেউ কারুর কাছ থেকে কেড়ে নিতে দেবে না?

সত্যি—কমল সুর দেখিয়ে দিতে গিয়ে চপলার ঘাড়ের 'পর দিয়ে যেখানটায় ঝুঁকে প'ড়েছে, সেটা যে এক খরপরশা নদী—রূপে, গন্ধে, স্পর্শে, ভঙ্গিমায়, লাবণ্যে, সেটা যে উছলে উথলে তর্তর্ ক'রে ব'য়ে যাচ্ছে! ক্ষুরের মতন ধার তার স্রোতের টানে, মদিরের মতন নেশা যে তার লহরের স্পর্শে!

অমন খরপরশা নদীর বুকে অমন ক'রে কি নুয়ে পড়তে আছে, ওগো অধীর পিয়াসী তরুণ আর্টিষ্ট!

নদীর ও কুহকনীরে গা-ঢাকা দিয়ে সত্যিই ত' এক মীনদম্পতি খেলে বেড়াচ্ছে! একটা সোহাগ ক'রে ডাকছে—এস, এস আরও স'রে এস, কাছে এস। আর একটা রাগ ক'রে বলে—ছিঃ ছিঃ এত কাছে ঘেঁসে আস্‌তে হয়, স'রে যাও।

এ দোটানায় প'ড়ে তুমি থম্‌কে র'য়েছ? আঙ্গুল আর পর্‌দার ঘাটে ঘাটে স'বে না!

চপলা মুখ তুলে কমলের মুখের দিকে চেয়ে সেই তার অপূর্ব্ব হাসির কলধ্বনিতে কক্ষটি মুখর ক'রে তোলে!

কেমন খ'য়ে বাঁধনে পড়ে গেছ যাদু!

চপলা ঝেড়ে উঠে পড়ে, চেয়ার থেকে।

"আপনিই ব'সে বাজিয়ে দেখিয়ে দিন। আমার কেমন যেন আস্‌ছে না।"

আর তার ওস্তাদজীটিরই বুঝি আস্‌ছিল?

কোন্ এক অপরূপ রূপ, গন্ধ, স্পর্শ, লাবণীর মদিরধারায় পিয়াসী হ'য়ে নুয়ে প'ড়েছিল এতক্ষন সে। এইবার, যেন সোজা হ'য়ে স্বস্থানে ফিরে আসে!

পিয়াসা তার মিটেছে, না বেড়েছে?

"আজকে থাক্। আজকে আমারও কেমন যেন আস্‌ছে না।"—সে যেন কেমন থত'মত' খেয়ে বলে।

সাক্রেদের ভুলে ভুলে যাবে তুমি, এ কেমনধারা ওস্তাদ, গুণী কলাবৎ তুমি?

চপলা হাঁসতে হাঁস্‌তে স্বরলিপির বই বন্ধ ক'রে ফেলে, অর্গান আট্‌কে ফেলে।

"চলুন, আজ না হয় আর্টগ্যালারিতে যাই, নতুন কোন ছবি এসেছে কি না!"

আমরা আর তাদের সঙ্গে সঙ্গে আর্ট গ্যালারি পর্য্যন্ত নাই-ই বা গেলুম।

এক একদিন তাদের সিটিংরুমে ছোট আলোচনার বৈঠক বসে। বাইরের কেউ নেই—তারা দুজনে, আর প্রমীলা। সে পড়াশোনা নিয়েই ডুবে থাকত' বেশী, তবে, এক একদিন বৈঠকে যোগ দিত।

আর্ট আর আর্টের সংক্রান্ত লিটারেচার্—এই নিয়েই তাদের কথাবার্ত্তা।

আলোচনায় দেখা যেত' দুই বোনের দৃষ্টির "এঙ্গলে" বেশ একটুখানি তফাৎ আছে। একটুখানি মৃদু রকমের তর্কাতর্কিও হয়ত হ'য়ে যেত'।

এই যে মহামানবের বিচিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষা-বেদনাময় জীবন, এরই জলে সুকুমার আর্ট হয়ত' একটা পদ্মেরই মতন ফুটে র'য়েছে। ভাক্তি

সুন্দর সেটা—নিশ্চয়ই। চপলা সেইটেরই পানে লোলুপদৃষ্টিতে চেয়ে রৈত—মনে হ'ত যেন সে তার সবখানি আগ্রহ দিয়ে হাত বাড়িয়ে র'য়েছে ঐ পদ্মটাকে আপন হাতে আপন ক'রে পাবার জন্যে।

কিন্তু প্রমীলার মেজাজটা যেন কতকটা অন্যরূপ।

সেও পদ্মটার খুবই তারিফ করে সন্দেহ নেই। কিন্তু মহামানবের অন্তরের গভীর অন্তস্তলে ঐ আর্টের পদ্মটা তার যে গোপন নালটা প্রসারিত করে রেখেছে—যে নালটাতে তার উদ্ভব, তার বিকাশ, তার স্থিতি—সেই নালটার একটা সত্য পরিচয় পেতে সে যেন বেশী উৎসুক। যা হতে আর্টের প্রাণ, যাতে আর্টের প্রতিষ্ঠা—যেটাকে বাদ দিলে আর্ট একটা রঙ্গীন স্বপ্ন, একটা জমকালো আকাশকুসুম—সেটাকে প্রমীলা কিছুতেই ভুল্‌তে দেবে না।

মানুষের ব্যক্তিত্বের, তার সমাজের যেটা প্রসূতি-আগার, যেটা সাধনক্ষেত্র, সেটার সঙ্গে সজীব ও সত্য সংযোগ রেখেই আর্ট গড়তে হবে, পেতে হবে।

মানুষের নীতি, মানুষের ধর্ম্ম, মানুষের সদাচার যুগ যুগ ধ'রে সেই প্রসূতি-আগারের আব সাধনক্ষেত্রের একটা পরিকল্পনা ক'রে আস্‌ছে।

আর তার ভেতর থেকেই সত্যিকার প্রাণবন্ত আর্টের প্রসব হ'য়েছে —হ'য়ে আস্‌ছে।

সে পরিকল্পনাটাকে ভেঙ্গে রমার ক'রে দিয়ে, "শুধু আর্টের জন্যে আর্ট"—এই রকম ধারা ভুঁইফোড় আর্ট পয়দা ক'র্‌তে গেলে আর্টের বীভৎস কঙ্কালটা পাওয়া যাবে, তার জীবন্ত প্রতিমাখানা নয়, আর্টের বিকৃত, কুৎসিত ভাঙ্গচানিটা মিল্‌বে, কিন্তু প্রকৃত মনোজ্ঞ স্বরূপটা মিলবে না।

এইজন্যে, প্রমীলার মতে, আর্টের প্রতি "অতিলোভ" ভাল নয়।

অতিলোভে আর্ট নষ্ট হ'য়ে থাকে। "অতিলোভ" মানে তাই, যেটা টপ ক'রে সেই না'লটি থেকে পদ্মটাকে ছিঁড়ে নিয়ে, সেটাকে হাতে ক'রে রগড়ে, বুকে পিষে, তার সৌরভটুকু, মধুটুকু, লাবণ্যটুকু নিঃশেষে নিঙড়ে বের ক'রে নিতে চায়।

আর্ট কি টল্‌টলে পাকা আঙুরের থকা?

আঙরের রসও টাট্‌কা হ'লেই ভাল। গাছ থেকে এক-একটি আঙর পাড়', আর মুখে দাও।

কিন্তু রস নিঙ্‌ড়ে নিয়ে গিয়ে, বোতলে পুরে, ভাপে রাখলে তা থেকে যে মাতাল-করা উগ্রমদের সৃষ্টি হয়!

"মাতাল-করা ছাড়া মদের আর কিছু কি কাজ নেই, দিদি?"—চপলা জেরা তুলিল।

"আছে, কিন্তু শুধু সেই কাজটুকু ক'রিয়েই যে তাকে ছেড়ে দেয়া যায় না, তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না।"

"সে দোষ কার? তার—না, যে তাকে ব্যাভার করে?"

"কিন্তু জিনিষটে যদি এমন হয় যে, ব্যাভার ক'র্‌তে গেলেই মাত্রা ঠিক রাখা যায় না, তাল ঠিক রাখা যায় না, তবে সে জিনিষটে সুবিদের বলা যায় না, চপলা।"

"তুমি কি আর্ট জিনিষটেকেই সুবিদের নয়, ব'ল্‌তে চাও দিদি?"

"তা কে ব'ল্‌বে? তবে, তার মাত্রা, তার তাল, তার ছন্দ ঠিক থাকা চাই। ব্যক্তির ও সমাজের জীবনে, ভাবে, চিন্তায়, বেদনায় ও সংস্কারে যে সব বড় বড় বাঁধন—নীতি ব'লে, সদাচার ব'লে, ধর্ম্ম ব'লে—চ'লে আস্‌ছে, সেগুলো খুলে দিয়ে বা আল্‌গা ক'রে দিয়ে, আর্টকে স্বাধীনতা দিতে গেলে, সে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচার হবে, তার গতি নটের গতি না হ'য়ে মাতালের গতি হবে।"

"কিন্তু কোন্‌গুলো বড় বড় বাঁধন—সত্যিকার ছন্দের বাঁধন—আর কোন্‌গুলো শুধুই জড়তার বাঁধন, জুলুমের বাঁধন, বাত-পক্ষাঘাতের বাঁধন, তাত' এখনও সাব্যস্ত হয় নি, দিদি।"

"একেবারেই হয় নি, এটা ঠিক নয়। আসল আসল মাম্‌লায় হ'য়েছে। যাক্—অতদূর ডিবেটেব্‌ল গ্রাউণ্ডে গিয়ে কাজ নেই। আমার সংক্ষেপে কথাটা এই—আর্টের সাধনা কর, কিন্তু আর্ট ফর্ আর্ট'স্ সেক্ এই নীতিতে অতি গোঁড়ামি, অন্ধ গোঁড়ামি ভাল নয়। আর্টকে সমাজের লাইফের সঙ্গে যুক্ত রেখেই সাধন ক'র্‌তে হবে।"

"যারা আর্ট নিয়ে পাগল হ'য়ে র'য়েছে, তারা কি লাইফ্ থেকে বিচ্ছিন্ন? সকল সাধনাই কি একাগ্র, একনিষ্ঠ হ'য়ে ক'র্‌তে হয় না? বিক্ষিপ্ত হ'লে, দো-টানা হ'লে কোন সাধনাই হয় কি?"

"অর্থাৎ, তুমি বল্‌তে চাও—যে তার ভেতরে একটা প্রেরণা, একটা তাগিদ বুঝ্‌তে পেরেছে, সে গিয়ে আর্টের ভেতরেই একান্তভাবে নিজেকে ঢেলে দিক্—তার অন্য কিচ্ছু ভাব্‌বার দরকার নেই। তার সেই একান্ত সাধনাতেই সে আর্টকেও লাইফ্ এনে দেবে, বিশ্ব-মানবের যেটা লাইফ্, সেটাকেও উপচিত, সমৃদ্ধ ক'রে দেবে?"

"হাঁ, আমি তাই ব'ল্‌তে চাই।"

"ফর্ এক্‌জাম্‌পল্?"

"ফর্ এক্‌জাম্‌পল্, যদি কোন পুরুষ বা নারী তাঁর ভেতরে সত্যিকার প্রেরণা পেয়ে শুধু আর্টিষ্টই হ'তে যায়, বিয়ে না করে, সন্তানের বোঝা, সংসারের বোঝা ঘাড়ে না নিতে চায়, তবে, তাতে ক্ষেতি হবে না। তার সেই সেল্‌ফ ডেডিকেসন দিয়েই আর্টও লাইফ পাবে, সমাজও লাইফ পাবে।"

"অবশ্যি, সে যদি আর্টের সাধনা ক'র্‌তে গিয়ে নীতি, সদাচার, ধর্ম্ম,

এ সবের ছন্দের বাঁধনগুলো মেনে চলে, তা হ'লেই। এটা তুমি মেনেছ ত ?"

"কোন্‌গুলো সত্যিকার ছন্দের বাঁধন, আর কোন্‌গুলো শুধুই বন্ধের বাঁধন, তা নিয়ে আমি এখনও সিওর্ হ'তে পারি নি, পার্‌ছি নে! তা হ'লেও, তোমার কথাই মেনে নিলুম—আর্টিষ্ট শুধু আপন পছন্দ-মাফিক্ ছন্দ নয়, তোমার ঐ বড় বড় ছন্দগুলোও মেনে চল্‌বে। কিন্তু, সে হবে একান্তভাবে আর্টিষ্ট—আর্টিষ্ট সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী। তা নৈলে, তা দিয়ে বড় একটা কিছু হবে না।"

"কথাগুলো বেশ গুছিয়ে ব'লেছিস্, চপলা। আমিও তোর কথা মেনে নিচ্ছি—সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী চাই। সে হবে সংসার-ভোলা, আপন-ভোলা। নয় ?"

"সংসার-ভোলা ত' বটেই, আপন-ভোলা এক বিশেষ অর্থে।"

"বেশ। আমার প্রশ্ন দুটি—প্রথম, যে তার ভেতরে প্রেরণা বুঝেচে, সেই হবে ত' ? কিন্তু ঠিক যদি না বুঝে থাকে, তবে ? আর, সংসার-ভোলায় যদি গোড়ার ভুলটাই হ'য়ে থাকে—সে যদি সংসারকে ভুল্‌তে না পেরে থাকে, তবে ?"

"তখন সে ভুল শোধরাবে। আর্টের জন্যে নিজেকে এক্‌সপেরিমেণ্ট করায় যে স্যাক্রিফাই , যে রিস্‌ক, সেটার জন্যে তাকে প্রস্তুত থাক্‌তে হবে।"

"যদি ভুল যখন ভাঙ্গল, তখন দেখে, ভুল শোধরাবার আর উপায় নেই, টু লেট্ হ'য়ে গেছে, অথবা ভুলের ভেতরেই বড্ড বেশী জড়িয়ে পড়া গেছে, আর এড়াবার যো নেই, তবে ?"

"সে একটা মস্ত বড় রিক্‌স—কিন্তু আর্টের দেবতার অর্চ্চনা কর্‌তে গেলে, এ মানসিকটেও গোড়াতে ক'রে রাখতে হবে।"

"এ রিক্সে না যেয়ে তোমার ঐ দেবতার অর্চ্চনার উপায় নেই?"

"যাতে দেবতার বর মেলে, এমন অর্চ্চনা তা নৈলে হবে না।"

"ইতিহাস কি বলে? যারা বড় বড় আর্টিষ্ট, তারা সবাই সন্ন্যেসী হ'য়েছিল?"

"বাইরে না হ'লেও, মনে। তাতে বাইরের সঙ্গে চিরদিন একটা অবনতি ক'রে চ'ল্তে হ'য়েছিল। তার চেয়ে, বাইরেও সংসার টংসারের হাঙ্গামগুলো না জড়ালেই ভাল হ'ত।"

"কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত' তাই। সব ক্ষেত্রেই কি তাই?"

"অনেক ক্ষেত্রেই।"

"আচ্ছা, তাই না হয় হ'ল। দু'চার স্থলে এমনও দেখা যায় নি—আর্টিষ্ট সংসারী হ'য়েও বড় আর্টিষ্ট হ'য়েছেন?"

"ঠিক মনে প'ড়ছে না। যদি বা হ'য়েও থাকেন, তবু সকলের প্রকৃতি ত' একই ছাঁচে ঢালাই হয় নি।"

"তোমার নিজের কোন্ ছাঁচটা?"

"পার্সোনালিটিজ্ না হ'য় থাক্, দিদি।"

কমল ডিবেটিং ক্লাবের প্রেসিডেণ্টটির মত চুপ ক'রেই ব'সেছিল। শেষের বক্তৃতাটিও আপাততঃ তাকে ক'র্তে হ'ল না। সে এটা অবশ্য লক্ষ্য ক'র্ল—চপলা শুধু আর্ট ভালবাসে এমন নয়; আর্ট সম্বন্ধে তার একটা ফিলজফিও আছে। আর, চপলা তার দিদির তলোয়ারের চোকা চোকা প্যাঁচগুলো কি চমৎকারই না "প্যারি" ক'র্ল! নিজের কোর্টে সেও দেখছি—খাসা খেলোয়াড়!

কিন্তু শেষের ঐ পার্সোনালিটিজ্টুকু? ওটার একটা উত্তরের জন্য কমলেরও আগ্রহ ছিল না?

অষ্টম

পার্‌সোনালিটিজ্‌ নিয়েই ত' যত মুস্কিল !

চপলাকে যতটা গুরুগম্ভীর ভাবে তর্ক ক'র্‌তে দেখা গেল, ততটা গাম্ভীর্য্য অবশ্য সে সচরাচর নিজের ভেতরে আন্‌তে পার্‌ত না। একেবারে ঠংরী, আড়খেমটার তালে সে সব সময় পা ফেল্‌তে অভ্যস্ত না থাকুক্‌, একেবারে চৌতাল, ধামারের তালেও পা ফেল্‌তে সে মোটেই অভ্যস্ত ছিল না।

সাধারণতঃ গুরুগম্ভীর গোছের আলোচনা তার ভাল লাগ্‌ত না। একটুক্ষণ তার ভেতর থাক্‌তে হ'লে সে হাঁফিয়ে উঠ্‌ত।

কিন্তু আজকে—প্রমীলার সঙ্গে ?

খালি একটা জিনিষে আলাদা ব্যবস্থা। আর্ট সম্বন্ধে তার আঁতে ঘা দিয়ে কেউ কথা বল্‌লে, সে চুপ করে থাক্‌তে পার্‌ত না, অথবা সেটাকে হেঁসে উড়িয়ে দিতে পার্‌ত না। আর্টে যেমন তার প্রবল অনুরাগ ছিল, সে সম্বন্ধে তার একটা একান্ত-অঙ্গীকৃত ফিলজফিও ছিল। তার অনুরাগটাকে "অতিলোভ," "অতি গোঁড়ামি" এসব বল্‌বে বল; কিন্তু তার ফিলসফিটাকে হাল্কা ক'রে দেবে তোমরা, তা সহজে সে হ'তে দেবে না। তখন সে শক্ত হ'য়ে, গুরুগম্ভীর হ'য়ে সেটাকে চেপে ধরে। আততায়ীর কাছ থেকে বিহগী যেমনধারা আপন নীড়টিকে তার পাখনা দিয়ে, চঞ্চু দিয়ে আগুলে ধরে !

তখন সে মরিয়া হ'য়ে লড়াই করে। আর, যে মরিয়া হ'য়ে লড়াই করে, তাকে হঠানো শক্ত।

সত্যিই—ঐ একটা জিনিষে তার আঁট বজ্রদৃঢ়, তার দরদ অসামান্য। কিন্তু বোধ হয় ঐ একটা জিনিষেই।

যে একাগ্রতা, একনিষ্ঠার কথা সে বল্‌ছিল, সেটা যে তার ঐ একটা জিনিষে আছে, তা মান্‌তেই হবে।

সেও তবে তার আর্টের জন্যে সন্ন্যাসিনী, সর্ব্বত্যাগিনী হতে প্রস্তুত হবে ?

কে জানে !

কমল এই প্রশ্নটা নিয়ে মনে তোলাপাড়া কর্‌ত।

চপলার বাবা মিঃ ব্যানার্জ্জি তাঁর মেয়েদের প্রাণতুল্য ভালবাসিতেন। বিশেষ, সুন্দরী, সৌখীনা, মার্জ্জিতরুচি চপলাত' তাঁর নয়নের মণি। মেয়েদেব কোন সাধই তিনি পারতপক্ষে অপূর্ণ রাখতেন না। প্রমীলার সাধ আহ্লাদ ফুরিয়ে যেত কতকগুলো বই আজ ম্যাগাজিন কেনাতে। কিন্তু চপলার সাধ যে অফুরন্ত !

সে সাধের বহ্নিতে ইন্ধন যোগাতে মিঃ ব্যানার্জ্জি কসুর কর্‌তেন না। কিন্তু ইন্ধন সে বহ্নিকে আরও জাঁকিয়ে তুল্‌ত।

তাতে মিঃ বানার্জ্জির আপশোষ ছিল না। বরং আনন্দ পেতেন। মেয়ের তাঁর আর্টে প্রতিভার সাড়া তিনি পেয়েছিলেন।

সে সাড়া পেয়ে শুধু যে মুগ্ধ হয়েছিলেন, পুলকিত হয়েছিলেন, এমন নয়, আশান্বিত হয়েছিলেন, মুক্তহস্ত হয়েছিলেন।

তার নানা রকমের সাজ পোষাক, সাজ সরঞ্জাম এ সব জুগিয়ে তিনি তার আর্ট সাধনাকে পরিপুষ্ট, নিরঙ্কুশ ও স্বচ্ছন্দগতি ক'রে দিয়েছিলেন।

ওসব দিক্ দিয়ে অনুযো[illegible]ার কিছু তিনি চপলাকে কোন দিনও পেতে দেন নি। ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে যে দিন তাদের রেসিটেশন প্রতিযোগিতা হ'ল, সেদিন তাঁর মটরে করেই চপলাকে

নিয়ে গেছলেন। চপলার নামের টিকিট-মারা জয়মাল্য আগে থাকতেই যেন নির্দ্দিষ্ট ছিল। তার ক'মাস পরে হল অল্‌ইণ্ডিয়া রেসিটেসন য়ূনামেণ্ট সকল ইউনিভার্সিটি থেকেই প্রতিনিধি এসেছিল।

সেদিনকার প্রতিযোগিতাতেও চপলা অবিসংবাদিতরূপে শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ ক'র্‌ল। আর আর যারা ব'লেছিল, তারাও বেশ ব'লেছিল—ক'লকাতার পক্ষ থেকে কমলবাবুর কোচিং সুন্দরই হ'য়েছিল বল্‌তে হবে—কিন্তু চপলার পার্‌ফর্‌ম্যান্স সব্বাইকে অবাক্ ক'রে দিলে, তাক লাগিয়ে দিলে।

এত নিখুঁতভাবে সুন্দর, এত অপূর্ব্বরূপে চমৎকার!

তার একটা স্বভাবসিদ্ধ, সহজ প্রতিভা আছে—এটা তেম্‌নি সহজে সকলের কাছে আদৃত হ'য়েছিল, যেমন সহজে প্রতীত হ'য়েছিল তার অতুলনীয় রূপলাবণ্য।

মিঃ ব্যানার্জ্জির বুকখানা ক'হাত ফুলে উঠেছিল সেদিন!

চপলা সেদিন নেমেছিল কোন এক প্রসিদ্ধ ড্রামার কোন কোন সিলেক্ট সিনের এক প্রধান ভূমিকায়। ড্রামাটিক্ পার্টস্ শুধু নয়, ট্যালেণ্টও শুধু নয়—যাকে ব'লে জিনিয়াস্—সেইটে তার যে আছে—এটা প্রতিপন্ন হ'য়ে গেল।

তাদের এই যশের একটুখানি ভাগ কমলের ন্যায়সঙ্গতরূপেই প্রাপ্য, এবং সেটুকু সে পেয়ে আনন্দিতও হ'য়েছিল

তবে ক'লকাতার আর আর মেয়েদের সম্বন্ধেই তার কের্‌দানিটা কিছু বেশী, চপলা সম্বন্ধে তার কের্‌দানি অপেক্ষাকৃত কম। চপলা আপনাদের ধারেই বেশীর ভাগ কেটেছে।

সে জন্যে তার মন খুঁৎ খুঁৎ করে নি।

সে তাদের মটরে বাড়ী ফেরে নি। ট্রামে ক'রে একলাই ফিরে

এসেছে। কাপড়-চোপড় ছেড়ে বারান্দায় সেই ইজি চেয়ারটায় এলিয়ে প'ড়ে আছে। তখন একটুখানি রাতও হ'য়েছে। নিরালা রাত্রি।

তার চোখের সাম্‌নে ভাস্‌ছিল কে?—চপলা?

হাঁ—সেই বটে।

কিন্তু আশ্চর্য্য—কমলের বুকের কোন্ গোপন গুহা থেকে একটা যুক্ত, সম্মিলিত বেণী ভেঙ্গে তিনটে রশ্মির ধারা ব'য়ে আস্‌ছে যে!

একটা ধারা ভারি চমৎকার রঙ্গীন—ইন্দ্রধনুর সব ক'টা রঙ তাতে ফ'লেছে নাকি?—তারি মাঝখানে একটা ফোটা ফুলের পাঁপড়িগুলো বিছিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে র'য়েছে কে?—চপলা, না? ফুলটার পাঁপড়িগুলো কি আগুন? তাকানো যায় না যে!

সেই রঙ্গীন মদির স্রোতে কমল দেখল সে ভেসে যাচ্ছে—বেজায় টানে ভেসে যাচ্ছে—সেই—তারির আসন—আগুনের পাঁপড়ি-ওয়ালা ফুলটার পানে!

সে যত এগিয়ে যায়, ও তত পেছিয়ে যায়!

সে যতই ধরি ধরি করে, ও তত পালিয়ে যায়, এড়িয়ে যায়, খিল খিল ক'রে হেঁসে!

তার ত' পালাবার উপায় নেই—বুকের ক'গাছা নাড়ীর খেই যে তারির হাতে তুলে দেয়া হ'য়েছে!

আর একটা ধারা রঙ্গীন নয়—স্বচ্ছ নীল, গভীর—আর এক দিক্ দিয়ে ব'য়ে গেছে। আলো সে দিক্‌টায় কম। আগেকার সেই তড়িৎ ধারায় ব'য়ে গিয়ে তার চোখ ঝ'ল্‌সে গেছে ব'লে কম ঠেক্‌ছে নাত'?

এ ধারাটার ওমুড়োয় আবছায়ার মতন কি একটা দেখা যাচ্ছে, না?

একটা আশ্রমের মতন একটা কিছু হবে। তাতে একটা গাছতলায় কে ব'সে র'য়েছে, নয়?

ঠিক্ চিন্‌তে-পারা গেল না, প্রমীলার মতন একজন কেউ হয়ত' হবে। প্রমীলা, না, আর কেউ?

আর একটা ধারা বুকের ঠিক মাঝখান থেকেই বেরুচ্ছে—স্নিগ্ধ উজ্জ্বল, প্রসন্ন মধুর!

কিন্তু বুক থেকে বেরিয়েই সেটা যেন আবার গোপন হ'য়ে গেছে!

সে ধারাটির বুকে যে কি ভাস্‌ছে, তা দেখা যাচ্ছে না!

মনে হয় যেন, ঐ তীক্ষ্ণোজ্জ্বল রঙ্গীন ধারা, আর ঐ স্বচ্ছ গভীর প্রশান্ত ধারা—তুটোই তাদের মুখ ফিরিয়ে মাঝখানের ঐ গোপন ধারাটাতেই আবার মিশে এক হ'য়ে যাচ্ছে।

ঠিক নজর হয় না কিন্তু কিচ্ছু।

কতক্ষণ ধ'রে কমল যে এই আলেখ্যখানা দেখল, তার হিসাব রাখে নি।

এটা কি "ভিশন্", না, একটা হ্যালুসিনেসন্—"দিবা" স্বপ্ন?

কমল তার মার মুখে শুনেছে, কত ঠাকুর দেবতার কাছে মানত ক'রে পরিণত বয়সে তাঁরা তাকে লাভ করেন। তাঁদের গুরুদেব ব্রহ্মচারী ঠাকুর না কি ব'লতেন—

এই জাতকের অনেক সময় দিব্যদৃষ্টি হবে।

এর আগেও জেগে জেগে সে কখন কখন অদ্ভুত ছবি সব দেখেছে। সে সব ছবির মানে সে বোঝেনি। সে সব তাকে আশ্চর্য্য ক'রে দিত, কিন্তু সে সব নিয়ে সে বড় একটা মাথা ঘামায় নি!

দিব্যদৃষ্টি বলেই বা কাকে?

আজকের এই ছবিখানা কি? এটারই বা ইন্‌টারপ্রিটেশন্—মানে—সে যে কি দেবে, তাত' ভেবে পায় না!

কোন একটা মানেই বা এর আছে কি?

চপলার প্রতি টান—এটা অবশ্য তার আছে আর লুকোনো নেই। সে স্পষ্টই এটা বোঝে—দিন দিন বুঝতে পার্‌ছে।

কিন্তু সে টানটা বিশ্লেষণ ক'রে সে এতদিন দেখেনি।

দুজনাই আর্ট-পাগলা—আর্টে সামরস্য, সমবেদনা—এইটেই কি কৈফিয়ৎ ?

মগজ রুখে ব'ল্‌তে যায়—হাঁ তাই, তাছাড়া আর কি !

কিন্তু বুকটা যেন একটু ম্লান হাসি হেঁসে বলে—তাই নাকি ! তাতেই এদ্দুর হ'য়েছে ! তা আর হ'তে হয় না !

ম্লান হাসি কেন ?

ম্লান এইজন্যে যে, কমল বুঝতে পারে নি যে, চপলারও তার ওপর অনুরূপ একটা টান আছে।

টান আবাব অনুরূপ বিরূপ কি ?

কমল আর্ট ভালবাসে, আর্টের চর্চ্চা করে ; চপলাও আর্ট ভালবাসে, আর্টের চর্চ্চা করে। এই যে দুজনাব ভালবাসার ও সাধনার একটা সমান বস্তু, সেইটেই তাদের পরস্পরের প্রতি টান এনে দিয়েছে। থিংস্ হুইচ আর্ ইকোয়াল্ টু দি সেম্ থিং, আর ইকোয়াল্ টু ওয়ান্ এনাদার্। বস্—

কমলের নিজের বেলা, "বস্" নয়। আরও কিছু আছে। এদ্দিন সে বিশ্লেষণ ক'রে দেখেনি, তবু আছে। কমল চপলার দিকে ঝুঁকেছে, শুধু তার আর্টটুকুর জন্যে নয়।

কিন্তু চপলার বেলা ?

ঐ আর্টটুকুর জন্যেই—তাদের উভয়ের ভালবাসার একটা সমান বস্তু আছে, এই জন্যেই—চপলার কমলের ওপর টানটা নয় কি ?

আরও কিছু যে আছে বা থাক্‌তে পারে, তা কমল এখনও ধর্‌তে বুঝতে পারে নি।

প্রশ্নটা মনে তার উঁকি ঝুঁকি মার্‌তে সুরু ক'রেছে কিন্তু।

তার জন্যে তার ভেতরে একটা অস্বস্তিকর আলোড়নও আস্তে আস্তে মাথা তুলে জেগে উঠ্‌ছে।

কিন্তু যাগ্‌গে সে কথা।

ঐ রঙ্গীন ধারা—আগুনের পাঁপড়ি-ওয়ালা ফুলের পাদপীঠ—তার ওপরে চপলা অমনধারা তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছে—এটার ভাল ক'রে মানে সে কিন্তু বুঝল না।

ধারা দুটোর মোটামুটি একটা মানে ক'রে নিয়েছিল।

তার ভেতরে দুটো ভাব পাশাপাশি র'য়েছে—একটা মিষ্টিকের ভাব, আর একটা আর্টিষ্টের ভাব।

একটা তাকে টেনে নিয়ে যায় সুন্দরের যেটা বাইরের রূপ—মানুষে, শিল্পে, অথবা প্রকৃতিতে—তারির দিকে। সে রূপের ক্ষুধা সে কোনমতে অস্বীকার কর্‌তে পারে না। বাইরে রূপ, গন্ধ, শব্দ, রস, স্পর্শ—এ সবের বস্তুতে অথবা সন্নিবেশে মধুর একটা কিছু ফুটে উঠ্‌লেই, তাকে তার দিকে লোলুপ হ'তে হবে, আকৃষ্ট হ'তে হবে।

চপলার দেহে, প্রকৃতিতে, আকাঙ্ক্ষায় ও সাধনায় এই মধুর যে বড় স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠেছে! সে দিকে লোলুপ না হ'য়ে সে পারে না।

কিন্তু আর একটা ভাব তার ভেতরে, তার দৃষ্টি ও রসলিপ্সা—এ দুটোকেই অন্তর্মুখী ক'রে দিতে চায়।

তার তাগিদে সে বাইরের রূপলোক হ'তে ডুব মেরে একটা নিগূঢ় ভাবলোক বা ধ্যানলোকে গিয়ে খুঁজে দেখতে চায়, পেতে চায়—

সত্য, শিব, সুন্দরের যেগুলো মূল ছাঁচ—আদর্শ—সেইগুলো।

এ ভাবটাও সে ঠিক বুঝতে পারে, ধ'রতে পারে নিজের ভেতরে। কিন্তু এর নির্দ্দেশ তেমন স্পষ্ট, এর প্রেরণা তাদৃশ বলবতী, এখন পর্য্যন্ত সে আপনার ভেতরে দেখতে পায় নি।

এ ধারার ও মুড়োয় র'য়েছে একটা আশ্রম, প্রমীলাদেবী? না—?

হ'তে পারে! কে জানে!

প্রমীলাদেবীর মুখে চোখে, কথাবার্ত্তায় "মিষ্টিসিজমের" একটা দীপ্তাঞ্জন সময় সময় লেপা থাকৃত'—কমল লক্ষ্য ক'রেছে। সেটাও তাকে "এপিল্" করৃত।

তবে, চপলার টানের কাছে, এটা তেমন একটা কিছু নয়।

আর, মাঝখান থেকে ঐ যে গোপন ধারাটা ব'য়ে যাচ্ছে—ওটা কমলের ধারণায় এখনও গোপনই র'য়ে গেল।

তার ভেতরে মিষ্টিক্ আর আর্টিষ্ট—এই "ডুয়াল পারসোনালিটি"—ছুটো স্বতন্ত্র ব্যক্তি—বাস ক'রছে।

এ ছুটোকে কোন রকমে তাকে মিলিয়ে নিতেই হবে? না মিলুতে পারুলে তার স্বস্তি নেই, তৃপ্তি নেই, চরিতার্থতা নেই!

কিন্তু কোথায়, কেমন ক'রে এ ছুটো মিল্বে? কেউ যে কারুর তোয়াক্কা রাখে না! যাক্—এ সব ভাবের বিশ্লেষণ যাগ্‌গে।

কমল কতক্ষণ ওভাবে ইজিচেয়ারে ব'সে ছিল, ঠিক রাখে নি। সেই চপলাদের বেয়ারা নিয়ে এল চিঠি—রঙ্গীন চৌকো ল্যাভেণ্ডার-গন্ধ খামে।

চপলা লিখছে—কমলবাবু, একটিবার রাত্তিরে আস্‌বেন না? কি সুন্দর এক সেট্ বই আর ফোটো-এল্‌বাম প্রাইজ পেয়েছি আমি, তা একবার রাত্তিরেই এসে দেখে যাবেন না? ড্রামাটিক্ ও সিনেমা আর্টের ওপর বই আর ফোটোগুলোন্। একসঙ্গে না দেখলে তৃপ্তি হচ্ছে না যে!

কমল যখন চপলার কক্ষে গেল, তখন সে নিবিষ্টমনে সেই ফোটো আল্‌বামের পাতাগুলো উল্‌টুচ্ছে। সেদিনকার সভায় তার বিজয়গৌরব তার স্বাভাবিক অপরূপ রূপের ছটার চা'রধারে যেন একটা হ্যালো—দীপ্তিমণ্ডল—রচনা ক'রে রেখেছে!

তার নিত্য পরিচিত কক্ষটাতে ঢুকেও কমল যেন থম্‌কে দাঁড়াল—তার যেন ভয় হ'তে লাগল—ঐ দীপ্তিমণ্ডলটা ভেদ ক'রে কি ক'বে সে চপলার ধারে যাবে!

সে যে একটুক্ষণ আগে তার জাগা-স্বপ্নে দেখছিল—রক্ত অগ্নিশিখাব পাপড়িগুলোর ভেতরে পাদপীঠ পেতে কে যেন এক স্বর্গের উর্ব্বশী দাঁড়িয়ে র'য়েছে, তার বুকের যত সব স্নায়ুতন্তুগুলোর খেই হাতে ধ'রে—একবার তাকে কাছে টেনে নিয়ে, আব একবার তাকে দূরে ঠেলে দিয়ে—সেই উর্ব্বশী কি এখনও খোলে নি তার অঙ্গের সেই রঙ্গীন আলোর ওড়নাখানি, স্বপ্নলোকের আসর থেকে গভীর নিশিতে ফিবে এসে আপন আবাস কক্ষটিতে! এখনও খোলেনি তার কবরী থেকে মন্দারের শ্রেষ্ঠ রূপদক্ষের হাতের তৈরি পারিজাত মালাটি?

এই রকমধারা একটা স্বপ্নের ভেতরি কি খুঁজে পেয়েছিলেন মহাকবি তাঁর বিক্রমোর্ব্বশী পরিকল্পনার গোপন উৎসটি?

"এই যে আসুন। দাঁড়িয়ে রৈলেন যে! দেখুন, সত্যি—কি চমৎকার এ ফোটোগুলো! আপনাকে না দেখালে আমার যে তৃপ্তি হচ্ছিল না! রাত্তির ক'টা? দশটা বেজে গেছে? ও—আপনাকে কষ্ট দিয়ে এ সময় টেনে আন্‌লুম!"

"না—না—কষ্ট আর কি!"—কমল কেমন যেন থতমত খেয়ে বল্‌ল।

"কষ্ট হ'লেও সেটুকু দূর ক'রে দিতে পারব এই ছবিগুলো দেখিয়ে, সে ভরসা আমি করেছিলুম।"

কমল এর উত্তর আর কি দেবে? সে ব'সে প'ড়েছে চপলার ঠিক পাশেই একখানা নরম চেয়ারে, আর দৃষ্টিটা তার মেলেছে খোলা আল্বামের পাতার ওপর।

তার পাশেই প্রকৃতি আর আর্ট দুজনে যোট্ ক'রে যে আল্বামটা তৈরি ক'রে বসিয়ে রেখেছে, সেটার পানে দৃষ্টি তার তুল্তে আর সাহস করে নি।

"এ ফোটোটা কি বলুন দেখি!"—চপলা তার সোণার রিষ্ট-ওয়াচ-বাঁধা হাতখানা দিয়ে একটা ছবির তলার লেখাটা চেপে ধ'রে জিজ্ঞেস্ ক'র্ল।

"উদয়শঙ্করের গন্ধর্ব্ব নৃত্য—তা আর ব'ল্তে বেগ পেতে হ'বে কেন?"

"আচ্ছা—এটা?"

"শ্রীরাধার নৃত্য—স্পষ্টই ত' দেখা যাচ্ছে!"

"সব নাচগুলো আপনি ঠিক ঠিক ধ'রে ফেল্তে পারেন? আমি কোন কোনটা না ব'লে দিলে ধ'র্তে পারিনে।"

সব নাচ কমলই কি ধ'র্তে পারে, পেরেছে? অন্ততঃ তার স্বপ্নের উর্ব্বশীর নাচটিত' সে এখনও ধ'র্তে পারে নি। তাজা রক্তের মা আগুনের পাঁপড়িগুলোর ভেতর দাঁড়িয়ে, তার বুকের যত তারগুলো ধ'রে, তালে তালে ছন্দে ছন্দে টানাটানি ক'রে, ঐ যে তার ধরা-দেয়া পালিয়ে-যাওয়া, লুকোচুরির নাচটা? ওটা কিসের নাচ?

কমলের ভেতর থেকে একটা গভীর অস্বস্তির অস্ফুট দীর্ঘশ্বাস বেরিয়েছিল!

চপলা সেটুকু শুনতে পেয়েছিল কি না, বল্‌তে পারি না। তবে সে এল্‌বাম থেকে চোখ দুটি তার তুলে নিমেষের তরে কমলের মুখের 'পরে ফেলেছিল।

"কমলবাবু, আজকে আপনাকে কেমন টায়ার্ড টায়ার্ড দেখাচ্ছে।"

"সামান্য একটুখানি ক্লান্ত বোধ হয় হ'য়ে থাক্‌ব।"

"তা হ'লে—আপনাকে রাত্তিরে এখানে টেনে এনে কি ঠিক ক'রেছি? আপনি হয়ত' এতক্ষণ শুয়ে প'ড়তেন।"

চপলা আবার তার চোখ দুটি তুলে কমলের মুখের 'পর স্থাপিত ক'র্‌ল! কমল তার দৃষ্টি এড়িয়ে, কেমন যেন অপ্রতিভতের সুরে বল্‌ল—

"না—না—শুয়ে পড়বার মতন ক্লান্তি টান্তি কিছু হয় নি। আপনি আজ আমাকে কষ্ট দেবার কথা বার বার ব'ল্‌ছেন কেন?"

চপলা তার সেই সোণার রিষ্ট-ওয়াচ-পরা হাতখানা একবার রাখল কমলের হাতের কবজির পরে।

"কিন্তু—সত্যিই—আজকে আপনাকে একটুখানি কেমন কেমন দেখাচ্ছে যেন!"

তার সুরে এমন একটা চাপা কোমল পর্‌দা বেজেছিল, যেটা কমলের কাণে নূতন। কমল একটু হেঁসে বল্‌বার চেষ্টা কর্‌ল—কৈ, সেত কিছু টের পায় নি—চপলা কি থট্‌রিডিংটাকেও তার আর্টের তালিকাভুক্ত করে নিয়েছে?—

হাঁস্‌ল বটে, কিন্তু হাসিতেও তার কি একটা করুণ গোপন বিষাদের আবেগ দেওয়া ছিল। চপলার কাণে সেটা এড়ায় নি। চপলা তার হাতখানা তখনও সরিয়ে নেয় নি, কমলের হাতের কবজির পর থেকে। সে কিন্তু স্পষ্টতঃ প্রতিবাদ ক'র্‌ল না—কমলের ভাবের ঘরের চুরিটে তাকে ধরিয়ে দিল না!

খুব মৃদু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল—

"আমি আমার আর্টের ভেতর ডুবে থাকৃতে পারি, আপনি পারেন না, কমলবাবু ?"

তাকে এমনি ক'রে পাশে—না, শুধু পাশটিতে হ'লেই তার মন উঠবে কি ?—তাকে সর্ব্বতোভাবে আপনার ক'রে নিকটে—পেলে, সেও বোধ হয়, যদ্দিন জীবন, আর্টের ভেতর ডুবে থাক্‌তে পারে !

মুখে বল্‌ল—

"আপনার মতন আর্টে একটা ট্রান্সের মতন তন্ময়তা আমার হয় না, চপলা দেবি। যদিও আর্টে আমার অনুরাগ খুবই বেশী।"

সত্যিই—আর্টে চপলার ট্রান্সের মতনই হ'য়ে যায় ! কমলবাবু ঠিক কথাটাই আজ ব্যবহার ক'রেছেন ! কমলবাবু ব'ল্‌লেন—আর্টে তাঁর খুবই অনুরাগ বেশী ! কিন্তু তার নিজের, আর্টে যে ষোল-আনা অনুরাগ !

একমাত্র অনুরাগ কি ?

এ প্রশ্নটা সে আগেও আপনাকে দু'একবার ক'রেছে, আজ আবারও ক'রল।

কোন নিঃসন্দিগ্ধ উত্তর পাওয়া গেল না—আগেও পায় নি।

তবে, তার আর্টের জন্যে সে যে সকল ত্যাগই ক'রতে পারে, আর্ট হ'ল তার কায়া, আর সবই হ'ল সে কায়ার ছায়া—এটা সে আপনাকে অনেকদিন থেকেই বুঝিয়ে রেখেছে।

"আচ্ছা কমলবাবু, সেদিন দিদির সঙ্গে আমার আর্ট নিয়ে যে ডিস্‌-কাশনটা হ'চ্ছিল, তাতে আপনিত' কোন মত দেন নি।"

"প্রমীলাদেবী আর্টকে যে একটা বড় ছন্দের শাসনে বেঁধে রাখতে চান—আমার বিবেচনায়, সেটা ঠিক।"

"তাতেও আমার তত আপত্তি ছিল না। শুধু বড় ছন্দগুলো যে কি—আর সেগুলো আর্টকে যে কি ভাবে বাঁধবে—কি ভাবে বাঁধলে আর্টের স্ফূর্তি বা বিকাশই হবে, জড়তা বা পঙ্গুতা হবে না—এ সম্বন্ধে আমার সংশয় আর প্রশ্ন জানিয়েছিলুম।"

"কিন্তু সেটা উপেক্ষার প্রশ্ন নয়, চপলাদেবি।"

"আমিও তা বলি না। সে প্রশ্নের জবাব আমি এখনও পাইনি—এই পর্য্যন্ত! কিন্তু সেটা যাক্। আর্টে নিজেকে পূরোপূরি ডেডিকেট্ করা সম্বন্ধে?"

"যার ভেতরে তেমন জোব তাগিদ এসেছে, সে নিজেকে ডেডিকেট্ করবেই। তাকে ঠেকাবে কে? শুধু আর্ট কেন, সব কাজেই তাই।"

"কিন্তু আর্টে ও ভাবে নিজেকে ডেডিকেট্ করা কি উচিত, বাঞ্ছনীয়?"

"আমার বোধ হয়, যার ভেতব তেমন জোর একটা আর্জ্জ এসেছে, সে এ প্রশ্নের উত্তরের জন্যে ব'সে থাক্‌বে না।"

"থাক্‌বে না, কিন্তু তবু একটা উত্তর আছেত, আর, সেটা কি?"

"সাধারণভাবে উত্তর দেওয়া যায় না—কন্‌ক্রিট কেস্ নিয়ে ভেবে দেখতে হবে।"

"তার মানে, যার আর্জ্জ এসেছে, তাকেই ভেবে দেখতে হবে, তাব পক্ষে ওটা বাঞ্ছনীয় হবে কি না?"

"হাঁ, তাই। যেমন দুষ্ট ক্ষিদে হয়, তেম্‌নি হয়ত' দুষ্ট আর্জ্জও হ'তে পারে—যেটা হয়ত' বন্যের মত আসে, সব ভাসিয়ে নিয়ে, আবার বন্যের মতই চ'লে যায়, কাদায় আর পচা জঞ্জালে ব'সিয়ে রেখে!"

চপলা অন্যদিক্ মুখ ফিরিয়ে কিছুক্ষণ দেয়ালে একটা ঝড়ের ল্যাণ্ডস্কেপের পেণ্টিং-এর পানে চেয়ে রৈল।

একটা বড় নদীর ধারে কোন এক মঞ্জরী-ফোটা সেগুন গাছের ডালে তার নীড়টি। একদিন সন্ধ্যের আগে ঝ'ড়ো হাওয়া উঠেছে—পাখী সেই হাওয়ার টানে উড়ে গেল ঝড়ের বুকে সাঁতার দিতে! তার রঙীন পাখনা নেড়ে নেড়ে ঝড়ের বুকে কতনা অপরূপ ছন্দের ভেঙ্গি সে সৃষ্টি ক'রে যাচ্ছিল! এমন সময় মনে প'ড়ে গেল তার—নদীর কূলে সেগুনের পাতার আড়ালে তার নিভৃত, নিরাপদ নীড়টির কথা! যে দিকে সে ফিরতে চায়! কিন্তু ঝ'ড়ো হাওয়া তখন বুঝি তারির দেয়া ছন্দের ভেঙ্গিতে পাগল হ'য়ে উঠেছে! তাকে কিছুতেই এগুতে দেবে না সে! ঝড়ের সঙ্গে কি ব্যাকুল পাখ্‌নাব ঝটাপটি ক'রে যুঝ্‌ছে আকাশে নিঃসঙ্গ বিহগী!

ঝড়ে বুঝি তার পাখনা দুটো ভেঙ্গে গেল—সেই রূপের সেই ছন্দের ভেঙ্গি সৃষ্টি-করা পাখনা দুটি—

আর—আর—যে প'ড়ে গেল নীচে—কোথায়?

ঐ অতলে—ঐ অকূলে?

শিল্পী চমৎকার ক'রে ছবিখানা এঁকেছে। চপলা সে দিকেই চেয়ে রৈল।

খানিকক্ষণ বাদে একটা মৃদু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে, আর—একটু যেন ম্লান হাসি হেঁসে—সে ব'ল্‌ল—

"হাঁ, আর্জ্জটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়তে গেলে, মস্ত বড় একটা রিস্‌ক আছে বৈকি! কিন্তু, সে রিস্‌কটেও বরণ ক'রে নিতে হবে। আর, গোড়াতে কেমন ক'রে বুঝবো এটা দুষ্ট আর্জ্জ, কি শিষ্ট আর্জ্জ? সকল কাজের, সাধনার ক্ষেত্রেই এই রকম ধারা একটা আশঙ্কা নেই কি, কমলবাবু?"

"আছে। কিন্তু এমন কোন কোন রিস্‌ক আছে, যেটার কথা,

ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে বেশ ক'রে ভেবে দেখলে ভা'ল হয়। বিশেষ, নারীর।"

কমলও, কি জানি কেন, দেয়ালের সেই পেণ্টিংটের পানে চেয়েছিল।

"বিশেষ, নারীর কেন? পুরুষেরও নয়?"

"উভয়েরই। তবে, নারীর ভালবাসার আর্জ্জটা বেশী বলবৎ, বেশী জরুরি ব'লে মনে হয়। শুধু সেক্স আর্জ্জের কথা ব'ল্ছিনে। সেটা হয়ত' দুয়েতেই তুল্য।"

"ধরা গেল তাই। কিন্তু একটা আদর্শ নিয়ে—ধরুন, আর্ট নিয়ে—নারী তার ঐ ভালবাসার আর্জ্জটা মিটুতে পারে না? সেক্স আর্জ্জটাও ভুল্তে পারে না?"

"পারে না ব'ল্লে নারীত্বের যেটা মহনীয় শক্তি, সেটার অবমাননা করা হবে হয়ত'। তা ব'ল্ছি নে। তবে শক্ত—খুবই শক্ত। সফল হবার সম্ভাবনাটা এত অনিশ্চিত, আর রিস্কের সম্ভাবনাটা এতটা নিশ্চিত ও প্রবল, যে, বিশেষ ভেবে চিন্তে ও এক্সপেরিমেণ্টে যেতে হয়।"

কমল আবার সেই দেয়ালের পেণ্টিংটার পানে চেয়েছিল। চপলার দৃষ্টিও অজ্ঞাতসারে সেই দিকেই ফিরেছিল।

কমলের মুখখানায় কি যেন একটা অজানা উদ্বেগের মৃদু উত্তেজনা, আর চপলার মুখে কি যেন একটা দূরবিষাদের ছায়াটুকু লেগে র'য়েছে!

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ।

একটু পরে, যেন জোর ক'রেই ঐ দূর বিপদের ছায়াটুকু মুখ থেকে তার দূর ক'রে দিয়ে, চপলা ব'ল্ল—

"আর্টকে প্রাণ দিয়ে জীবন্ত ক'রে তুল্তে হ'লে ঐ রকম ধারা প্রাণ-ঢালা এক্সপেরিমেণ্ট চাই-ই কিন্তু। আর্ট যে বড্ড জেলস্ মিস্ট্রেস্! নারীরও বটে, পুরুষেরও বটে।"

এই ব'লে সে তার মিষ্টি হাসির ঝর্‌ণার তন্দ্রাটুকু ভাঙ্গিয়ে দিলে।

কমল তখনও কিন্তু দেয়ালের সেই পেন্টিংখানা দেখছিল।

চপলা আর দিক্ মুখ ফিরিয়ে আর একখানা পেন্টিংএর দিকে তাকিয়ে সেই হাসির সুরেই ব'ল্‌ল—

"কমলবাবু, আপনি কি আর্ট নিয়েই থাক্‌বেন নাকি? সিঙ্গল্ থাক্‌বেন—বে ক'র্‌বেন না?"

হঠাৎ! চপলার প্রশ্নগুলো কি চপলারই মতন আচম্বিতে হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ে!

কমলের কাণ দুটো পর্য্যন্ত একবার রাঙা একবার সাদা হ'য়ে গেল!

তবু একটা জবাব ত' দিতে হবে?

"তা নিয়ে বিশেষ কিছু ভাবি নি—"

কমলের দৃষ্টি গেল আর এক দেয়ালে আর একটা পেন্টিংএর ওপর যেটা চপলা দেখছিল।

উর্ব্বশী অলকায় কোন্ নাচের আসরের শেষে গভীর রাতে তার নাচের সাজেই, নাচের ওড়না গায়েই, চ'লেছে একাকিনী কোন্ বাঞ্ছিতের অভিসারে!...আর্টের একখানা শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ ঐ ছবিখানা নিশ্চয়ই।

এমন সময়ে টেলিফোঁর ঘন্টী বেজে উঠল। চপলা মন্থরগতিতে গেল সে দিকে। কমল সেই ফাঁকে বিদায় নিল। রাত তখন এগারটা।

নবম

কমলের সেদিন রাত্রে আর ঘুম হল না।

তার হাতের কব্জির ওপর হাতখানা রেখে চপলা হঠাৎ তার ঐ শেষের প্রশ্নটা কর্‌ল কেন? একটা সহজ কৌতূহল মাত্র—একটা উদাসীন প্রশ্ন শুধু—না, আর কিছু?

চপলার হাসির, স্মিত আলাপনের, ফাঁকে এক আধবার যে একটা ম্লান হাসি উঁকিঝুঁকি মেরে গেল—যায়—যে! এক একটা মৃদু দীর্ঘশ্বাস আন্‌মনা পথভোলা হয়ে যেন বেরিয়ে এল—আসে যে!—এটার কোন স্পষ্ট ব্যঞ্জনা সেত ধর্‌তে পার্‌ছে না!

ওটা কিচ্ছু না, না, ওটা একটা কিছু?

নদীর জলের বুকে বুদবুদ ফুটে বেরুচ্ছে—কেন বেরুচ্ছে—কোত্থেকে বেরুচ্ছে—তা কে জানে? নদী নিজে হয়ত জানেই না। সে আপনমনে, আপন টানে, কুল্‌ কুল্‌ করে বয়ে যাচ্ছে!

তার গভীর খাতে কোথাও কোন গোপন ঝর্‌ণা—তার নিগূঢ় অন্তস্তলে সঞ্চিত কোন উষ্মা-বাষ্প—ফুটে বেরুচ্ছে, বেরুতে চাচ্ছে কিনা, তা সে জানে না!

সেই গোপন উচ্ছ্বাসের জন্যেই কি নদী তার নিত্য-লীলাচঞ্চল বুকটিতে মাঝে মাঝে ভুড়ভুড়ি কাটছে? কে জানে!

অথবা, কোন এক ক্ষণিক খেয়ালের, মুহূর্ত্তের কৌতূহলের, চপল একটা বেদনা বা মমত্বের—অগভীর, অস্থায়ী আত্মপ্রকাশ ওগুলো?

কোন অগভীর-জল-সঞ্চারী মীন আজ, ঢেউএর ফাঁকে ফাঁকে

গাঢাকা দিয়ে খেলে বেড়াতে বেড়াতে, একবার খেয়ালের ফাঁকা ফুৎকারটি তার দিয়ে গেল নাকি ? তাই বা কে জানে !

সত্যিই—চপলার মনের তলে, অন্ততঃ কোণে, কোন রকম একটা স্থায়ী ব্যথা, দরদ সঞ্চিত হয়ে আছে কিনা, সঞ্চিত হচ্ছে কিনা, তা কমল জানে না। খুব সম্ভব, চপলা নিজেও তা জানে না।

আর, যদি বা একটা কিছু সঞ্চিত হয়েই থাকে, তবে, সেটা কিসের ব্যথা, কোন্ দরদ ?

কমলের নিজের ভেতরেও একটা ব্যথা, একটা দরদ সঞ্চিত হয়ে উঠেছে। সেটার স্বরূপ, সেটার নিদান, তার কাছে আর অস্পষ্ট নয়।

সে চপলাকে ভালবাস্ছে। সে চপলাকে পেতে চায়। শুধু আর্টের চাকগালা মধুটুকুতে তারা দুজনে পাশাপাশি বসে চুমুক দেবে—এতে কুলোবেনা। তাদের দুটো হৃদয়ের মাঝারে, একই মধুর বসন্তোৎসবের হাওয়ায়, তাদের উপবনের সকল ফুলের কুঁড়িগুলো ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে—দুটি ফুল-ফোটা উপবনের সকল মধু, সকল সৌরভ তিল তিল করে চয়ন ক'রে, তাদের উভয়ের আস্বাদের, উপভোগের, পরিতৃপ্তির, চরিতার্থতার একটা অভিন্ন মধুচক্র রচনা ক'র্‌তে হবে। আর, সেই অভিন্ন মধুচক্র—তাদের দুটি সম্মিলিত জীবনের সকল রসে ভরা—সেইটেই হবে তাদের সকল আর্টের মর্ম্মকেন্দ্র—সকল আর্টের উদ্ভব, প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের মূল সম্ভাবনা !

সে চপলাকে বিয়ে ক'র্‌তে চায়।

সে যে চপলার শেষ-প্রশ্নোত্তরে আম্‌তা আম্‌তা করে বলেছিল,—কি জানি তাত' এখন ভেবে দেখিনি !—সেটা তার নিজেকে নিজে ফাঁকি দেয়া।

ভেবে সে খুবই দেখেছে।

চপলার ঐ রূপরাশি, ঐ যৌবন-লাবণ্য, ঐ মার্জ্জিত রুচি, ঐ সরস আলাপের আকর্ষণ, ঐ আর্ট-প্রতিভা—এ সবের এক একটাই কাকেও বাঁধবার পক্ষে যথেষ্ট! এদের সব ক'টার ভেতরে আজ ক'মাস ধ'রে কমল যে আপনাকে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ফেলেছে—চপলাও তাকে জড়াতে দিয়েছে!

কত নিঝুম দুপুরবেলা, কত মলিন ঝিল্লি-মুখরিত বাদল সাঁজ, কত ফুটফুটে স্নিগ্ধ সকাল, কত ঢলঢ'লে পেলব-পরশ রাত্রি, তারা যে দু'টিতে পাশাপাশি, কাছাকাছি হ'য়ে সঙ্গীত, চিত্র, কবিতা, অভিনয়,—এর ভেতর দিয়ে চারু-কলাভারতীর অর্চ্চনা ক'রেছে—তাদের অঞ্জলি যুক্ত ক'রে অঞ্জলি দিয়েছে—তাদের অঞ্জলি যুক্ত ক'রেই কলাদেবতার শ্রেষ্ঠ নির্ম্মাল্য ধারণ ক'রেছে, সব চাইতে পরম উপভোগের বস্তু যে বাণী-প্রসাদ, সেটি গ্রহণ ক'রেছে।

কমল তুলি ধ'রে ছবি আঁক্‌তে ব'সেছে, চপলা পাশটিতে দাঁড়িয়ে, তার আঙ্গুলের দীক্ষা দিয়ে, কমলের আঙ্গুলের সঙ্কোচ ভেঙ্গে দিচ্ছে!

চপলার মুখখানা কমলের মুখের কত কাছে!

চপলার প্রগল্‌ভ দু'একটা কুন্তলগুচ্ছ হয়ত চপল হ'য়ে এগিয়ে এসে কমলের গালের পরে শিহরণ সৃষ্টি ক'রে দিচ্ছে! দেয় নি?

কোনও দিন চপলা নেবেছে আপনার কক্ষটিতে সেই বিরহিণী মালবিকার ভূমিকায়। বেত্রানদীর তটে আছে দাঁড়িয়ে। আকাশে কাজল মেঘের থাক্—নদীর ওপারে শিখীদের পুলক নৃত্য আর কেকারব।

মালবিকা আন্‌মনে চেয়ে আছে বেত্রার অপর পারের দিকে!

কমল আস্তে আস্তে এসে চপলার সিঁতির দুটো একটা চুলের গুচ্ছ আঙ্গুল দিয়ে সরিয়ে আলুথালু ক'রে দিচ্ছে। দেয় নি?

"ও কি হ'চ্ছে ?—"ব'লে চপলা হয়ত' স'রে যাচ্ছে ; কিন্তু সে বুঝে যাচ্ছে—হঁা, আর্ট-রসের রসিকশিরোমণি হ'চ্ছেন কমলবাবু লোকটি !

এই রকম আরও কত সব !

এ সবের ভেতর দিয়ে কমল চপলার শুধু দেহের নয়, অন্তরেরও সাহচর্য্য পেয়ে এসেছে !

সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য—এ তিন রকমেই। কিন্তু এই সাযুজ্যটা সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ নিজেকে হ'তে দেবে না ?

এইটেই ছিল কমলের সব চাইতে মর্ম্মালোড়ক, আকুল-করা প্রশ্ন। তার নিজের দিক্ থেকে জবাব সে স্পষ্ট ক'রেই পেতে আরম্ভ ক'রেছে। কিন্তু, চপলার দিক্ থেকে ?

সে কি কমলের আসক্তির, অনুরাগের কোন রকম প্রতিদান দেবার জন্যে প্রস্তুত হ'তে পেরেছে ?

কমলের আসক্তি শুধু চপলার আর্টের জন্যে নয়। তার নিজের জন্যেও।

আর চপলার ?

হঁা—কমলের ওপর তার একটা টান আছে নিশ্চয়ই। সেটা আসক্তি কি, কি বলা শক্ত !

আর, যে টানটা তার আছে কমলের ওপর, সেটা কি সম্পূর্ণরূপে আর্টের খাতিরেই নয় ? সেটা কি শুধু আর্টে তাঁদের সামরস্যের জন্যেই নয় ?

চপলা মেশে অনেকেরই সঙ্গে। বেশ খোলাখুলি ভাবেই মেশে। তরুণদের ভিতরেও তার কোনরূপ সঙ্কোচ নেই, আড়ষ্টভাব নেই। তার হাসির ফোয়ারা সে সবখানেই খুলে দিত, তার মিষ্টি সরস আলাপের টাট্কা-ফোটা বকুল ফুল সে সর্ব্বত্রই ছড়িয়ে দিত।

কালেজে সে কো-এডুকেশন পাচ্ছে। তার সে সূত্রে বান্ধবীও যেমন যুটেছে, বান্ধবও তেমনি যুটেছে। তাদের কেউ কেউ চপলাদের বাড়ীও আস্‌ত। তাদের সঙ্গে শিষ্টালাপ মিষ্টালাপ ক'র্‌তে চপলার কার্পণ্য ছিল না।

কিন্তু তাদের কারুর সঙ্গে চপলার অন্তরেব কোন পয়েণ্টেই যোগ হ'য়েছে ব'লে ত' মনে হয় না।

তারা সব তার ড্রয়িংরুমের চা, আইসক্রিম, একটা গান, একটুখানি মিষ্টালাপের খ'দ্দের। দু' একজন বোধ হ'ত যেন পতঙ্গের মতন ঘুরে বেড়াত' সেই অপরূপ রূপশিখার ধারে ধারে—দু'একজন ভোম্‌রার মতন গন্ধে মাতাল হ'যে ছুটে যেত' তার লীলায়িত, কল্লোলিত, যৌবনমদির-ঝরণা-ধাবার কাছাকাছি!

কমলের চোখে তা এড়ায় নি। কিন্তু, চপলার কৈ, তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই! ওসব তাকে স্পর্শই করে না, মোটেই এপিল্‌ ক'রে না!

চপলার এই সব তরুণ অনুরক্ত, এডমায়ারারদের ভেতরে আবার কত মন কষাকষি, রেষাবেষি—তার সেই প্রসাদ-মরীচিকার খাস দখলিকার হবার জন্যে!

কত মুখভার, কত চোখে রুমাল ঘষা, কত হা-হুতাশের চিঠি লেখালেখি!

কিরাতবেশী মহাদেবের অঙ্গে ঠেকে ঠিক্‌রে এসেছিল অর্জ্জুনের শায়ক-নিক্ষিপ্ত যত সব চোখা চোখা শর!

মিঃ ব্যানার্জ্জির কত তরুণ অথবা তরুণম্মন্য আলাপী ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার আস্‌ত চপলাদের ড্রয়িং রুমে। তাদেরও লোলুপ-দৃষ্টি কমল দেখেছে।

কৈ, তাদেব মটরকাব, সাহেবী কাযদা, এমন কি, রূপও ত' চপলাকে এপিল্ কবে নি।

শুধু একটা জিনিষ চপলাকে এপিল্ ক'রত—সেটা হচ্ছে সত্যিকাব সুন্দব যে আর্ট, তাই। কমলেব ভেতবে সেইটেকে সে পেয়েছে, তাই কমলেব ওপব তাব পক্ষপাত বা টান বা ঐ বকমেব একটা কিছু।

আব সব বাজে খ'দ্দবেব বাজে গোল, সে সহজেই এড়িয়ে চ'লেছে।

ওসব খ'দ্দেবেব দল আর্ট বোঝে না—বুঝতেও চায না।

তা না হয বোঝা গেল। কিন্তু কেবল আর্ট ছাড়া আব কিছুব এপিল্ থাক্‌বে না, বিশেষতঃ নাবীব কাছে ?

নাবী পুরুষকে ভালবাস্‌বে না, পুরুষেব ভালবাসা চাইবে না, তাব সঙ্গ কামনা ক'ব্‌বে না,মাতৃত্বেব যেটা মামুলি দাবী, সেটায মোটে কর্ণপাত ক'ব্‌বে না ?

তাও কি হয ?

হয়ত' দু'চাবটে অতি বিবল, অতি অসাধাবণ ক্ষেত্রে তাও হয।

তাবা হযত' পুরুষেব ভালাবাসা চায় না, পুরুষকে ভালবাস্‌তে চায় না, মাতৃত্ব কামনা কবে না। চায তাবা আব একটা কিছু। এমন-ভাবে চায যে, তাতেই তাদেব ভুলিযে বাখে, মাতিযে বাখে।

তাদেব ভেতব সেক্‌স আর্জ্জ কেন, সেক্‌স কন্‌সাস্‌নেস্‌টাও হয়ত নেই।

চপলা কি এই অতি বিবল, অতি অসাধাবণেব দলেব ?

নাবীব ভেতবে আর্ট-অনুবাগ, আর্ট-প্রতিভা আছে, থাকৃতে পাবে। কিন্তু সেটা কি এম্‌নি একটা জেলস্ মিষ্ট্রেস্ যে, সে মোটেই তাব প্রতিদ্বন্দ্বী সহ্য করবে না ?

অনেক নারী আর্টিষ্ট বিয়ের বাঁধনে, মাতৃত্বের বাঁধনে যেতে চায় না—যে কারণেই হোক্।

কিন্তু তবু হয়ত' পুরুষের ভালবাসায়, "লভে," তার অরুচি নেই। হয়ত', শেষকালে, লভের তাগিদটেই এত বড় হ'য়ে উঠ্‌ল যে, লভারকে তার বিয়ে ক'রেই ফেল্‌ল।

এদের ভেতরে সেক্‌স্ আৰ্জ্জটা আছে।

কিন্তু চপলার আধ্যাত্মিক কাঠামোখানা সম্পূর্ণ আলাদা ছাঁচে তৈরী ব'লেই যে মনে হয়!

লভ্-বিহীন বিয়ে, বিয়ে-বিহীন লভ্, আর লভ্-সংযুক্ত বিয়ে—এই তিনটে পর্য্যায়ত' দেখা যায়। এ তিনের কোন পর্য্যায়েই চপলা প'ড়বে ব'লে ত' মনে হয় না!

সেক্‌স্ আৰ্জ্জবৰ্জ্জিত, শুধু অন্তরের সম-রস, সম-তান ঘটিত এক-রকম নারী-পুরুষের আজীবন পরস্পর-সঙ্গের কথাও শুন্‌তে পাওয়া যায়। সেটা সম্ভাবিতও হ'তে পারে।

কমল আর চপলার ভেতরে কি তাই?

যেটা দেহের বিবাহ, সামাজিক বিবাহ না হ'লেও, অন্তরের মিলন, আধ্যাত্মিক বিবাহ? ধরা যাক্ তাই।

কিন্তু সেই রকম ধারা একটা বিবাহেই কি কমলের পরিতৃপ্তি হবে?

প্রথম—দেহের বিবাহ, সামাজিক বিবাহ সে চপলার সঙ্গে কামনা করে, খুবই করে।

দ্বিতীয়—যেখানে যতটুকু অন্তরের মিলন তাদের আর্টের ভেতর দিয়ে হ'য়েছে, ততটুকু মিলনে সে পরিতৃপ্ত হবে না। পরস্পরকে ভাল-বাসায় দুটো হৃদয়ের, দুটো আত্মার যে সর্ব্বাঙ্গীন পরিপূর্ণ মিলন হয়, সেইটে সে কামনা করে।

তৃতীয়—তাদের দেহের ও অন্তরের মিলন সে এমনভাবে কামনা করে, যে মিলনের অতিশয় নেই, অপচয় নেই, বিচ্ছেদ নেই।

তার এই তিন দফা সর্ত্তের কোন সর্ত্তেই চপলা যে রাজি হবে, তা তার মনে হয় কি? স্পষ্টত গররাজি কি না, তাও বোঝা যায় নি।

কোন ফাঁকে একটা ম্লান হাসি, একটুখানি মৃদু-শ্বাস তার খৎটিতে স্বাক্ষরের প্রথম রেখাপাতটি ক'র্‌তে যাচ্ছে মনে হ'ত।

কিন্তু রেখাপাত এখনও হয় নি।

এই—আজকে—চপলা তাকে হঠাৎ বের কথা জিজ্ঞেস ক'র্‌লে—দেয়ালের সেই পেণ্টিংটে কি ভাবে যেন তাকিয়ে দেখতে লাগল—

কিন্তু তার সে প্রশ্নের স্বর বেশ স্বাভাবিক, সহজ।

আর, তার হাতের কবজির ওপর তার হাতখানার স্পর্শটুকুও বেশ স্বাভাবিক, সহজ!

স্বরে বা স্পর্শে কোন গোপন ব্যঞ্জনা, কোন সলাজ ইঙ্গিত সেত' খুঁজে পায় নি! সে তার বিয়ের প্রশ্নটা কর্‌ল ঠিক সেইভাবে, যে ভাবে সে হয়ত' প্রশ্ন ক'র্‌ত—"কমলবাবু, এক পেয়ালা চা খাবেন?"

ঠিক তাই কি? কৈ তফাৎ কিছু ত' তেমন মনে পড়ছে না!

যাক্—কমলের অন্তরে একটা বিষম তোলাপাড়া চল্‌ছিল।

বহ্নিশিখার তাতের আওতায় এসে ঐ সব তরুণ পতঙ্গ তাদের পাখা ঝল্‌সে ফেল্লে। সেও সে বহ্নিশিখার আরও নিকট আওতায় এসে তারও পাখনা পুড়িয়ে ফেল্লে!

তারা সব পতঙ্গ—ফর ফর করে, চিঁ চিঁ করে।

আর সে হচ্ছে পাখী—ফুরুৎ ফুরুৎ করে, শিষ দেয়, গান করে!

কৈ—শিষ-দেয়া, গান-করা পাখীর পাখনা দিয়েও আগুনকে ঘিরে ধরা যায় না, চেপে রাখা যায় না!

তার পরদিন বিকেলে কালেজ থেকে ফিরে কমল তার ঘরে খাটটিতে শুয়ে প'ড়ে আছে। সমস্ত দিন মাথাটা কেমন তার ধ'রে আছে। চপলার চিঠি নিয়ে এল বেয়ারা—সেই রকম রঙীন, চৌকো, গন্ধ-ওয়ালা খামে।

জরুরি চিঠি—তাকে এখ্‌খুনি যেতে হবে।

কমল গিয়ে দেখে চপলা সেজেগুজে ব'সে আছে—পোর্টিকোতে মটর রেডি।

তার আনন প্রদীপ্ত, চাহনি উজ্জ্বল, হাসি বিচ্ছুরিত!

কমলের বোধ হয় উল্টো ছিল!

যাক্—চপলা কমলের মুখের দিকে একবার চেয়ে বল্‌ল—

"কমলবাবু, আপনার শরীরটে আজ ভাল নেই না কি?"

"না—ভালই আছে। মাথাটা একট ধ'রেছে।"

তার রিষ্ট ওয়াচের পানে তাকিয়ে সে বল্‌ল—

"এই ত' সবে সাড়ে চারটে। ছ'টায় আরম্ভ। চলুন, আগে খানিকটে মাটের দিকে বেড়িয়ে আসি। আপনার মাথাটা তা হ'লে ছেড়ে যাবে। তারপর সেখানে গেলেই হবে—বেয়ারা, মোটরকা ষ্টার্ট দেনে বোলো—"

এই ব'লে সে উঠল, কমলের হাতখানা একবার ঈষৎ স্পর্শ ক'রে।

মটর চল্‌ল গড়ের মাঠে। গাড়ীতে ব'সে চপলা শুনোল' কমলকে আজ তার জরুরি তলবের কৈফিয়ৎটা। তাকে নিয়ে সে যাবে ক্রাউন সিনেমায়। দু'জন ফেমস্ ফিল্ম ষ্টার একটা ফিল্মে নাব্‌বে। চমৎকার তাদের অভিনয়—সব দিক্ দিয়ে। কিছুতেই সেটা মিস্ করা যেতে পারে না। কমলকে সঙ্গে নিয়ে না গেলে দেখে তার তৃপ্তি হ'ত না।……

তারা সিনেমা হাউসে গিয়ে আগে থেকে রিজার্ভ-করা এক নিভৃত বক্সে দুজনে ব'স্‌ল। তখন ঠিক ছটা। প্লে আরম্ভ হ'ল।

প্লটটা মোটামুটি এইরূপ। এক সুন্দরী নর্ত্তকীকে একজন ভাল বাস্‌ত'। নর্ত্তকীর কত আসরে মুজরো হয়—কত আসরে সে বাহবা পেয়ে আসে। তার রূপলুব্ধ, তার গুণমুগ্ধ কত জনে! কত কত রাজ-পুত্র, কত কত শ্রেষ্ঠিতনয়! কত দিক থেকে আদর তাকে ঘিরে ধ'রত, কত দিক থেকে উপহার, উপঢৌকন এসে তাকে ছেয়ে ফেলত!

নাচের আসর ভাঙ্গলে মুগ্ধদের, লুব্ধদের হাত এড়িয়ে যখন সে ফিরে আস্‌ত তার আপন কক্ষটিতে, তখন কে তার কপোলে শ্রম-স্বেদবিন্দু ধোবার মোছবার জন্যে অঙ্গরাগ সাবান আর সুগন্ধিবাসিত তোয়ালে যথাস্থানে গুছিয়ে রেখেছে—শীতল সুমিষ্ট পানীয় তার পানপাত্র ভ'রে রেখে দিয়েছে তার ক্লান্ত কণ্ঠের রুক্ষতা, তার পীড়িত অঙ্গের জ্বালা জুড়িয়ে দেবার জন্যে—তার কোমল শয্যা পেতে ঠিক করে রেখেছে, টাট্‌কা ফুলের পাঁপড়ি ছড়িয়ে সুরভি ক'রে রেখেছে—তার সকল স্নায়ুর উগ্রতা, উদ্বেগ অপনোদন করার জন্যে!

কিন্তু ঘরে কৈ, কেউত নেই!

সবই ঠিক সময়ে ঠিকঠাক্ হ'য়ে থাকে রোজরোজ।

নর্ত্তকী ভোরে আলস্যজড়িত কণ্ঠে ডাকে—"কিষণিয়া"—

কিষণিয়া তখন নীচের রান্নাঘরে উনুনে ফুঁ দিয়ে তার মুখধোবার জল গরম ক'র্‌ছে।

নর্ত্তকী সাঁঝের প্রসাধন কর্‌তে ব'সেছে—আজ্‌কে কোন এক বড় আসরে তার মুজ্‌রো আছে। আজ তার পোষাক, অঙ্গরাগ, অঙ্গভূষণ—সবই যে অনবদ্য, চমৎকার হওয়া চাই-ই!

তাইত'—আগে থেকে এসব যোগাড় কে ক'রে রেখে দিলে?

সবই যে প্রস্তুত—কোন্ সাড়ী, কোন্ ব্লাউজ, কোন্ ওড়না আজ ঠিক সাজন্ত হবে, তা এনে কে গুছিয়ে রেখে দেছে? গলার প্রবালের মালাটি, হাতে নীলা আর পোখরাজ-বসানো বালাটি, কবরীর ঠিক সাজন্ত রঙের আধফুটন্ত গোলাপটি; অধরের, নখাগ্রের, চরণাঙ্গুলির রঙের তুলিগুলো—সব এমন নিখুঁত ক'রে হাজির ক'রে কে রেখে দেছে?

চরণে নূপুর বাঁধতে গিয়ে দেখে—নূপুর হীরের মতন ঝক্ঝক্ ক'র্ছে। আর—তাতে কি মিঠি বোলি আজ বেজেছে!

বীণাটি আঙুল দিয়ে একটিবার পরখ কর্তে গিয়ে দেখে—একি! সব যে নতুন তার পরাণো, সব ঘাটগুলো যে নতুন করে বাঁধা!

এমন আওয়াজ সে ত' আগে কোন দিনই দেয়নি!

কে ক'র্ল এ কীর্ত্তি? কোন্ মহাশিল্পী?

নর্ত্তকীর ঘরে ঐ কিষণিয়া বৈ আর কেউ ত থাকে না।

সেদিনকার আসরে নর্ত্তকীর যে সম্মান, সে আদর হল, তা আর বলার না। অনেক রাত্তিরে নাচগান ভাঙ্গিল। সে ঘরে ফির্বে। সে একলাটি নির্জ্জন পথে বেরিয়েছে। পথের এক বাঁকে কে যেন তারির অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। নর্ত্তকী যেতেই সে এগিয়ে এল। ও—সেদিনকার সভায় যে একজন বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি তরুণ গুণী উপস্থিত ছিলেন, তিনিই সে!

"আপনি?—"

"হাঁ, সুন্দরি! আমিই। মনের মতন জুটি এদ্দিন কত খুঁজেছি, পাই নি। আজ তোমার মধ্যেই পেয়েছি। আমার বরণীয় শিল্প-মুকুটের কহিনুর! তাই তুমি হবে, সুন্দরি! আমার সঙ্গে আস্বে?"

নর্ত্তকীর বিস্ময়, পুলকের অবধি নেই!

"উনি—অতবড় গুণী—আমায় সঙ্গিনী ক'রবেন, তাঁর ?"

সে সলাজ আহ্লাদে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল'। শুধু একটিবার ঘরে তার ফিরে যাবে—তার সাধের যন্ত্রগুলো, বসনভূষণগুলো সে নিয়ে আস্‌বে।

তাদের মিলনের এক সঙ্কেতস্থান ঠিক রৈল।

রাত্তির তখন কত! নর্ত্তকীর বুকের ভেতর তখন এক নতুন হাওয়া উঠেছে! তার দেহ-তরীটিকে সোজাসুজি সে রাতে আপন ঘাটটিতে ভেড়াতে পার্‌ল না সে। অনেক ঘুরে ফিরে অনেক রাত ক'রে সে ঘরে ফির্‌ল।

কিষণিয়া নিশ্চয়ই ঘুমুচ্ছে। তাকে আর ডাক্‌বে না। জাগাবে না। পা টিপে টিপে ঘরে তার গিয়ে—অবাক্!

কিষণিকা তার সাধের বসন্‌ভূষণ সব পাট' ক'রে রেখেছে!

আর—তখনও প্রদীপের আলোয় চুপটি ক'রে তার বীণ, এস্‌রাজ, স্বরবাহার—এই সব যন্ত্রগুলো মেঝেয় পেড়ে নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌ছে।

পাগল না কি? ভাল ভাল যন্ত্রগুলো কিষণিয়া সব মাটি ক'রে ফেল্‌লে যে!

নর্ত্তকীর ভারী রাগ হ'ল—

"যাঃ—কিষণিয়া—ও কি কচ্ছিস্? যাঃ—শুগে যা। কা'ল থেকে আর আসিস্ নে।"

তার এলানো যন্ত্রপাতিগুলো গুছিয়ে নিয়ে, বসনভূষণগুলো বেঁধে নিয়ে, নর্ত্তকী সেই রাত্তিরেই বেরিয়ে গেল, তার বাঞ্ছিত কলা-সঙ্গীর সম্মিলনে।

দিন যায়—কিন্তু অমিয় সায়রে গরল উঠ্‌ল যে!

তার পায়ের নূপুর আর আগের মতন মিঠি বোলি বলে না, তার স্বরদ সুরবাহার আর আগের মতন স্বর দেয় না, সুরের বাহার দেখায় না! কণ্ঠ খরিয়ে আসে, চরণে ছন্দ জড়িয়ে যায়!

তার সঙ্গী গুণীটি চ'টে ওঠেন—তাঁর সঙ্গে যে বনে না, সঙ্গত হয় না!

তালে তাল দিতে গিয়ে নর্ত্তকীর প্রাণ ওষ্ঠাগত!

"যাও—ঘরে যাও। এমন ক'রে আর হবে না।"—গুণী একদিন বল্‌ল।

অগত্যা তাই।

সব হারিয়ে—শুধু পুরোণো বীণাটি তার কাঁধে ফেলে—নর্ত্তকী ফিরে এল একদিন ভোরের বেলা আপন ঘরটিতে!

কিষণিয়াকে কবে সে তাড়িয়ে দিয়েছে!

কিন্তু ও কি?—কিষণিয়া যে তখনও নীচের ঘরটায় উনুন জেলে তার মুখ ধোবার জল গরম ক'র্‌ছে!

"কিষণিয়া—"

নর্ত্তকীর বুক আজ প্রথম কিষণিয়ার দরদে ভ'রে উঠ্‌ল। নর্ত্তকী কত রাত ঘুমোয় নি—সেই টাট্‌কা ফুলের পাপড়ি-ছড়ানো ধবধবে বিছানায় গিয়ে লুটিয়ে প'ড়ল। সারাদিন ঘুমে কেটে গেল তার। সন্ধ্যের পর সে জেগেছে। বীণাটি নামিয়ে কোলের পর ফেলে একবার তার তারগুলো নেড়ে দেখবে। ভারি বেয়াড়া হ'য়েছিল এদ্দিন তারগুলো যে।

এ কি!—কি এক অপরূপ অজানা গন্ধর্ব্বলোক বাঁধা প'ড়ে গেছে তার বীণার ঘাটে ঘাটে আজ!

তার সকল শরীরে আজ যে রোমাঞ্চ—আঁখির কোণে যে জল!

গুণী কলাবৎ তাকে আনাড়ী ব'লে তাড়িয়ে দিয়েছে, না?

কিন্তু, তার বীণার বেয়াড়া তারগুলো এমন ক'রে হঠাৎ আশ্চর্য্য রকম বেঁধে দিলে কে ?

"কিষনিয়া"—

আজ বুঝি নর্ত্তকী বুঝেছে—বুঝেছে কে তার সকল রূপ, সকল বাণী, সকল ছন্দ এদ্দিন ঠিক ক'রে রেখে দিত, তার অলক্ষিতে !

এক নির্ব্বোধ পাগল কিঙ্করের ছদ্মবেশে !

"কিষণিয়া !—"

কী উদ্‌বেলিত কণ্ঠে আজ ডাক্‌ল—

আমার কিষণিয়া !"—

কক্ষের দ্বার তার খুলে গেল। এল কে ? কিষণিয়া ?—না—হাঁ। সেই তার গুণী কলাবৎ ?—না, হাঁ।

কিষণিয়াই সেই গুণী কলাবৎ। তার কলার, তার সুষমার, তার সৌষ্ঠবের সর্ব্বস্ব। সেইটি ধ'রিয়ে দেবার, যাচাই ক'রে নেবার জন্যেই গুণী তাকে দু'চারদিন ছলনা ক'রেছে !

আর তার ঃ না !

মোটামুটি এইটে হ'ল সেদিনকার । গুণীর শিল্পপ্রতিভায় ও শিল্পচাতুর্য্যে কি চমৎকার ফুটে উঠেছিল ঐ সমগ্র প্লটটা—তার সারা অবয়বের যত সব কোমল-পেলব রেখা ও বর্ণসন্নিবেশ।

একটুখানি আবডালে সেই বক্‌সাটায় ব'সে কমল ও চপলা সম্মুখের মতন প্লেটা দেখছিল।

দশম

কমল নিজেও সম্মুগ্ধ কম হয় নি, কিন্তু পাশে চপলার পানে চেয়ে দেখে সেত' অবাক্!

চপলার বাহ্যজ্ঞান নেই—সে তার সকল অন্তর, সকল ইন্দ্রিয়, তাঁর সমগ্র সত্তা নিঃশেষ ক'রে ঢেলে দিয়েছে' আজকের এই আর্টের উপভোগে! তার কায়াটি নিয়ে ঐ আর্টের রসধারায় ঝাঁপিয়ে প'ড়েছে, একটা যেন মধুপুত্তলিকার মতন তাতেই নিঃশেষ হ'য়ে গ'লে গেছে—শুধু তার অসার, বস্তুহীন ছায়াটুকু প'ড়ে আছে কমলের পাশের সিটটায়!

সত্যি—চপলার মুখ, চোখ, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ভাব একটা আশ্চর্য্য-রকমের। কোথায় কোন্ অয়স্কান্তমণি যেন তার সত্তার সকল বস্তুকে, সমগ্র ধাতুকে একটা অনিবার্য্য আকর্ষণে নিজের কাছে টেনে নিচ্ছে!

আর্ট ট্রান্স—আর্ট-সমাধি?

হাঁ—সেই রকম একটা অবস্থা যদি কারুর হ'তে পারে ত' চপলার আজ হ'য়েছিল।

ষ্টেজের ওপর সেই সুন্দরী নটী কি এক মোহিনী নৃত্য তখন দেখাচ্ছিল। রাজসভায় সেই তরুণ দক্ষ শিল্পীর নয়নে নয়ন রেখে! সে ছাড়া তার নৃত্যকলা আর বুঝবে কে, বোঝাবে কাকে?

সে নাচের তালে তালে, ছন্দে ছন্দে যে মদিরধারা ঝলকে ঝলকে উথলে উঠছে, কে এমন আছে কবি, যে তার বাণীর বিচিত্র রঙ্গীন পাত্রে সে মদিরা আজ ভরে রাখবে; কে এমন আছে গুণী, যে তার

সাধা বাঁধা সুরের ঘাটে ঘাটে সে মদিরধারা বেঁধে রাখবে, আটকে রাখবে ?

সত্যিই ত ! আবার কমলের হৃদয় থেকে একটা রঙীন ধারা বেরিয়ে গেছে ! খরপরশা জ্বালাময়ী সে ধারা ! তারির স্রোতে, তার বুকের সব তাজা রক্ত দিয়ে এক সদ্য ফোটা ফুল তৈরী ক'রে, তাতেই দাঁড়িয়ে নাচ্‌চে না ঐ বরাঙ্গনা কলাকুশলা নর্ত্তকী ?

সে যাচ্ছে তাকে ধর্‌তে—কিন্তু সে যে স'রে যায়—পালিয়ে যায়—ঐ যে, কোন্ এক কুহেলিকা যবনিকার আড়ালে পালিয়েই গেল !

কমলের এটাও কি ভিশন্ না হ্যালুসিনেশন্ ?

তার কেমন যেন ভয় ভয় ক'র্‌তে লাগল।

"চপলা দেবি !"—

সে আস্তে আস্তে চপলার বাহুটি স্পর্শ ক'রে সে আবার ডাক্‌ল—

"চপলা দেবি !"—

তবু তার সাড়া নেই !

তখন কেমন যেন একটা বেজায় অস্বস্তি বোধ ক'রে কমল দাঁড়িয়ে উঠে প'ড়্‌ল—তার চেয়ারের সংঘর্ষে চপলার চেয়ারখানাও বেজায় ন'ড়ে উঠল।

তখন চপলা চোখ দুটো ফিরিয়ে তার মুখের দিকে চাইল। তার মুখে তখনও সেই আশ্চর্য্য ট্রান্সের একটা ভাস্বর ঘোর। কিন্তু, ঈষৎ-কুঞ্চিত ভ্রূর ধনু থেকে একটি শর কুটিল ভঙ্গীতে বেরিয়ে গেল।

কি সেটা ? বিরক্তি ?

"আমি একটু বা'র থেকে ঘুরে আস্‌ছি। আমার মাথাটা কেমন যেন ঘুর্‌ছে !"—কমল মৃদুস্বরে ব'ল্‌ল।

চপলা কিচ্ছু বল্‌ল না। তার সেই টানা ভুরুর ধনু আরও একটু-

খানি কুঞ্চিত হ'য়েছিল। সে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে আবার সেই ষ্টেজের দিকে চেয়ে রৈল।

নর্ত্তকী তখন একখানা তড়িতের মতন ঝক্‌ঝকে ছোরা হাতে ক'রে কি এক নাচ নাচছিল!

তার নাচের ছন্দটাও অদ্ভুত, বিস্ময়কর!

রাজসভায় সে ছন্দ আর কেউ বুঝল না। সে অদ্ভুত ছন্দের কোন "ফাঁকে" ছোরাখান নর্ত্তকী একটিবার ঠেকিয়ে দিলে সেই তরুণ শিল্পীয় বুকেব মাঝখানে—আর, সেই ছন্দের এক "সমে" সে সেটা ঠেকাল' আপন বুকে!

সে ছন্দের ফাঁক, সম আর কেউই বুঝল না, কিন্তু তবু সব্বাই সম্মুগ্ধ! কতক্ষণ পরে কমল ফিরে এল—তার সিট্‌টায়। বোধ হয়, পালা শেষ হবার মিনিট পাঁচেক আগে। উঠে যাবার সময় তাড়াতাড়িতে সে চপলার চেয়ারে ধাক্কা লাগিয়েছিল—সে জন্য সে কম অপ্রস্তুত হয় নি। কিন্তু, কি ক'র্‌বে—তার যে বড্ড ভয় ভয় ক'র্‌ছিল। এবার অতি সন্তর্পণে সে তার যায়গায় এসে ব'সল।

চপলার ট্রান্স তখনও ভাঙ্গে নি। কিন্তু ট্রান্সের ভেতরেও তার সেই ভুরুর ধনুটো একটুখানি কুঁকড়েই ছিল! যেন সেটা সোজা ক'রে নেবার আগেই সে আবার ট্রান্সে ডুবে গেছে, জমাট হ'য়ে গেছে!

মিনিট পাঁচ পরেই কার্টেন্ প'ড়ে গেল।

একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠল চপলা তার সমাধি থেকে!

চপলা তখন হেসে কমলের মুখের পানে চাইল। কিন্তু সে হাসিটুকুর প্রসাধনেও বুঝি দূর হয় নি সেই তার ভ্রূর ঈষৎ কুঞ্চনটা।

আজ দুটো বীণা পাশাপাশি ছিল। ঘাটে ঘাটে পর্‌দায় পরদায় সমান ক'রে বাঁধা। একটা বীণে যখন তারগুলো দীপকের ঝঙ্কারে কেঁপে

জ্ব'লে উঠল, তখন আর একটা বীণার বাঁধা ঘাটগুলো কি জানি কেমন ক'রে স'রে ন'ড়ে গেল—একটা তার কি জানি কেমন ক'রে ছিঁড়ে তাল পাকিয়ে গেল—তাতে দীপকের পর্দাগুলো বাজল না—বাজল একটা কি হিজিবিজি—আর তার সেই হিজিবিজির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলে দু'একটা বেয়াড়া বিবাদী সুর—যেগুনো দীপকে আদপে খাটে না, লাগে না, লাগে হয়ত মেঘ মল্লারে।

আলাপটাই মাটি!

যে বীণাটি দীপকে বাঁধাই ছিল, দীপকেই বাজিয়ে গেল, তার রাগ হবে না?

সত্যি—চপলা এটা আশা করে নি, তাকে অমন জমাট নেশার ভেতর কমল অমন ক'রে ডাকাডাকি, নাড়ানাড়ি ক'র্‌বে!

আর—আর্ট-আস্বাদনের পরে চপলা কমলের মুখে তারির আস্বাদনের গভীর তৃপ্তির ছবিটেই দেখ্‌বে আশা ক'রেছিল! কিন্তু, দেখ্‌ল সেখানে: কি?—একটা অজানা অস্বস্তি, একটা অহেতুক ভয়!

কমলবাবুর সঙ্গে তার আর্ট-ঘটিত সামরস্য, সমবেদনা, সহানুভূতির বোধটা আজই প্রথম বড্ড স্পষ্টভাবে ক্ষুণ্ণ হ'ল।

তাতে সেও কেমন জানি একটা অস্বস্তি বোধ ক'র্‌ল।

তারা নীরবে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেবে আস্‌ছে। তাদের মটর বড় রাস্তার ওপর অপেক্ষা ক'রছিল।

ফুটপাতে পা দিয়েই চপলার কি যেন কি একটা মনে প'ড়ে গেল। সে তার ব্লাউজের পকেট থেকে কার্ডের মতন কি একটা বের ক'র্‌ল।

"ও—ভুলে গেছ্‌লুম। আজ আটটায় আমার যে একটা এন্‌গেজ্‌-মেণ্ট ছিল। এই ত' ঠিক আট্‌টা। বেশী দূর যেতে হবে না।

এখেনেই। চলুন—কমলবাবু, আপনাকেও ইন্‌ট্রোডিউস্ ক'রে দি, মিস্ হেলেনার সঙ্গে। যাঁকে আজ নর্ত্তকীর সাজে দেখা গেল। মস্ত বড় আর্টিষ্ট। তিনি ক'লকাতা এসেছেন। কাছেই আছেন। চলুন—”

কমল চ'ল্‌ল।

যেতে যেতে কমল শুন্‌তে পেল—সেই সেদিনকার অল-ইণ্ডিয়া রেসিটেশন্ টুর্‌নামেণ্টে উপস্থিত নরনারীর ভেতর মিস্ হেলেনাও ছিল। চপলার অভিনয়-প্রতিভায় সেও মুগ্ধ হ'য়েছিল, আকৃষ্ট হ'য়েছিল। কি ক'রে সন্ধান যোগাড় ক'রে সেইদিনই রাত্রে—অর্থাৎ, কা'ল রাত্তিরে যখন কমল চপলার কক্ষ থেকে বিদায় নেবার উয্‌যুগ ক'র্‌ছিল—সে তাকে টেলিফোঁ করে—তার সঙ্গে এসে দেখা ক'র্‌তে চায়—যদি তার আপত্তি না থাকে। চপলা তাকে পরদিনই—অর্থাৎ, আজ্‌কে দুপুরে—আস্‌তে বলে। সে এসেছিল। তার সঙ্গে আলাপে চপলা খুব খুসী হয়। তারিরই সজেস্‌চন মত সে সেদিন ক্রাউন সিনেমা দেখতে যাওয়া ঠিক করে—সেদিনকার প্লেতে হেলেনার ভূমিকা ছিল, শুনেছিল। প্লের পর আট্‌টায় হেলেনার বাড়ীতে রিটার্ণ ভিজিট দিতে যাওয়ার কথা ঠিক ছিল······

ক্রাউন সিনেমার পাশে ব'ল্‌লেই হয় একটা বাড়ীতে মিস্ হেলেনা দু'তিনটে ঘর নিয়ে ক'দিন আছে। কার্ড পাঠাতেই হেলেনা নিজে এসেই তাদের নিয়ে গেল বস্‌বার ঘরটিতে। বেশ সুসজ্জিত কক্ষ—ভাল আর্টিষ্টের যেমনটি হওয়া উচিত। কমলেরও যথোচিত অভ্যর্থনা হেলেনা ক'র্‌ল।

চপলা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হেলেনার আর্টের সুখ্যাতি ক'রে যাচ্ছিল। হেলেনাও ব'লছিল—“আপনি সেদিন সেই সামান্য রেসিটেশনে যে

নমুনা দেখিয়েছেন, তাতে আমার মনে হ'য়েছে, আপনি যদি এ লাইনে আস্‌তেন, তা হ'লে আর কারুর মাথায় আর মুকুট শোভা পেত না।"

কথাগুলো শুনে চপলার নয়ন প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ল।

বেশ খানিকক্ষণ ধ'রে কথাবার্ত্তা তাদের চল্‌ছে। বোধ হয় ঘণ্টা খানেক হ'য়ে গেছে। বাইরের দোরে মৃদু করাঘাত হ'ল—

"মে আই কাম্‌ ইন্‌?"—পুরুষমানুষের গলা।

হেলেনা তার অতিথিদের পানে দৃষ্টিপাত ক'রে একটু হেঁসে ব'ল্‌ল—

"আপনারা কিছু মনে ক'র্‌বেন না ত'? আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু আর্টিষ্ট দেখা ক'র্‌তে আস্‌ছেন। ন'টায় তাঁর আসার কথা ছিল"—এই ব'লে ঘড়ির দিকে হেলেনা চাইল।

"তাইত'! ঘণ্টাখানেক আমরা গল্পে মেতেছিলুম! কি জ'মেই গেছল!"

চপলা ও কমল উঠতে চাইল।

হেলেনা তাদের উঠতে দেবে না।

"না—না—উঠবেন না। মিঃ রাও-এর সঙ্গে আপনাদের পরিচিত ক'রে দেওয়াও আমার অভিপ্রেত ছিল।"

চপলা ও কমল বসিল।

হেলেনা বেরিয়ে গিয়ে বন্ধুটিকে তার নিয়ে ঘরে ঢুকল।

আশ্চর্য্য!—সেদিনকার প্লের সেই তরুণ শিল্পী—সেই কিষাণিয়া।

চপলা ও কমল বিস্মিত হ'য়ে মুখের দিকে চেয়ে রৈল। সে এসে একখানা চেয়ারে ব'স্‌ল—তাদের দুজনকে শিষ্ট অভিবাদন জানিয়ে।

দেখতে সুপুরুষ। তবে, চুলগুলো কেমন আলুথালু, পরিচ্ছদের পারিপাট্যের দিকে তেমন দৃষ্টি নেই।

"ইনিই মিঃ রাও—আমার আর্টিষ্ট বন্ধু—ইনিও ক'দিন হ'ল কল'কাতা এসেছেন। ইনি মিস্ চপলা, আর ইনি প্রোফেসার কমলকৃষ্ণ মুখার্জ্জি।"

মিঃ রাও-এর সাহেবী ড্রেস্, তবে মাথায় হ্যাট নয়, একটা ছোট পাগড়ীর মতন। নামটা রাও—কিন্তু চেহারা বাঙ্গালী। বোধহয় রায়-এর অপভ্রংশে রাও হ'য়ে থাকবে।

"কা'ল ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে আপনার সুন্দর পার্‌ফর্‌মান্সটা দেখার সৌভাগ্য আমারও হ'য়েছিল, মিস্ চপলা। চমৎকার! আপনার সঙ্গে পার্‌সোনালি পরিচিত হবার সুযোগ দিলেন ব'লে মিস্ হেলেনাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।"

চপলার চোখে তখনও বিস্ময়, আনন্দ, আশা—মাথামাখি ক'রে ছিল!

এই দুইজন যশস্বী আর্টিষ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হ'য়ে সেও যে নিজেকে কম ভাগ্যবতী মনে ক'র্‌ছে না, এটা জানিয়ে দিতে সে ইতস্ততঃ করে নি।

আরও আধ ঘণ্টাখানেক তাদের বেশ অন্তরঙ্গভাবেই কথাবার্ত্তা চ'ল্‌ল। ফর্‌মালিটিজের বালাই ওসব আসরে বড় একটা নেই।

রাত্রি সাড়ে নয়টায় সেদিনকার মজলিস ভাঙ্গল।

মটরে তাদের ঘরে ফিরে আসার সময় চপলা ও কমলের দু'একটা বৈ কথা হয় নি। তাও—তাদের নতুন পরিচিত আর্টিষ্টদের অসামান্য কৃতিত্ব সম্বন্ধেই।

কমলের বাসার কাছ দিয়ে মটরটা পাস করার সময়, কমল নেমে যেতে চাইল।

"আজ আর ওখানে যাবেন না?"—চপলা একটিবার হেঁসে ব'ল্‌ল

বটে, কিন্তু তার ভুরুর ধনুতে তখনও ছিলে পরাণো ছিল। তার ভাবটাও যেন অন্যমনস্ক।

কমলের ভয়টা, অস্বস্তিটা তখনও ভাঙেনি।

"মাথাটা এখনও একটু যেন ঘুর্‌ছে। আজ থাক্—চপলাদেবি!"

সে মটর থেকে নেবে গেল।

সে সরাসরি তার শোবার ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে প'ড়ে পিসিমাকে ডেকে ব'ল্‌লে—"পিসিমা, আজকে শরীরটে সুবিধে নেই। রাত্তিরে কিছু খাব না। আমি শুয়ে প'ড়লুম্।"

ঘরের দরজা সে আগেই বন্ধ ক'রেছিল।

শুয়ে পড়ে খানিক সে ছট্‌ফট্ ক'র্‌তে লাগল। তারপর, কেমন যেন তার কান্না পেতে লাগল!

ওদিকে চপলা সাজপোষাক না ছেড়েই তার কক্ষটিতে গিয়ে ব'সেছে। ব'সে, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে—সেই পেন্টিংটার পানে। ঝ'ড়ো ল্যাণ্ড-স্কেপের ছবিটে নয়—সেই আর একটা—উর্ব্বশী নাচের আসর থেকে একলা নিশীথে এক বিজনপথে চ'লেছে!

খানিকক্ষণ ট্রান্সের মতন ব'সে থেকে চপলা অতি মৃদুস্বরে একবার ব'ল্‌ল—

"তাকেও একলাটিই চল্‌তে হবে, তার চলার পথে!"

কিন্তু দীর্ঘশ্বাস তার বুক থেকে বেরিয়েছিল! খুব ক্ষীণ নয় সেটা।

তার পর, একটুক্ষণ থম্‌কে দাঁড়িয়ে থেকে, সে ধীরে ধীরে গেল টেলিফোন্‌টার কাছে। চোঙটা হাতে ক'রে কতক্ষণ কি ভাবল। তার পর—

"হ্যালো—কনেক্ট মি উইথ নম্বর—প্লিজ" ব'লে টেলিফোঁএ কার সঙ্গে কথাবার্ত্তা সুরু ক'রে দিলে।

তার পরদিনও বিকেলে চপলার চিঠি এল কমলের হাতে। সেই রকম চৌকো রঙীন খামে। আজকেও মিষ্টি ক'রে চপলা কমলকে আহ্বান ক'রেছে—পার্ল সিনেমায় যাবার জন্যে। সেখানে আজ মিস্ হেলেনা আর মিঃ রাও এর পার্ট আছে এমন এক ছবি দেখাবে। সে খোঁজ নিয়ে জেনেছে—আরও ভাল এটা। আর, শুধু ছবি নয়, টকি। কমলবাবুর মাথাটা কি এখনও ছাড়ে নি? চপলা এটা আশা ক'র্‌তে ভরসা পাবে কি যে, আজও কমলবাবু তার সঙ্গে সিনেমায় যাবেন?...

কিন্তু শেষের সেই কথাটি যে নেই!—"কমলবাবু সঙ্গে না গেলে তার একলা দেখে তৃপ্তি হবে না।"

কমলের বুকখানা ভেঙ্গে চুরে নিয়ে কি একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল!

সে—কি খেয়াল হ'ল—তাড়াতাড়ি এক জবাব লিখে দিলে—

আজ তার মাথাটা বেশী ধ'রেছে। তাঁর পাশে ব'সে অমন ভাল আর্টটা উপভোগ করার সৌভাগ্য ও আনন্দ থেকে সে যে বঞ্চিত হ'চ্ছে, এর জন্যে চপলাদেবী তার ক্ষোভে একটুখানি ক্ষুব্ধ হবেন কি—তাকে ক্ষমা ক'র্‌বেন কি? কা'লকেই তাঁর সঙ্গে দেখা ক'র্‌বে সে।

তারপর দিন দুপুরে তার ছুটি ছিল, চপলাদেরও ছুটি ছিল। সে গেল তাদের বাড়ী। সরাসরি চপলার কক্ষে সে চ'লে গেল। কৈ—চপলা ত' সেখানে নেই। একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে কতক্ষণ ব'স্‌ল। তাদের কতদিনকার এক সঙ্গে আর্ট সাধনার কক্ষ!

পাশেই একটা মার্ব্বেল-বাঁধানো টেবিল। তার উপর একখানা চৌকো বাদামী রঙের খাম প'ড়ে র'য়েছে, না?

সে একটু ঝুঁকে দেখল—এক অপরিচিত হাতে লেখা চপলাদেবীর শিরোনামা। লোকাল পোষ্ট মার্কই বোধ হ'ল।

কমল অবশ্য সেটা আর হাতে নেড়ে চেড়ে দেখল না।

সে ফিরে আস্‌ছে, ড্রয়িং রুমে প্রমীলার সঙ্গে দেখা।

"কমলবাবু! চপলা বেরিয়ে গেছে বুঝি? হাঁ—বটে—তাদের ড্রামাটিক্ ক্লাবের একটা ইন্‌ফর্‌ম্যাল্ মিটিংএ তারা আজ ঠিক ক'র্‌বে—ক'ল্‌কাতায় কোন্ ছুজন বড় আর্টিষ্ট এসেছে—তাদের অভিনন্দন দেবার কথা। ইন্‌ফর্‌ম্যাল্—তাই বুঝি তাদের প্রেসিডেণ্টকে খবর দেয় নি? ভাল কথা—সে আপনাকে আজকের মতন তার এক্‌সকিউজটা জানাতে ব'লে গেছে আমাকে—আপনি যদি এসে ফিরে যান তাই ভেবে।"

"আমি আস্‌ব ব'লেছিলুম বটে, কিন্তু কোন টাইম দিইনি ত'! এতে তাঁর এক্‌সকিউজ জানাতে হবে কেন?"

"ব'স্‌বেন না? চলুন, লাইব্রেরীতে।"—প্রমীলা তার সরল সহজ সুরেই ব'ল্‌ল—কিন্তু স্বরটা যেন সামান্য একটু গাঢ়—একটা গোপন সমবেদনায়?

কমল কিন্তু ব'স্‌ল না। যা তা একটা এক্‌সকিউজ জানিয়ে চ'লে গেল।

চপলার ছুপুরে বেরিয়ে যাওয়ার যে কারণটা পাওয়া গেল, সেটা যে সঙ্গত, তাতে সন্দেহ নেই। অতবড় ছুজন আর্টিষ্ট ক'লকাতা এসেছেন—তাঁদের রিসেপসন্—অভিনন্দন মেয়েদেরও ড্রামাটিক্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে হবে—এত স্বাভাবিক। কমলের নিজেরই এটা মনে আসা উচিত ছিল। সে তাদের প্রেসিডেণ্ট—সেই ওটা সাজেষ্ট ক'র্‌ল না কেন?

কমল টাইম ধ'রে চপলার সঙ্গে কোন এন্‌গেজমেণ্ট ক'রে নি। সে একটা জরুরি কাজে বেরিয়ে গেছে। বেরিয়ে যেতে হ'য়েছে ব'লে,

দিদির মারফৎ একটা একস্‌কিউজও সে জানিয়ে গেছে। বস্‌—ভদ্রতা, শিষ্টাচারের দিক্‌ থেকে এইটেই কি যথেষ্ট নয়?

কিন্তু চপলার সঙ্গে কমলের শুধু ভদ্রতা আর শিষ্টাচার বাঁচিয়ে চল্‌বার কার্‌বারটাই এদ্দিন চলে এসেছে কি?

প্রায় বছরখানেক হ'তে চ'ল্‌ল—সে চপলার ওখানে যাওয়া আসা ক'র্‌ছে। দিন নেই, রাত নেই, যখন তখন। কখনও চপলার সেই রঙ্গীন চৌকো লিপির মিষ্টি আহ্বানে, কখনও বা আপনারি ততোধিক মিষ্টি একটা গরজের তাগিদে।

চপলাকে সে কোনদিন মিস্‌ করেনি ব'ল্‌লেই হয়।

শুধু তাই নয়। যখন কমল গেছে, সে দেখেছে, অনুভব ক'রেছে—চপলা যেন তারির জন্যেই অপেক্ষা ক'রে আছে। তার আর্টের রূপ-সাধনার রংমশালটি সে বানিয়ে ঠিক ঠাক ক'রে রেখে দিয়েছে—কমল গিয়ে সেটাকে দিয়েশলাইএর কাটি জেলে জ্বালিয়ে দিলেই হয়! তার আর্টের রস-উপভোগের তুবড়িতে রঙ্গীন নক্সাকাটা ফুলকাটা বারুদ ভ'রে সে ঠিক ক'রে রেখেছে, কমল গিয়ে তাতে একটা আগুনের ফিন্‌কি ফেল্লেই হয়!

চপলার কোন কাজেরই তাগিদ এর চাইতে বড় ছিল না। কোন কিছুরই আকর্ষণ এটার চাইতে বলবৎ ছিল না।

কমলকে নিরাশ হ'য়ে কোন দিনই ফির্‌তে হয় নি!

আজকে চপলা চ'লে গেল, কিন্তু—একটা চিঠি—সেই রঙ্গীন চৌকো খামে একখানা চিঠি—তাকে লিখে গেলেও ত' পার্‌ত!

সত্যিই, কমল কেমন যেন দ'মে গেল।

ক'দিন কেটে গেছে।

এর ভেতর চপলার সঙ্গে কমলের দেখাও হ'য়েছে, চিঠি লেখালিখিও

হ'য়েছে। চপলার চিঠিতে শিষ্টাচার, এমন কি, মিষ্টত্বটুকুরও, অভাব ছিল না। কমলের চিঠিগুলো বরং যেন শিষ্টাচারের কাঁচি দিয়ে বেশী বেশী কাটা-ছাঁটা, শুক্‌নো ঝর্‌ঝ'রে হ'য়ে যেত'!

কিন্তু কি জানি কেন, তাদের কক্ষের সেই নিভৃত আর্টের আসরটা আর তেমন জম্‌ত না। যেন ঘরটার মাঝখানে একটা দেয়াল তুলে দিয়ে তারা ব'সে আছে!

কমলের মুখখানায় হয়ত' একটা পুরাতন ব্যথার ছায়া, চপলার মুখখানায় হয়ত' একটা নূতন আশার আলো!

কমল যখন চাপ্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে একটা হতাশ দীর্ঘশ্বাস, চপলা তখন হয়ত জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে তার নাসাপুট দুটো ভ'রে টেনে নিচ্ছে একটা রঙ্গীন, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের হাওয়ার আহ্বান-হিল্লোল!

অনেকক্ষণ তাদের কোন কথাবার্ত্তা হয় না। কমল একখানা বই-এর পাতা উল্‌টুচ্ছে, চপলা তখন হয়ত' একটা ফোটো এল্‌বামের পাতা উল্‌টুচ্ছে, আর হাঁই তুল্‌ছে।

রাত তখন নটাও বাজেনি।

তাদের এই অমিলটা, খাপছাড়া হওয়াটা, কমলকে অতিষ্ঠ ক'রে তুল্‌ত, চপলার ভুরো দুটোয় সেই ছিলে পরিয়ে দিত।

মাঝে মাঝে জোড়াতালি দেবার চেষ্টা দুপক্ষ থেকে হ'তে দেখা যেত'—কিন্তু জোড় বেশীক্ষণ টিক্‌ত না, ভেঙ্গে যেত'!

তবে কি অসম্ভব হয়ে প'ড়েছে?

অথচ, কমলের ব্যথাতুর মুখখানা দিন দিন আরও ব্যথাতুর হ'য়ে আস্‌ছিল, আর চপলার সেই হাসির ফাঁকে ফাঁকে ম্লানভাবটুকু, আর মৃদু দীর্ঘশ্বাস আগের চাইতে একটু বেশী ঘন ঘন প্রকাশ পেত'!

কি খেলা খেল্‌ছে তারা দুজনে?

কমলের নিজের সম্বন্ধে সংশয়টুকুও নেই। সে চপলাতে অনুরক্ত—তাকে চায়। চায়, কিন্তু তাকে পায় না, পাবার আশারত্তিও এইবার বোধ হয় হারাতে বসেছে!

আর, চপলার খেলা চপলাই জানে!

কমল মাঝে মাঝে এখন চপলাকে "মিস্" করে—বাড়ীতে পায় না। কোন দিন হয়ত টাইম ধ'রে ঠিক ক'রে দেখা করতে গেছে—ঠিক কাঁটায় কাঁটায় চপলা এল ঘরটিতে। সে বেরিয়ে গেছল—এই আস্‌ছে। কপালে, কপোলে তার ঘর্ম্মবিন্দু! কোন দিন বা দু'চার মিনিট লেট্‌ও সে করে—এসে এপোলোজাইজ্ করে।

একদিন সন্ধ্যের কিছু আগে এসে শুন্‌ল—চপলা বেরিয়ে গেছে।

কমলের মনটা ভাল ছিল না, সে গেল ট্রামে করে ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে। তখন সন্ধ্যা হয়েছে। গার্ডেনে লোকজন তখন বিরল। মাঠে কি একটা বড় খেলা বুঝি ছিল।

সে বিজন পথ দিয়ে একলাটি আনমনে যাচ্ছে, হঠাৎ একটা হাসির কলধ্বনি কাণে গেল। তারির না? চপলার?

সত্যিইত—একটা বোটে চপলা দুহাতে রো কচ্ছিল। আর একজন কে হা'ল ধ'রে। মুখে তার চুরুট। সেই বড় আর্টিষ্ট—মিঃ রাও, না?

কমল আর কিছুই দেখল না। বাড়ী ফিরে এল।

তার বুকের ঝড়টা সে কোন মতেই শান্ত করতে পার্‌ছে না। ইজিচেয়ারটায় অনেকক্ষণ এলিয়ে প'ড়ে থেকে, কি ভেবে উঠল। আস্তে আস্তে নেবে গিয়ে চল্‌ল চপলাদের বাড়ী। তখন রাত্রি দশটা সাড়ে দশটা হবে।

চপলা তার ঘরেই ছিল। সেও ছিল তার ইজিচেয়ারে শুয়ে।

"এই যে, আসুন—"

কমলের মুখখানা গম্ভীর।

"চপলাদেবি! একটা কথা বল্‌তে এসেছি—"

চপলা চোখদুটো তুলে কমলের মুখের 'পর রাখল।

"আপনি আর্ট ভালবাসেন, খুবই বাসেন। আর্ট খুব উচ্চ জিনিষও। কিন্তু যারা আর্ট নিয়ে রয়েছে—এমনকি, যারা বড় আর্টিষ্ট—তারা সব সময়ে যে উচ্চ, এমন নয়। সত্যিকার আর্টকে আদরে বরণ ক'রে নেয়া যায়, কিন্তু আর্টিষ্টকে তা সব সময় যায় না। বন্ধুভাবে এইটে আপনাকে ব'লে দেবার অধিকার আমার আছে মনে ক'রেই, আমি বল্‌তে এসেছি। সে অধিকার না থাক্‌লে, মাপ কর্‌বেন।"

চপলাও গম্ভীর হ'য়েছিল।

"আর্ট আর আর্টিষ্টের তফাৎ আজ দেখিয়ে দিতে এলেন কেন, কমলবাবু?"

"আজ এমন একটা কিছু আমার চোখে পড়েছে, যাতে এটা স্মরণ করিয়ে দেয়া আমার উচিত বলে মনে হয়েছে। ইডেন গার্ডেনে—"

"বন্ধু কি আজ গোয়েন্দাগিরি কর্‌তে বেরিয়েছিলেন?"

"বিশ্বাস করুন, চপলাদেবি! গোয়েন্দাগিরি আমার ধাতে আসে না। আমি জান্‌তুম না—আপনি আজ ওখানে গেছেন।"

"আমিত স্বাধীনভাবে মেলামেসা কর্‌তেই অভ্যস্ত আছি, কমলবাবু।"

"তা জানি। তবু সাবধান হবার ক্ষেত্রও কখন কখন থাক্‌তে পারে, আস্‌তে পারে, মনে হয়েছিল।"

"আপনি ঠিক কি মিন কচ্ছেন, বুঝলুম না। যদি ঠিক বুঝে থাকি, তবে, জেনে রাখবেন, চপলাদেবী স্বাধীনভাবেই সাবধান হবার না হবার ক্ষেত্র ঠিক করে নেবে। বন্ধুদের তা নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভাল।"

—সে এই বলে ঘর থেকে উঠে গেল।

একাদশ

চপলাদেবীর সঙ্গে এই স্পষ্ট বিচ্ছেদের পরই সে কাশী চ'লে গেছল। বোধ হয় দিন চার পাঁচ পরেই। পূজোর ছুটির মুখে। এ ক'দিন সে অবশ্য আর চপলাদের কোন তত্ত্ব রাখে নি। পাছে কালেজ থেকে ফের্‌বার পথে চপলাদের সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায়, তাই, সে রোজ রোজ বিকেলে কালেজ থেকে বরাবর গড়ের মাঠের দিক্ চ'লে যেত। অনেকখানি রাত্তিরে ফিরে আস্‌ত।

বায়োস্কোপ দেখতে যাবার নেশাটা তার খুবই ছিল। কিন্তু ক'দিন তাও আর দেখতে যায় না।

তার মনের গতিক এত খারাপ যে তা আর বলার না। পূজোতে বরাবর সে বাড়ীই গিয়ে থাকে, কখ্‌খনো বাদ দেয় না। মার তার, সে সে-সময় বাড়ী না গেলে চলে কি ?

এবার বর্ষায় কমলের দু'একবার জ্বর হ'য়েছিল। তার ওপর এই মর্ম্মান্তিক এক ব্যর্থতা! সে ঠিক ক'র্‌ল দূর দেশে যাবে। নতুন যায়গায় গিয়ে যদি যন্ত্রণাটা কতক ভুল্‌তে পারে। কোথায় যাবে? তার এক বন্ধু, অসীম, থাক্‌ত কাশীতে। তাকে চিঠি লিখে, মার মত আনিয়ে, সে পূজোর ছুটিতে কাশী যাওয়াই স্থির ক'র্‌ল।

এর মধ্যে চপলা আর তাকে চিঠি দেয় নি। তবে প্রমীলা একদিন চিঠি লিখে ডেকে পাঠিয়েছিল—কি জানি কি ভেবে!

কমল মিনতি ক'রে মাপ চেয়েছিল—সে যায় নি।

সে শরীর খারাপের অজুহাত দেখিয়ে তাদের ড্রামাটিক্ ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্টসিপও ছেড়ে দিয়েছে। তার গত বছরের দক্ষ পরিচালনার

জন্যে তাকে ইউনিয়নের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এক টাইপ করা চিঠিও এল —নীচে চপলার স্বাক্ষর। সেই যে সেক্রেটারী।

সেই বড় দুজন আর্টিষ্টের রিসেপ্‌সন্‌টাও পূজোর আগেই হ'য়ে গেল। তার ইন্‌ভিটেশন্‌ এল, সে গেল না।

পরদিন কাগজে রিপোর্ট দেখলে—খাসা হ'য়েছিল। চপলারা ঐ উপলক্ষ্যে কি একটা ড্রামার সিলেক্‌ট সিন্‌সও অভিনয় ক'রেছিল। চপ-লার অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'য়েছিল। রিপোর্টার লিখছে—ছাত্রী অভিনেত্রীদের অভিনয় পারিপাট্যের যশ মিস্‌ হেলেনা ও মিঃ রাও কিছু দাবী ক'র্‌তে পারেন। শেষের দিক্‌টায় তাঁরা ছাত্রীদের কতকটা কোচ্‌ ক'রেছিলেন। অল্প ক'দিনের জন্যে কল্‌কাতা-প্রবাসী হ'য়ে খাঁটি আর্টের জন্যে যে এতটা পরিশ্রম ক'রেছেন তাঁরা, এটা তাঁদেরি যোগ্য হ'য়েছে। ভূতপূর্ব্ব পরিচালক প্রোফেসার কমলবাবুও প্রশংসার ভাগে বাদ পড়েন নি দেখা গেল।

অভিনন্দনের বর্ণনা দিতে গিয়ে রিপোর্টার লিখছে—

অভিনয়ের সেরা অভিনয় হ'য়েছিল সেদিন তখন, যখন শ্রীমতী চপলাদেবী স্বহস্তে দুগাছা ফুলের মালা নিয়ে সেই প্রসিদ্ধ আর্টিষ্টদের গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন!

কমল কাগজ বন্ধ ক'র্‌ল।

আমরা আগেই তাকে কাশীতে আসতে দেখেছি। কাশীতে দিন কতকের তার ঘর গেরস্থালীর একটা চিত্রও আমারা এঁকে দেখিয়েছি।

সেই অনাথা মেয়েটির—দেবুর—ছবিটি বিশেষতঃ।

মহাষ্টমীর দিন দেবুর হাতটি ধ'রে অঞ্জলি দেবার সময় তার নতুন একটা "ভিশন" হ'য়েছিল, তা আমরা দেখেছি। তার দিন পনর আগে সে চপলার কাছ থেকে সেই ঘা খেয়ে এসেছে।

কিন্তু সেই দিনই কাশীতে তার এক চিঠি আসে, নয়? রঙীন, চৌকো, ল্যাভেণ্ডার-গন্ধ খামে?

হাঁ।—সেটা চপলার চিঠি।

ভারি মিষ্টি ক'রে লেখা! সেদিন রাত্রে চপলার মেজাজটা ভাল ছিল না, কি ব'ল্‌তে কি বলে ফেলেছে, কমলবাবুকে। সে জন্যে সে কমলবাবুর কাছে মাপ চাচ্ছে। তিনি কি তাঁর দীর্ঘ এক বৎসরের আর্ট-ছাত্রী ও সঙ্গিনীটিকে একদিনকার একটা সাময়িক রুক্ষতার জন্যে মাপ কর্‌তে পার্বেন না? যিনি এতদিন ধ'রে এত সাধ, এত যত্ন ক'রে তাকে গ'ড়ে তুলেছেন, আজ, একদিনকার একটা কথায়, কি তার ওপর তিনি রাগ করেই রইবেন?...

মিস্ হেলেনা ও মিঃ রাও তাদের রিসেপ্‌সনের দু'একদিন পরেই চলে গেছেন। তাঁরা দুজনেই যেমন বড় আর্টিষ্ট, তেমনি ভাল লোক। তাঁদের সম্বন্ধে কমলবাবু যদি কোনও রকম একটা সংশয় মনে স্থান দিয়ে থাকেন ত' অবিচার ক'রে ফেলেছেন। তার মতন একটু ঘনিষ্ঠভাবে মিশলে ও অবিচারটা কর্‌তেন না নিশ্চয়ই।...বোম্বে থেকে তাঁদের চিঠি পেয়েছি...

কমলের প্রতি সেই শেষের দিন রাত্রে তার রূঢ় ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হ'য়েই চপলা এ পত্রখানা লিখেছিল। সত্যিইত'—তার আর্ট সাধনা, আর্ট-উপভোগের ভেতর দিয়ে সেও যে লম্বা একটা বছর কমলের সঙ্গে নিজকে বেশ খানিকটে জড়িয়ে ফেলেছিল! আর, কমলের মতন অমন নিপুণ, রসজ্ঞ, সমদরদী সঙ্গী! তাড়িয়ে দেব ব'ল্‌লেই কি তাড়িয়ে দেয়া যায়!

তা ছাড়া, তার ওপর কমলের উত্তরোত্তর বর্দ্ধিষ্ণু ও সুস্পষ্ট অনুরাগের সাড়া সে যে না পাচ্ছিল, এমন নয়। কোন নারীই বা না পেত?

কারুর তার প্রতি আসক্তি বা অনুরাগের উদয়, স্থিতি লয়ের সমগ্র রেখাটি—সে রেখার প্রত্যেক এঁকা বেঁকাটি, প্রত্যেক ওঠা নামাটি, প্রত্যেক ঘোরা ফেরাটি,—স্পষ্টভাবে তার সাম্‌নে প্রতিভাত ক'রে তোলে এমন একটা "ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়" নারীর ভেতরে না মেনে কে যাবে?

সে আসক্তি বা অনুরাগটির প্রতি একান্ত ভাবে উদাসীন কোন নারীই কোন দিন হয় নি। তার দিকে অনুরূপ একটা আর্কষণ—যাকে ব'লে প্রতিদানের প্রবৃত্তি বা আবেগ—সেটা যে সব ক্ষেত্রে হ'য়েছে, এমন নয়। মগ্নচেতনার তলায় তলায় কি হয় না হয়, তার খোঁজ, তার বিশ্লেষণ ক'রে কাজ নেই। তবে, স্পষ্টতঃ, জ্ঞাতসারে, কোন কোন নারী হয়ত' ওরকম ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিদান দেবার জন্যে প্রস্তুত হ'তে দেখতে পাচ্ছে না।

হয়ত' ভেতরে ভেতরে মন খানিকটে ঝুঁকেছে—কিন্তু অন্য কোন দিকের প্রবলতর আকর্ষণ, তাকে আট্‌কে রেখেছে, বাহ্যতঃ বিমুখ ক'রে রেখেছে, পরাঙ্মুখ ক'রে রেখেছে। নানান্‌খানা ভেবে চিন্তেও কেউ হয়ত রাশ টেনে রেখেছে।

চপলারও মগ্নচেতনায় ডুবুরি হ'য়ে কাজ নেই। অন্ততঃ এখন। তার যে প্রবলতম আকর্ষণ হচ্ছে তার আর্টের দিকে—যে আকর্ষণটা তাকে আর্টের ভেতরেই তন্ময়, একনিষ্ঠ ক'রে রেখেছে—সে সমাচার আমরা পেয়েছি।

আর্ট ছাড়া আর কিছুর দিকে মনটা নেবার, আর কিছুতে মনটা বসাবার হয়ত'—সে যথেষ্ট তাগিদ পায়নি, ফরসুৎ পায় নি।

কমলের সঙ্গে তার মেলামেশা, তার প্রতি তার টান—ঐ আর্টের খাতিরে, তাও আমরা সন্দেহ ক'রেছি।

তবু, ভেতরে ভেতরে, তার নারী-অনুভূতি তাকে ধরিয়ে দিচ্ছিল

কমলের ঠিক অবস্থাটা, আর সেটা তার নারীপ্রকৃতির তলে তলে একটা অজানা আলোড়নও হয়ত সৃষ্টি কর্‌ছিল।

যে ভালবাসে, যাকে কোন দিন ভালবেসেছি মনে হয় নি, সেও চলে গেলে—ভেতরের ঐ গোপন-সঞ্চিত আলোড়নের আঘাতটা অনেক সময়ই ধরা পড়ে।

আর, নিজের কোন রূঢ় ব্যবহারে যদি তাকে সরিয়ে দেয়া হ'য়ে থাকে, তবে ত' কথাই নেই!

তখন, একটা মর্ম্মান্তিক করুণ ফিল্ম চিত্রের মতন, তার—সেই উপেক্ষিতের, বিতাড়িতের—সমগ্র ভালবাসার ছবিটে চোখের সাম্‌নে দিয়ে তাড়াতাড়ি ভেসে যায়—

বুকখানার ভেতর একটা গোপন ফাঁকা ধরা পড়ে, চোখ দুটো জলে ঝাপসা হ'য়ে আসে!

চপলার ঠিক কতদূর কি হ'য়েছিল, বল্‌তে পারি না। তবে, এটা ঠিক যে, তার সেই কাশীতে পাওয়া প্রথম পত্রখানার গোলাপী পুডিংএ একটা সত্যিকার ব্যথার ও অনুতাপের "পুর্‌" দেয়া ছিল!

কমল কাশীতে পা দিয়েই যে চপলাকে মন থেকে মুছে ফেল্‌তে পেরেছিল, অথবা মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা ক'রেছিল, তা নয়।

আর, কাশীতে পা দিয়েই সেই কিশোরী অনাথা মেয়েটির মুখখানা দেখেই তাকে ভালবেসে ফেলেছিল, তাও নয়।

অত সহজে কোন কিছু মোছাও যায় না, নতুন ক'রে আঁকাও যায় না।

তবু, তার ব্যথিত মথিত পরাণে ঐ সরলা, শান্ত মেয়েটির স্পর্শ কেমন যেন স্নিগ্ধই বোধ হ'য়েছিল!

তার মমতা, তার দরদ দেবুর দিকে এগিয়ে দিতে সে কোন বাধা পায় নি।

তবু, মহাষ্টমীর দিন অঞ্জলি দেবার সময় সেই "ভিশন্"টা তাকে আশ্চর্য্য ক'রে দিয়েছিল—সুখের, শান্তির, তৃপ্তির একটা নূতন সম্ভাবনার তটটি তাকে দেখিয়ে দিয়েছিল, যখন সে হাবুডুবু খাচ্ছে একটা আশাহীন, ভরসাহীন অকূল পাথারে!

বাড়ী এসে চপলার সেই রঙ্গীন চৌকো খামটা খুলে যে তখুনি হারিয়ে ফেল্লে—সেই নূতন সম্ভাবনার স্নিগ্ধোজ্জ্বল তটের চিহ্নটি! তার জায়গায় ভেসে উঠ্ল আবার সেই পাথারের ভেতরেই রঙ্গীন-কোয়াসা-ঘেরা এক মায়াদ্বীপ!

আবার চপলাই তার মন জুড়ে ব'স্ল।

তার সঙ্গে এতদিনকার মধুসঙ্গ সে ভুল্বে কি ক'রে? আর,—ভোল্বার দরকারও ত' নেই। চপলাই যে তাকে ভুল্তে বারণ ক'রেছে!

কিন্তু সে মধুসঙ্গ শুধু কি আর্টের ভেতর দিয়েই চিরটা জীবন হ'য়ে যাবে? তাতে ত' তার তৃপ্তি নেই, সুখ নেই!

তবে, এইটেই তার ও নিজের ভেতর হ'ল মিলনের সেতুটি। সেদিন রাত্রে চপলা রাগ ক'রে সেতুটি উঠিয়ে নিয়ে, তাকে দুর্গের পরিখা পার ক'রে দিয়েছিল। আজ, সেই দেখ্‌ছি সেতুটি আবার ফেলেছে—দুর্গদ্বার একটুখানি ফাঁকও ক'রেছে।

সে সেই সেতুটার উপর দিয়ে গিয়ে দুর্গে প্রবেশ ক'রে দুর্গটাকে ভালমতে দখল করার চেষ্টা ক'র্বে না কেন?

তার ত' চপলার প্রতি অনুরাগ একটুও কমে নি!

আর, সেদিনকার সে ঘটনার জন্যে মূলতঃ দায়ী কে বেশী? চপলা স্বাধীনভাবেই সব্বা-এর সঙ্গে মেলামেশা ক'রে থাকে। তার পক্ষে, সন্ধ্যে

বেলা, কোন পুরুষবান্ধবের বা পরিচিতের সঙ্গে, ইডেন্ গার্ডেনে অথবা বোটানিকাল্ গার্ডেনে, রোয়িং ক'রে বেড়ান অপ্রত্যাশিত নতুন একটা কিচ্ছু নয়। তার সঙ্গেই কদ্দিন সে একলাটি রোয়িং ক'রে বেড়ায় নি, মটরে লম্বা লম্বা ট্রিপ দেয়নি—নিজেই ড্রাইভ ক'রে? তখন তাতে দোষ হ'ল না—সাবধানবাণী শোনাবার দরকার হ'ল না—হ'ল মিঃ রাও-এর বেলা?

কেন—তার নিজেরই একটা প্রচ্ছন্ন "জেলসি" ছাড়া, আর কোন্ আদালতে, কোন প্রমাণে, কোন ধারায় মিঃ রাওকে দোষী সাব্যস্ত ক'রে দিতে পারে?

তারিরই—অন্যায়!

চপলার পত্রোত্তর সে কাশী থেকে দিয়েছিল। তার অপরাধের ক্ষমা চেয়ে—তার এতদিনকার এতখানি বাঞ্ছনীয় বরণীয় সঙ্গ থেকে সে যে বিচ্যুত হ'ল না, এর জন্যে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে—আর তাদের এই বরণীয় সঙ্গ যে অচ্ছেদ্য হবে, সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ হবে—এই রকমধারা একটা আকাঙ্ক্ষা ও আশার ইঙ্গিত জানিয়ে।

স্পষ্টতঃ "লভ" লেটার্ নয়, তবে, লভের একটা গোপন ব্যঞ্জনা তার কথাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে হয়ত' ছিল। অন্য কেউ হ'লে, তাতে আর কিচ্ছ দেখতে পেত না, কিন্তু নারীর সেই "ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়টা?"

চপলার উত্তর আস্‌তে দেরি হ'ল। কমলের বুকটা দুরু দুরু ক'র্‌ত।

এদিকে দেবুর প্রতি তার টানটা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল। তবে—সেই মামুলি মমতা, দরদ ছাড়া, সেটা আর বড় একটা কিচ্ছু নয়, এই নিদানটা কমল নিজেকে শুনিয়ে রেখেছিল।

দিন কতক বাদে আর একখানা চিঠি এল—রঙ্গীন, চৌকো খামে, সেই ল্যাভেণ্ডার গন্ধ, কিন্তু রংটা একটু ফেকাসে।

চিঠিখানা পেয়ে কমলের মুখ একবার লাল, একবার সাদা হ'য়ে গিছল। তাতে ছিল কি?

চপলার পত্রে মিষ্টিকথার বুকুনি যথেষ্টই দেয়া ছিল—কমলের সঙ্গ যে তারও কাছে বরণীয়, এটাও মেনে নেয়া ছিল। কিন্তু—

চপলা খুব স্পষ্ট ক'রেই কমলকে জানতে দিয়েছিল যে, তাদের সেই বরণীয় সঙ্গটা এদ্দিন যেমন হ'য়ে আসছে, তেমনি শুধু আর্টের ভেতর দিয়েই হ'বে। চপলা আর্ট ছাড়া আর কোন সূত্রে নিজেকে জড়াবে না, বাঁধবে না। আর্টের সূত্রে বাঁধা থেকেও সে তার স্বচ্ছন্দগতিটি হারাবে না। কমলের দীক্ষা, কমলের পরিচালনা, কমলের অনুমোদন—এসব তার পক্ষে খুবই মূল্যের হ'য়েছে; কমলের বন্ধুত্বও তার কাছে আজীবন আদরেরই হবে, সে আশা করে…

কমলের স্বপ্ন একেবারে চুরমার ক'রে দিলে!

তারপর, কমলের সেই ব্যথাকাতর দৃষ্টি আমাদের দেবুকে কি ভাবে বিচলিত ক'রত—তা আমরা দেখেছি।

কমলও তার সেই এতদিনকার আঁকড়ে-ধরা রঙ্গীন স্বপ্নপুরীর নির্ম্মম ধ্বংস-স্তূপের ভেতর থেকে তার দলিত, পিষ্ট, ক্ষত বিক্ষত সত্তাটাকে এক একবার জোর ক'রে তোলবার চেষ্টা ক'রত—মুখ তুলে চেয়ে দেখত' একটা কিশোরী-প্রাণের প্রস্ফুটায়মান পূর্ব্বরাগের অপূর্ব্ব লক্ষণগুলো!

সে ধ্বংস-স্তূপের ভেতর থেকে ঠেলে উঠে সে দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রত—হয়ত' অনেকটা, কি ক'রছে না ক'রছে, তা' ঠিক না জেনে শুনেই!

কাশী থেকে যখন সে ফেরে, তখন সে বুঝতে পেরেছে

দেবুর অপূর্ব্ব-সুন্দর, মধুর, নব অনুরাগটি; আ·ও বোধ হচ্ছে বুঝতে পেরেছে যে, সে অনুরাগ তার মথিত, ক্ষুধিত অন্তরটিকে সোহাগ দিয়ে, সেবা দিয়ে, পরিচর্য্যা দিয়ে জড়িয়ে ধ'রছে।

সে সোহাগ, সে সেবা, সে পরিচর্য্যা সে উপেক্ষা কোনমতেই ক'রতে পারবে না!

দেবুর ভালবাসা পাওয়া তার সত্য হ'য়েছে। আর, দেবুকে ভালবাসা তার এখনও যে একটা প্রাণারাম স্বপ্ন, একটা মুক্তি-দেয়া, শান্তি-দেয়া আদর্শ! সে স্বপ্ন, সে আদর্শ কি তার সত্য হবে, বাস্তব হবে?

মাথা নেড়ে তা'কে ব'লতে হ'ল—তাই আবার কি হয়?—দেবুকে বে করা?

এক নির্ম্মলস্বাদুসলিলভারা মেঘমালার নিম্নে দুটি পিয়াসী প্রাণী ব'সে চিরজীবন উপরের দিকে তাকিয়ে রবে—এক গণ্ডুষ জল কেউ মুখে পাবে না—এও কি হয়?

সে থাকবে চির-উপোসী, চির-পিপাসী, আর, দেবু—অই সদ্য-উদ্ভিন্ন-পক্ষপুটা চাতকীটির মতন, অনাথা মেয়েটি—ও-ও রবে চির-উপোসী, চির-পিপাসী!

তাই কি হয়?

না, তা হ'তে পারে না। দেবুর ভালবাসা পেয়ে তার বুকের ক্ষত ঠাণ্ডা হ'য়েছে, তার ভালবাসা চিরদিন পেলে তার জীবন ধন্য হবে, সন্দেহ নেই।

যে আর্ট সে ভালবাসে, দেবুর ভেতরেও সেটা ফুটিয়ে তোলা সম্ভব —খুবই সম্ভব। কিন্তু, তবু—বে করা ত' হবে না!

কাজেই, দেবুর ভালবাসা তার কাছে একটা প্রাণারাম স্বপ্নই হ'য়ে

থাক্। আর—দেবু যতটা এগিয়েছে, তার বেশী তাকে এগুতে দিলে ঠিক হবে না।

আহা—অমন স্নুন্দর-পেলব কিশোর জীবনটি ঝল্‌সে শুকিয়ে মাটি হ'য়ে যাবে! আরও কথা—চপলার এই দুই নম্বর চিঠির পরও সে কি তাকে ভুল্‌তে পেরেছে? তার ওপর আসক্তিটে সে সাম্‌লে নিতে পেরেছে?

কৈ—না!

বুঝতে পেরেছে—ওটা চোরাবালি। চপলার আর্টের সঙ্গে তার খুবই মিল হ'য়েছে; কিন্তু আর কিছুর সঙ্গে তার মিল বোধ হয় হবে না। তার আশেপাশে থেকে সে তাকে আঁকড়ে ধ'র্‌তে যত না চেষ্টা ক'র্‌বে, সে ততই তার হাতছাড়া হ'য়ে, চোরাবালিতে দেবে ব'সে যেতে থাক্‌বে!

তবু, দেবুকে যখন তার শুধু স্বপ্ন ক'রে, আদর্শ ক'রে রাখতেই হ'ল, তখন, একটিবার চেষ্টা ক'রে দেখা যাক্ না কেন—

চোরাবালির ভেতরেই হাত্‌ড়ে দাঁড়াবার মতন একটা শক্ত জমিন যদি মিলে যায়!

এই রকম একটা মনের অবস্থা নিয়ে কমল ফিরে এল পূজোর ছুটির পর ক'লকাতায়।

দেবুর ভালবাসা তাকে গভীরভাবে স্পর্শ ক'রেছে, পুলকিত ক'রেছে, তবু, দেবুকে নেয়া তার হবে না।

আর, চপলার ভালবাসার মুখ এখনও সে দেখে নি, কখনও দেখতে পাবে কি না, তাও সন্দেহ। তবু, চপলাকে তার পেতে হবে!

এটাকে দুর্ব্বলতাই বল, আর বোকামিই ব'ল, আর পাগলামিই বল—কমল তাই ঠিক ক'রেছিল।

আদর্শ মনের বল সে দেখাতে পা'র্‌ল না—অনেকেই পারে না। তাদের দোষই দাও, আর তাদের সাফাই যা হ'ক একটা কিছু খাড়া ক'র্‌তেই চেষ্টা কর!

তোমরা অনেকে ব'ল্‌বে—চপলা যখন স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিয়েছে সে বে ক'র্‌বেই না, আর এদিকে যখন দেবু তাকে ভালবেসেছে, এবং সে ভালবাসার প্রতিদান দিতে সেও তলে তলে প্রস্তুত, তখন, দেবুকেই তার বে করার জন্যে প্রস্তুত হওয়া উচিত ছিল।

সে অনাথা অন্ত্যজের মেয়ে ব'লে পেছিয়ে যাবে, আর, চপলার আকর্ষণে প'ড়ে থেকে একটা মর্ম্মান্তিক ব্যর্থতা ছাড়া আর কিচ্ছু মিল্‌বে না জেনেও, সেই দিকেই এগিয়ে যাবে—এত' বড় চমৎকার আদর্শ চরিত্রের লোকটি দেখা যাচ্ছে আমাদের প্রোফেসর কমলবাবু!

সুন্দর আদর্শ চরিত্রের সে নয়। সুন্দর আদর্শ চরিত্র বড়—বড়ই বিরল!

যাক্—কমলের দোষের বিচার, তার সাফাই সাক্ষ্য গ্রহণ—এসব আমরা ক'রব না। আমরা ফ্যাক্টটাকে মেনে নিলুম।

চপলার সেই চিঠিখানার উত্তর অবশ্য কমল দিতে পারে নি। সব চিঠির উত্তর কি দেখা যায়?

পূজোর পর ফিরে এসে সে গেল চপলাদেবীর বাড়ী বিজয়ার সম্ভাষণাদি জানাতে। সকলের সঙ্গে দেখা হ'ল। চপলার সঙ্গে চাওয়া-চায়ি হ'তে তার চোখে একটা সলাজ ম্লান ভাবের লেশ মুহূর্ত্তের জন্য দেখতে পেলে কমল। তারপর, তার সেই মোহন, মধুর হাসি।

"কৈ, চেঞ্জে গিয়ে মোটাসোটা হ'য়ে এলেন কৈ, কমলবাবু?"

কমল তা—না—না ক'রে কোন গতিকে একটা কি উত্তর দিল।

"চলুন, আমার ঘরে, যাবেন না?"

কমল চল্‌ল।

সেই আগেকার কক্ষ। আগের মতনই সব। কেবল দেয়ালে নতুন দু'খান ছবি—দুটো বেশ ভাল ক'রে বাঁধানো ফোটো—মিস্ হেলেনা, আর মিঃ রাও।

কমল তাকিয়েই সামান্য একটু জোরে নিঃশ্বাস ফেল্‌ল!

"ওঁদের সঙ্গে বেশ আলাপ হ'য়ে গেছে। চিঠি লেখাখিলি চলে। আমার অনুরোধে, তাঁরা তাঁদের ফোটো পাঠিয়ে দেছেন—"

"অমন গুণী লোক ওঁরা, ওঁদের ফোটো ত' ঘরে রাখতেই হ'য়।"—কমল ব'ল্‌ল, কিন্তু আরও একটা জোর নিশ্বেস তার শুনতে পাওয়া গেছ্‌ল।

কৈ—তার ফোটো ত' চপলা এদ্দিন একখানা চায় নি!

ভাল রে!—তুমি তার ফোটো একখানা চেয়েছিলে না কি?

আর—তুমি কি অত বড় গুণী লোক?

এ কৈফিয়ৎটা হাজির হবার আগেই ঐ জোর নিশ্বেসটুকু বেরিয়ে গেছ্‌ল। কোন কৈফিয়ৎই সেটাকে ঠেকাতে পারে নি।

আরও কমল এটা লক্ষ্য ক'র্‌ল—ফিল্ম আর্ট সম্বন্ধে বই আর ছবি গুলোই চপলার বইএর র‍্যাকে ও রিভল্‌ভিং শেল্‌ফে সম্মুখীন হ'য়ে বিরাজ ক'র্‌ছে। অন্য অন্য বইটইগুলো আড়ালে গা ঢাকা দেছে। আগে তারা বেশ মেশামিশিই ক'রে থাক্‌ত'। ফিল্ম আর্টেই চপলার এতটা সর্ব্বগ্রাসী পক্ষপাত আগে দেখা যায় নি কিন্তু!

আরও একটা জোর নিশ্বেস কমল ফেলেছিল!

"সত্যি, কমলবাবু, ফিল্ম আর্টের ভেতরেই আর্টের শ্রেষ্ঠ কলা ফুটে উঠ্‌তে আমি দেখতে পেয়েছি। থিয়েটারে ভাষা ও গান ও নৃত্য আর্টের কলাটিকে ফুটিয়ে তুল্‌তে সাহায্য করে। কিন্তু শুধু এক্‌সন্—হাবভাব

ভঙ্গী এসব—দিয়ে কি ক'রে যে আর্টের সৌন্দর্য্যকে পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে, তা ফিল্ম চিত্রের শ্রেষ্ঠ নমুনাগুলো না দেখলে কল্পনা করা যায় না। এক একটা চাহনি, এক একটা মুখরেখা, এক একটা অঙ্গের গতির যে কত বড়, কত গভীর, কত সুন্দর ব্যঞ্জনা-সামর্থ্য আছে, তা ঐ সব নমুনাগুলো থেকেই বোঝা যায়।"

ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে চপলার দৃষ্টি গিয়েছিল—দেয়ালের নতুন সেই দুখানা ফোটোর দিকে।

কমল কিছু ব'ল্‌ল না। তার জোর নিশ্বেসগুলো চেপে রাখাই দায় হচ্ছিল তার পক্ষে!

"এ বিষয়ে আপনি কি একমত নন, কমলবাবু?"

"একদিক্ দিয়ে কথাটা ঠিক বৈকি!"

কমলের এই কষ্ট-উত্তরটুকুতে চপলা সন্তুষ্ট হ'তে পার্‌ল না। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়েছিল—তার সেই ভুরুর ধনুটোয় আবারও ছিলে পরানো ছিল নাকি?

"আমি কিন্তু ঠিক ক'রেছি ঐ আর্টেরই যেটা চরম স্ফূর্ত্তি, সেইটে নিজের ভেতর উপলব্ধি কর্‌ব ব'লে। নানান্‌টায় নিজেকে ছড়িয়ে রেখে সুৎ পাচ্ছি না--চিত্র, গান, কবিতা, সবাক্ অভিনয়—এই সব নানান্‌টাতে। নিজেকে কন্‌সেন্‌ট্রেট্ ক'র্‌তে হবে কিছুদিন একটায়—ঐ ফিল্ম আর্টেই।"

"কন্‌সেন্‌ট্রেট্ করা ভাল বৈ কি! তবু মনে হয়—আর্টের নানান্ শাখাগুলোর অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধ। একটাতে বেশী ঝোঁক্ দিতে গেলে, আর গুলোর ক্ষেতি হয়; আর তাতে, শেষপর্য্যন্ত, যেটায় ঝোঁক্ দিতে চাচ্ছি, সেটারও ক্ষেতি হয়। একটায় জোর দিয়েও আরগুলোর সঙ্গে প্রচুর সংযোগ রেখে যাওয়াই ভাল।"

"কি জানি, ঠিক বুঝিনে। তবে, একনিষ্ঠা ছাড়া কোন কিছুর সত্যিকার মর্ম্ম ফুটিয়ে তুলে, তার সবটুকু রস বের ক'রে নেয়া যায় না ব'লেই আমার মনে হয়।"

—"আপনার ফিল্ম আর্ট তেমন ভাল লাগে না?"

একদিন তার পাশে বক্সে ব'সে ফিল্ম দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে উঠে গিয়েছিল; আর একদিন তার আহ্বান সত্ত্বেও সে ফিল্ম দেখ্‌তে আসে নি। এই দুটো ঘটনা বোধ হয় চপলার ঐ প্রশ্নটার পেছনে ছিল।

"ভাল লাগে, খুবই। তবে, যদি কন্‌সেন্‌ট্রেট্‌ করার কথা বলেন ত', আমি হয়ত' তাতেই কন্‌সেন্‌ট্রেট্‌ ক'র্‌তে পার্‌ব না। আপনার মতন অমনধারা কন্‌সেন্‌ট্রেট্‌ বোধ হয় আদৌ আমি ক'র্‌তে পারি না।"

এই ব'লে সে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। কিন্তু এবার শুধু সেই নয়—চপলাও!

দুর্গপরিখার 'পরে সেই ফেলা সেতুটা কি আবার উঠি উঠি-ক'র্‌ছে!

আরও খানিক তাদের এটা সেটা কথাবার্ত্তা হ'ল।

"কমলবাবু, এবার দেশে মোটেই গেলেন না?"

"কৈ-আর যাওয়া হ'ল।"

"বাড়ীতে কে কে আছেন?"

"মা।"

"আর কেউ নেই?"

"না।"

আবারও দুটি মিলিত মৃদু দীর্ঘশ্বাস!

একটু পরে কমল বিদায় নিল। চপলা দোর পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে ব'ল্‌ল একটুখানি হেঁসে—

"আস্‌বেন। আসা বন্ধ ক'রে দেবেন না, কমলবাবু।"

কমল কিছু না ব'লে বেরিয়ে গেল।—

কি আশায় আসা? এদ্দিন যে সেতুটা পাতা ছিল, সেটাও এর মধ্যে উঠে যায় নি কি? পরিখা জলে ভর্ত্তি। সে আসে কোন্ আশায়—কোন সাহসে?



দ্বাদশ

তার পরদিনই কি ভেবে চিন্তে তার দেশে চ'লে গেল, ক'দিনকার ছুটি নিয়ে। চপলার কাছে এক চিরকুটও পাঠিয়ে গেল—তাকে বিশেষ জরুরি কাজের জন্যে একবার বাড়ী যেতে হচ্ছে। বড্ড তাড়াতাড়ি গিয়ে ট্রেণ ধ'র্‌তে হবে ব'লে সে আর যাবার আগে তার সঙ্গে দেখা ক'রে যেতে পারল না। ফিরে এসেই দেখা ক'র্‌বে।

বাড়ী গিয়ে মায়ের পায়ের ধূলো মাথায় নিল। দেবালয়ে, তুলসীমঞ্চে, চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে মাথা ঠেকিয়ে এল। পূজোয় সে এবার বাড়ী আসে নি, মনে একটা অস্বস্তি ছিল। বাড়ী এসে বেশ ভাল ঠেকল'।

কল্‌কাতা থেকে, বিশেষ, সাহেবিয়ানার আব্‌হাওয়া থেকে—সেই সব ক্লাব, পার্টি, থিয়েটার, বায়স্কোপ এর উত্তেজনা, উন্মাদনা থেকে—তার সেই শান্ত, সুশীতল, কত কত সৌম্য-পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত চণ্ডীমণ্ডপের ছায়াতলে এসে ব'সে সে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এদ্দিন সে যেন কোন্ এক ক্রুয়ারির মস্ত বড় ষ্টিম্ জালাটার ভেতরে সেদ্ধ হ'য়ে হ'য়ে হাঁপিয়ে উঠেছিল! কোন্ এক ময়দানবের সর্ব্বনেশে সৃষ্টি থেকে সে যেন পালিয়ে বেঁচেছে!

এখানে আর্ট নেই, কিন্তু সত্যিকার আর্টের যেটা চিরন্তন মূল উৎস, সেই—দিনকার দিনের, রোজকার রোজের জীবনটা আছে। ভারতের লক্ষ লক্ষ পল্লীর জীবনকোষগুলোতেই সেই সত্যিকার জীবনের টাট্‌কা রস নিঃশব্দে, প্রায় অলক্ষিতেই, ভিয়েন হচ্ছে। সহরগুলো কতকগুলো ক্রুয়ারি বানিয়ে সেই টাট্‌কা, স্বাভাবিক, সরল জীবনরসটাকে ফার্‌মেণ্টেশন্ ক'রে, গাঁজিয়ে, উগ্র মদিরার পিপেগুলো ভর্ত্তি ক'র্‌ছে!

সে পিপের নলে যে চুমুক মেরেছে, সেই মেতেছে। সে আর ক্ষ্যারিগুলোর মায়া কাটাতে পারে না। টাটকা ফলের রসে, টাটকা খেজুরের রসে, কচি তালশাঁসের রসে আর তার মন ওঠে না।

চোখে রঙ্গীন নেশা লেগে যায়, মাথার ভেতর মাতাল নাচের আসর প'ড়ে যায়, ঝাঁঝে কলিজে জ্বলে যায়—এমন পেয়ালা নৈলে ঠোঁটে ঠেকাতেই তার আর প্রবৃত্তি হয় না যে!

আর, সেই পেয়ালাটিরই আদরের দেওয়া নাম তার—আর্ট!

চণ্ডীমণ্ডপে গা হাত পা ছড়িয়ে, নিশ্চিন্তভাবে ব'সে, একবার তার মনে হ'ল—সত্যিই, এদ্দিন সে ক'র্‌ছিল কি, ছুটেছে কার পাছে পাছে?

ঐ তুলসীমণ্ডপ, ঐ দেবালয়, ঐ অতিথিশালা, ঐ গোশালা, এই মণ্ডপঘর—এ সবের ভেতর সে কি কিচ্ছু খুঁজে পেল না যে, ছুটে গেল ঐ মরু-মরীচিকার পানে? খুঁজে পেতে দেখবার জন্যে কৈ—একবার সেত' দাঁড়ালও না!

সাইরেনের বাঁশী বেজেছে, আর অম্‌নি ছুটেছে!

ছুটে সে পেল কি? সত্যিই কি?

তাকে কি আবার ফির্‌তে হবে না, আকুল হ'য়ে ফির্‌তে হবে না—

এই তার যেটা গভীরতম সত্তা,—তার নিজের, তার পিতৃপুরুষদের, তার জাতির, তার সমাজের—তারির যেটা চিরন্তন বাস্তভিটা, সেখানেই কি ঘুরে ফিরে তাঁকে ফিরে আস্‌তে হবে না?—

—এরিরই যেটা চিরমঙ্গল অক্ষয় সুরভি, তারিরই চারিটি স্তনবৃন্তে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ দোহন ক'রে নেবার জন্যে?

কিন্তু আজকে এটাও কি একটা "ভিশন্‌," কমলের সহরে ধাঁধাঁ হ'তে সদ্যঃ প্রত্যাবৃত্ত, ক্লান্ত, বিভ্রান্ত দৃষ্টির সম্মুখে?

বেশীক্ষণ স্থায়ী হ'ল না, এ ভাবটা কিন্তু।

ফণী আজ তার মাথার মণিটি যে সহরের পথে ফেলে পল্লীর অলিতে গলিতে এসেছে তারই তল্লাস ক'র্‌তে!

সে চপলার দিকে পরাঙ্মুখ হ'য়ে ত' বাড়ী আসে নি, তাকে পাবার জন্যেই এসেছে!

তাকে পাবার জন্যে? এখানে

হাঁ—কমল কা'ল রাত্তিরে ক'লকাতার বাসায় শুয়ে শুয়ে মতলব ঠিক ক'রে ফেলেছে—সে চপলাকে বে ক'র্‌বে।

অর্থাৎ, তার কাছে স্পষ্ট ক'রে বের প্রস্তাব ক'র্‌বে।

তার আগে একবার মাকে তার জিজ্ঞেস করা আবশ্যক মনে ক'রে সে বাড়ী চ'লে এসেছে তাড়াতাড়ি। মা ছাড়া আর তার কেউ ত' নেই।

কিন্তু—ক্রয়ারির কথা হচ্ছিল যে! কমলকৃষ্ণ আমাদের, ক্রয়ারির পিপের নলে বেশী ক'রে চুমুক মারেন নি ত'?

চপলা স্পষ্ট ক'রেই জানিয়েছে—সে আর্টকেই ভালবাসে, আর্ট নিয়েই থাক্‌বে, বে কর্‌বে না।

তবু, তার কাছে বের প্রস্তাব ক'র্‌তে যাওয়া?

কমলের কৈফিয়ৎটা বোধ হয় ছিল এইরূপ—

সে মনে মনে চপলাকে ভালবেসেছে। হয়ত' তার আচরণে সময় সময় সেটা একটুখানি ফুটেও বেরিয়েছে। কিন্তু, কৈ, কোনদিনও ত' সে চপলাকে মুখ ফুটে, স্পষ্টাস্পষ্টি ব'লে নি—"আমি তোমায় ভালবাসি গো, ভালবাসি। তোমাকেই চাই। তুমি আমার হবে?"

এই ডিক্লেয়ারেশন—এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তিই—নারীর অন্তর জয় করার, তার বিমুখতা, তার উপেক্ষা, উদাসীনতা, এ সব চূর্ণ করার হ'ল একমাত্র অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র!

নারী-প্রকৃতি ধরা দেবার আগে এইটের জন্যেই অপেক্ষা করে।

এই কথা ক'টি শোনার জন্যে কাণ খাড়া ক'রে থাকে।

এই কথা ক'টি যতক্ষণ শুন্‌তে না পায়, ততক্ষণ কিছুতেই বাগ মানে না। তার নারীত্ব যেন রাগ ক'রে ব'সে থাকে—তার শ্রেষ্ঠ অভিনন্দন, তার চরম আর্ঘ্যটি এখনও দেয়া হচ্ছে না কেন ব'লে! একটা অজানা গোপন অভিমান, একটা প্রচ্ছন্ন-গভীর উপেক্ষিতা, অবমানিতার অনুভূতির শৈত্য তলে তলে তার নারীত্বকে জমাট ক'রে রাখে, নরম হ'তে দেয় না, গ'ল্‌তে দেয় না, এগিয়ে আস্‌তে দেয় না!

পুরুষ তুমি, আমার সঙ্গে মেলামেশা ক'র্‌বে, ভালবাসাবাসির একটা বাহ্য অভিনয় ক'রে যাবে, কিন্তু মুখ ফুটে ব'ল্‌বে না—"আমি তোমারে ভালবাসি। তোমায় চাই!"

বেশত'!

একটা উদ্যত, সুস্পষ্ট, সরল সোজাসুজি প্রেম-নিবেদনের তীক্ষ্ণ ছুরিকাগ্রেই নারীর হৃদয়টাকে ছুঁতে হবে। ছুঁতে পার্‌লে, তবে, সে তার বুকের তাজা উষ্ণ রক্ত তোমার অভিমুখে উৎসের মতন বইয়ে দেবে! তার আগে নয়।

শুধু তাই নয়। পুরুষ এসে এই রকমধারা স্পষ্টাস্পষ্টি তার প্রেম নিবেদন করার আগে অনেক নারীত্বের ভেতরে প্রচ্ছন্ন প্রেম-প্রতিদান প্রবৃত্তিটে ফুটেই উঠে না।

তাড়িতযন্ত্রের একটা প্লেটে পজিটিভ চার্জ্জ যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত না হওয়া পর্য্যন্ত জান্‌তে পারা যায় না, অপর প্লেটেও একটা চার্জ্জ সঞ্চিত হচ্ছে কি না সাড়া দেবার জন্যে।

চপলা ভাবছে সে আর্টকেই ভালবাসে, মানুষকে ভালবাসে না। আর্টকেই চায়, মানুষকে চায় না।

সেটা শুধু কি এই কারণেই নয় যে, কোন মানুষ এ পর্য্যন্ত স্পষ্ট ক'রে বলে নি তাকে—"তোমায় ভালবাসি আমি। তোমায় চাই আমি?"

ব'ল্‌লে হয়ত' চপলার ভুল চপলার কাছে ধরা প'ড়ে যেত'। সেও চম্‌কে উঠে ব'ল্‌ত—

"তাই ত'—আমি এদ্দিন বুঝি নি। আমিও ত চাই কারুর ভালবাসা, আমিও ত' চাই কারুর হ'তে!"

কারুর স্পষ্ট ক'রে ভালবাসাতে, স্পষ্টাক্ষরে বে করার প্রস্তাব করাতেই—

জেগে উঠবে, ফুটে উঠবে চপলার ভেতরে প্রসুপ্ত ভালবাসার ক্ষুধা, সেক্‌স্ কন্‌সাস্‌নেস্, সেক্‌স্ আর্জ্জ, যা কিছু সব।

এই চরম দ্রাবকটি প্রয়োগ করার আগে কেমন ক'রে সাব্যস্ত ক'রে ফেলা যায়—চপলার মর্ম্মবস্তুটি প্রণয়ের, ভালবাসার ক্রুসিবলে মোটেই গল্‌বার নয়?

অতএব, চপলার ঐ সব "আর্টকেই ভালবাসি টাসি" কথা শুনে ভড়কানো, পেছিয়ে আসা যুক্তিযুক্ত নয়।

চরম দ্রাবকটি প্রয়োগ ক'রে দেখতে হবে।

কমলের যুক্তিটে যে অসার তা নয়। নারীত্বের যেটা গোপন সাইকোলজি, তার একখানা ভারি দরকারি পৃষ্ঠা কমল আমাদের প'ড়ে শোনাল' সন্দেহ নেই।

সে যে মতলব এঁটেছে, তা থেকে ঘাবড়ে যেতে আমরা তাকে বলি নি। কিন্তু, তার দিক থেকেই কাজটা ঠিক হচ্ছে কি?

উনি না কাশী গিয়ে দেবু বলে মেয়েটির সঙ্গে ভালবাসাবাসি ক'রে এসেছেন! সে অজ্ঞাতকুলশীলা অনাথা মেয়ে। তাকে বে করার বুকের পাটা নেই। সেই সরলা মেয়েটির প্রাণে দাগা দিয়ে—হয়ত' সে

বেচারীর সারাটা জীবন ছারেখারে দিয়ে—উনি ফিরে এসেছেন সেই চপলার সঙ্গে আবার ভাবটা জমাতে, তার কাছে বের প্রস্তাব ক'র্‌তে, যে চপলা আগে হ'তেই সোজাসুজি জোঁকটির মুখে বেশ ক'রে চুণটি দিয়ে দিয়েছে!

যে মেয়েটির মন চুরি করা হ'ল, সে থাক্‌ল কোন পাঁদারে প'ড়ে। আর, উনি এলেন যে চায় না, যে নেবে না, তার ওপর এক "চরম দ্রাবকের" এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট কর্‌তে!

কথা ক'টা বড্ড অভব্য ক'রে বলা হ'ল।

কিন্তু কমল, আদর্শ মনের বল অথবা আদর্শ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এ সব তার নেই মেনে নিয়েও, হয়ত' নিবেদন ক'র্‌তে চাইবে—

প্রথম,—সে কাশীতে গিয়ে দেবুকে স্নেহমমতা দেখান' ছাড়া, তার সঙ্গে ভালবাসাবাসি করার কোন জ্ঞাত চেষ্টা করে নি। দেবু যদি তাকে ভালবেসে ফেলে থাকে ত', সেটার জন্যে সে যে খুব বেশী অপরাধী, তা নয়।

দ্বিতীয়,—দেবুর ভালবাসা তারও অন্তর স্পর্শ ক'রেছে, গভীরভাবেই ক'রেছে। কিন্তু সেটা একটা মধুময়, প্রাণারাম স্বপ্ন ছাড়া, প্র্যাক্‌টিক্যালি আর কিছু হবে ব'লে তার মনে হয় না। দেবুকে বে যে কেমন ক'রে ক'র্‌বে, তা সে ভেবে পায় না।

তৃতীয়,—দেবুর ভালবাসার মাত্র সূচনাটুকুই দেখে সে চ'লে এসেছে। সেটাকে প্রশ্রয় দিয়ে জ্বালিয়ে তুল্‌তে সে চেষ্টা করে নি বা তার জন্যে অপেক্ষাও করে নি।

চতুর্থ,—চপলার প্রতি আসক্তি তার বরাবরই আছে। কাশীতেও ছিল।

পঞ্চম,—আর্টের খাতিরে তাকে অবহেলা করায়, সে ভারি কষ্ট

পেয়েছে ; চপলার সাথে তার মিলনক্ষেত্রটাকে চোরাবালি ব'লেও তার মনে হ'য়েছে। কিন্তু তবু আসক্তি তার চ'লে যায় নি।

ষষ্ঠ,—সে মনে করে, স্পষ্ট ক'রে ভালবাসার কথা, তাকে পাবার কথা, ব'ল্‌লেই তার ভেতর থেকে অনুরূপ সাড়া পাওয়া যাবে।

তাই যদি হয়, তবে, যাকে কাশী যাবার আগেও ভালবাস্‌তাম, এখনও বাসি, তাকে বে করার মতলব করায় কি এমন বেয়াড়া কাজটা কর্‌লাম, তাত' বুঝতে পারি না!

কমলের এই কৈফিয়ৎটার গাঁথুনি যে সব যায়গায় সত্য ও ন্যায়ের মসলায় পাকাপোক্ত, তা আমরা মনে করি না। পক্ষান্তরে, তার গাঁথুনিটে এত হাল্‌কা, এত অসার যে, ফুঁ দিলেই উড়ে যাবে, এও আমরা মনে ক'র্‌ছি না।

সে সুশিক্ষিত, কলেজের প্রোফেসার হ'লেও সাধারণ মানুষেরি দলে। আইডিয়াল্‌ তার ভাল লাগে। কিন্তু আইডিয়াল্‌ই তাকে নিজস্ব, আপন ক'রে নিতে সব সময় পারে না। তা, সে যখন তখন ভিশন্‌ই দেখুক্‌ আর যাই দেখুক্‌।

যাক্‌—লজিকের বিচার।

মা জপ আহ্নিক সেরে তাঁর ঠাকুরঘরের রোয়াকে এসে ব'সেছেন। প্রবীণা নারী—শান্ত, পবিত্র, উদার মুখশ্রী। টক্‌ট'কে গৌরবর্ণ। মাথার চুল অনেক সাদা হ'য়ে গেছে। গলায় এক সরু রুদ্রাক্ষের মালা। দেখলেই ভক্তি হয়—শ্রদ্ধায় মাথা পা দুটির কাছে নত হ'য়ে আসে। লেখাপড়া বেশই জান্‌তেন। আহ্নিকের পর গীতাখানা খুলে নিয়ে পড়বার উপক্রম ক'র্‌ছেন। গীতা, চণ্ডী, ভাগবত—এ সব বই তিনি বেশ "সজ্ঞানেই" প'ড়ে থাকেন। তা ছাড়া, তাঁর সাধনার্জ্জিত নির্ম্মল দৃষ্টি আছে।

কমল এসে চুপটি ক'রে মায়ের ধারে বস্‌ল। তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় দিল। মা স্নেহাপ্লুত দৃষ্টিতে সন্তানের মুখের দিকে চেয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে মনে মনে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌লেন।

কমল আস্তে আস্তে কথা পাড়ল। চপলার সম্বন্ধে সব কথাই সে বল্‌ল। তার শিক্ষাদীক্ষা, চা'ল চলন, রুচি, প্রকৃতি—সবই। আর, চপলার প্রতি তার অনুরাগের কথা। মার কাছে এটাও সে গোপন কর্‌ল না—(মায়ের কাছে তার কোন কথাই গোপন কর্‌তে অভ্যস্ত ছিল না)—যে, তার অনুরাগের ঠিক প্রতিদান যাকে বলে, তা সে চপলার কাছ থেকে পায় নি। তবে, সে নিজেও এ পর্য্যন্ত তাকে তার নিজের ভালবাসার কথা মুখ ফুটে বলে নি। কাশীতে চপলার যে দু'খোন চিঠি সে পেয়েছিল, আর যে উত্তরটা সে দিয়েছিল, তার কথাও মাকে সে খুলেই বল্‌ল। খুলেই সে ব'লে থাকে সব কথা। আর, আজকে খুলে না ব'ল্‌লেও ত' চল্‌চে না!

"মুখ ফুটে না বল্‌লেও ত' চলে, বাবা। সেয়ানা মেয়ে ভালবাসা ঠিক ধর্‌তে পারে, বুঝতে পারে, মুখ ফুটে বলা হ'ক আর নাই হ'ক।" —মা বল্‌লেন।

"তা সত্যি। তবু মনে হয়—স্পষ্ট ক'রে ভালবাসা জানিয়ে বের প্রস্তাব না করা পর্য্যন্ত অনেক সময় কোন পক্ষই ঠিক বুঝতে পারে না সে অপর পক্ষের দিকে কতখানি এগুতে প্রস্তুত হয়েছে বা হচ্ছে।"

"তোমাদের এ যুগের শিক্ষিত সেয়ানা মেয়েদের ধাত আমি ঠিক বুঝি নে, কমল। হয়ত' তুমি যা বলছ, তাই হবে। কিন্তু তবু আমার মনে হয়, তুমি কোন মেয়েকে সত্যি সত্যি গাঢ়ভাবে ভালবাস্‌লে, সে যেমন সেটা বুঝতে পারে, তেমনি তার দিক থেকে প্রতিদান দেবার হ'লে, সেটার পরিচয়টুকু, লক্ষণগুলো, সে একেবারে চেপে, লুকিয়ে

রাখতে পারে না। সে যতই চাপা মেয়ে হ'ক—তার হাবভাবে তুমিও বুঝতে পারবে সেও তোমার প্রতি অনুকূল কি না, তোমার দিকে ঝুঁকেছে কি না। সে যতই চাপা দেবার চেষ্টা করুক, তার ভেতরের ভাবটাও ধরে ফেলা শক্ত হবে না।"

মার কথাগুলো শুনে কমল গম্ভীর হ'য়ে একটুক্ষণ কি ভাব্‌ল।

"কৈ—না, তেমন স্পষ্ট পরিচয় কিছু পাই নি। কখন একটু ম্লান হাসি, একটা মৃদু দীর্ঘশ্বাস—"

"শুনে ওগুলোর ঠিক নিদেন বের করা শক্ত। সত্যিকার ভালবাসা থেকেও হ'তে পারে, আবার, তোমার ওপর কোন কারণে একটা দরদ থেকেও হ'তে পারে। হয়ত' তোমার ভালবাসার সে প্রতিদান দিতে পারছে না, পারবে না, এই ভেবে। সত্যিকারের অনুরাগের চিহ্নগুলো অন্য রকমের। তুমি যা যা চিহ্ন ব'ল্‌লে, সেইগুলোই থাকে, আর এক ভাবে থাকে। চিহ্নগুলোর চেহারা মোটামুটি এক রকমের হ'লেও, তাদের মর্ম্ম, তাদের যেটাকে বলে ব্যঞ্জনা, সেটা অন্য রকমের হয়। ধর —চাহনির ভাষা। সেটা আলাদা আলাদা ভাবের বেলা আলাদা আলাদা হয় না? আর, তা' হ'লে, সেগুলো ধরতে পারা যায় না?"

মায়ের তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি আর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ অপরকে হয়ত' বিস্মিত ক'রত, কমলকে ক'রল না।

সে আবার চুপ ক'রে রৈল।

মাও গম্ভীর হ'য়ে যেন ধ্যানস্থ হবার মতন হ'লেন। কমলের মাঝে মাঝে "ভিশনের" একটা কি হয়, তা আমরা দেখেছি। মার ভেতরে সেটা আরও সহজ, আরও গভীর, এবং বোধ হয় আরও সত্যভাবে, হ'ত। তাঁর সাধনাও এটাকে বিস্তর সাহায্য ক'রেছে।

মা কিছুক্ষণ পরে স্নিগ্ধ অথচ করুণ দৃষ্টি সন্তানের মুখের 'পর রেখে

ব'ল্লেন—"তুমি বুদ্ধিমান্, সুশিক্ষিত। তোমাকে আমি মেয়েমানুষ কি আর বুঝিয়ে ব'ল্‌ব, বাবা। তবে, আমার মনে হচ্ছে—এ সম্বন্ধটা বাঞ্ছনীয় নয়। মেয়েটি সুরূপা, শিক্ষিতা, সেয়ানা। নিজেকে নিজে বোঝ্‌বার মতন বয়েস, জ্ঞান, সংস্কার—এ সব তার হ'য়েছে। তুমি তার প্রতি অনুরক্ত। দীর্ঘ একটা বছর ধ'রে তুমি তার সঙ্গে মিশ্‌লে। এর ভেতর এমন কোন স্পষ্ট নিদর্শন তুমি দেখ্‌তে পাও নি, যাতে মনে ক'র্‌তে পার—সেও তোমার প্রতি অনুরাগিণী হচ্ছে। বরং, কথায় বার্ত্তায় ব্যাভারে সে দেখিয়ে এসেছে—তার শিল্পের ওপরই টানটা বেশী। শুধু বেশী কেন—ষোল আনা। কাশীর পত্রেও সেটা সে তোমাকে স্পষ্ট ক'রেই জানিয়েছে। তোমার পত্রে স্পষ্ট অনুরাগের কথা না থাক্‌লেও, কতকটা চাপা ভাবে ছিল ত'। সে সেটা ধর্‌তে পেরেছিল, নিশ্চয়ই! তবু তোমাকে সে অমন পত্র লিখ্‌লে। তাতেই তার মনোভাব স্পষ্ট দেখ্‌তে পাওয়া গেছে। এখন, তুমি আবার নতুন ক'রে ভালবাসার কথা উত্থাপন ক'রে কি সুবিধে ক'র্‌তে পার্‌বে, বাবা? নতুন কোন সাড়া কি পাবে? ভয় হচ্ছে—তোমার এই ঘায়ের ওপর নতুন একটা ঘা খাবে তুমি। সে ঘা সাম্‌লাতে পারা শক্ত হবে

এই গেল অনুরাগের দিকের কথা। তা ছাড়া, আর কোন কোন দিকেও কি তাকানো উচিত হবে না, বাবা? তোমার বাবা, তোমার পিতৃপুরুষরা একভাবে এখানে সংসারধর্ম্মের পত্তন ক'রে গেছেন। এই ঠাকুরঘর, তুলসীমঞ্চ, চণ্ডীমণ্ডপ, অতিথিশালা, গোশালা—এইগুলো হ'চ্ছে সে ধর্ম্মের বাইরের রূপ, বাইরের আয়তন। সমস্ত গাঁটার সঙ্গে, সমস্ত সমাজটার সঙ্গে, দেশের যেটা ধাত', যেগুলো নাড়ী, তাদের সঙ্গে, একভাবে আমরা এখানে বাঁধা আছি। কতদিন থেকে! তোমার বাবাকে তোমার ভাল ক'রে মনে নেই। কিন্তু তিনি কেমন শাস্ত্রজ্ঞ,

সদাচারী, সাধক, সহৃদয়, সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন, তা বোধহয় অনেকের মুখেই শুনেছ। তিনি তাঁর বাপ পিতামহের চিরন্তন ভিটেটার ওপরেই তাঁর সারা জীবনের যা কিছু ধর্ম্ম কর্ম্ম, যা কিছু আয়োজন অনুষ্ঠান, যা কিছু সাধন ভজন, তার আসন পেতেছিলেন। তিনি চ'লে গেছেন। আমি কোন গতিকে শিবরাত্রির সল্‌তেটি জ্বালিয়ে রেখেছি। কিছুতেই নিভুতে দিই নি। দেবপূজা, গুরুপূজা, শাস্ত্রপূজা—আর আর্ত্তসেবা, পল্লীসেবা, সমাজসেবার যে ব্রত তিনি আমরণ পেলে গেছ্‌লেন, আমি সে ব্রত—নারী হ'য়েও—অক্ষুন্ন রাখ্‌তে চেষ্টা ক'রেছি। তোমাকে ইংরেজি লেখাপড়া শিখিয়েছি। নতুন আলোক, নতুনের দীক্ষা থেকে তোমায় বঞ্চিত ক'রে রাখি নি। কিন্তু, তোমার বাপ ঠাকুর্দ্দার পুণ্যফলে, তুমি মূলভ্রষ্ট হ'ও নি। তোমার বিশ্বাস, তোমার সদাচার—এসব দেখে আমি কত না আনন্দ পাই, কত না আশ্বস্ত হই…

আমি আর ক'দিন আছি, কমল! কিন্তু এটা জেনো—আমার অন্তরের সব চাইতে বড় কামনা হ'চ্ছে এই—তোমরা সংসার-ধর্ম্মের এই আয়তনটাকে যত্নে রক্ষে কর, এটাকে ভেঙ্গে চুরমার হ'তে না দা[illegible]। ঠাকুরের পায়ে নিত্যি আমি এই নিবেদনই ক'রে যাচ্ছি!

তোমাকে বেশী, ব'ল্‌তে হবে না, তুমি ত' মানই—সংসার-ধর্ম্মের এই আয়তনটা পুরোণো হ'লেও পরীক্ষিত। শ্রদ্ধার সঙ্গে, নিষ্ঠার সঙ্গে খাঁটি ক'রে এটাকে ধ'রে থাক্‌তে পার্‌লে, এতে কল্যাণ আছে, শান্তি আছে। অনেকে এটা ভেঙ্গে ফেলে এর যায়গায় যেটা গ'ড়ে তুল্‌তে চাচ্ছে, সেটা নতুন রংচ'ঙে ব'লে তার একটা আকর্ষণ হয়ত' আছে। কিন্তু পরীক্ষিত নয়, যাচাই-করা নয় ত'। আমি আর কি বুঝি বল!—তবু ভয় হয়—পাড়াগাঁয়ে সাহেবি ভাবের একটা আয়তন গ'ড়ে তুলে, অথবা, পাড়াগাঁ থেকে পালিয়ে গিয়ে সহরে ঐ রকম একটা আয়তনের ভেতর

বাঁধা থেকে গেলে, তাতে, শেষ পর্য্যন্ত, কল্যাণ নেই, সুখ নেই, শান্তি নেই! তোমার নিজেরও নেই, আর দশজনেরও নেই!..."

মা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে গাঢ় স্বরে ধীরে ধীরে কথাগুলো ব'লে গেলেন। যেন কোন সুস্থির ধ্যানলোকে অচল নিষ্ঠার বেদীর'পরে ব'সেই কথাগুলো ব'লে গেলেন!

মায়ের কর্ম্মসাধনা আর চিন্তার ধারার সঙ্গে কমল সুপরিচিত ছিল। সে আশ্চর্য্য হ'ল না, বোঝার গোলেও প'ড়্‌ল না। অন্য লোক যেখানে জেরা তোলার জন্যে উস্‌খুস্ ক'র্‌ত, সেখানে সে তার অন্তরের মৌন সম্মতি দিয়ে গেল।

একটু পরে সে কিন্তু ব'ল্‌ল—

"মা, যা ব'ল্লে, সবই ঠিক। তুমি জানো আমি তোমার অই প্রাচীন আয়তনের ওপর শ্রদ্ধা হারাই নি। তুমি হয়ত' এইটে ব'ল্‌তে চাও—যে তোমার বউ হ'য়ে এ গেরস্থালী ক'র্‌তে আস্‌বে, সে যেন এ আয়তনটাকে তোমারি মতন নিষ্ঠার সঙ্গে রক্ষা ক'র্‌তে পারে, এটা ভেঙ্গে চুর্‌মার না ক'রে ফেলে—"

"ঠিক তাই-ই—"

"কিন্তু চপলার শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি প্রকৃতি যাই হোক্—সে আমার সহধর্ম্মিণী হ'লে তাকে কি আমার মতন, তোমার মতন ক'রে গ'ড়ে নিতে পার্‌ব না?"

"বড়, সেয়ানা মেয়েদের পক্ষে অতটা বদ্‌লানো অসম্ভব না হলেও শক্ত হবে, বাবা। তা ছাড়া, যদি বুঝ্‌তাম্—সে তোমায় প্রাণ ঢেলে ভালবাসার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে! তেমন ভালবাসায় অনেক কিছু অসম্ভবও সম্ভব হয়, মানি। কিন্তু—তাই বা কৈ? তার ভালবাসা ত আর্ট না কি বল্‌ছিলে, তাতেই প'ড়ে রয়েছে!"

"কিন্তু যদি তাকে পাই, সে আমার হয় ?"

"আধখানা বই পূরো পাবে ব'লে মনে হয় না, কমল। ভাগাভাগিতে, একটা রফা নিষ্পত্তিতে তোমাকে সন্তুষ্ট থাক্‌তে হবে।"

কমল চুপ কর্‌ল। কিন্তু বড্ড বিমর্ষ হ'য়ে রৈল।

মা নীরবে, স্নেহমাখা দৃষ্টিতে তার কাতর মুখখানার দিকে চেয়ে রৈলেন।

"বড্ড কি কষ্ট হবে বাবা ?"—মা আর্দ্রস্বরে ব'ললেন।

কমল কি আর উত্তর দেবে ? তার বুকের ভেতরটা ভেঙ্গে চুরে নিয়ে একটা রুদ্ধ কান্নার ঝড় তার সকল বাঁধনগুলো ছিঁড়ছিল !

"তোমার এ আসক্তি শুভ হবে ব'লে মনে হচ্ছে না, কমল। এটাকে জয় ক'র্‌তে চেষ্টা কর।"—তবু মা ব'ল্‌লেন। কমলের বুকের 'পর হাতখানা একবার রেখে।

কমল রেখেছিল তার হাতখানা মার পার ওপর। হাতখানা কেমন যেন কাঁপছিল ! মা ঊর্দ্ধপানে একবার দৃষ্টিপাত ক'র্‌লেন। তার পর প্রশান্ত, অথচ করুণ স্বরে ব'ল্‌লেন—"তা হ'লে যা ক'র্‌বে ভেবেছ, তাই ক'রে দেখ ! মা যশোহরেশ্বরী তোমার ভালই ক'র্‌বেন।"

কমল আবার মার পার ধূলো নিয়ে মাথায় দিল।

সে তার পরদিন ক'ল্‌কাতা চ'লে এল। যখন এল তখন সন্ধ্যে। আর দেরি কেন ?—মাকে জিজ্ঞেস ক'রে এসেছে—সেই দিনই সে চপলার সঙ্গে দেখা ক'র্‌বে।

মার কথাগুলো তখনও তার মগজের ভেতর ঘোরাফেরা ক'র্‌ছিল। আর—সত্যি কথা বল্‌তে—তার চপলা-প্রণয় নদীর যেটা ভরসার কূল তার তলায় তলায় ভাঙ্গনের করাতী চাকা-চলা সে যেন বুঝতে পার্‌ছিল !

তবু, এখন এদ্দূর এগিয়ে পড়েছে সে, যে, আর সহসা পেছুবারও উপায় নেই! "তোমাকে চাই"—এ মন্তরটা পড়লেই চপলার বশীকরণ হয়ে যাবে, এই ধারণাটা ভূতে পাওয়ার মতন তাকে তখন পেয়ে বসেছিল।

সন্ধ্যে আটটার সময় যে গেল চপলাদের বাড়ী। ড্রয়িংরুমে প্রমীলার সঙ্গে দেখা হ'ল। সে কমলের মুখখানার দিকে চেয়ে কেমন যেন কাতর হ'য়ে উঠল।

কমলের মুখ দেখে কি মনে হচ্ছিল—সে ভূতাবিষ্ট, তাকে পৈরীতে পেয়েছে? চপলা তার ঘরেই ছিল। কমল গেল সেখানে।

চপলা তখন সাজগোজ ক'রে বেরুবার উষ্‌খুস্ ক'র্‌ছে। সত্যিই যেন পৈরীর মতন তাকে দেখাচ্ছিল তখন।

হাতে কি একখানা মোড়া চিঠি নিয়ে সে তখন নাড়া চাড়া ক'রছিল। টেবিলে একখান সাদা খামও প'ড়ে।

"এই যে—আসুন। দেশ থেকে ফিরলেন কতক্ষণ? হঠাৎ দেশে চলে গেলেন—"

"হাঁ, একটা জরুরি কাজ ছিল!"

কমলের দিকে চেয়ে চপলাও অবাক্ হ'য়েছিল বোধ হয়!

প্রথমটা তার মুখখানা কেমন যেন ম্লান হ'ল। তার পর, একটা হাসির রেখা খেলে গেল। শেষকালে হ'ল তার মুখখানা গম্ভীর।

সে কমলের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেল্‌ল—।

"আপনি বেরুচ্ছেন। একটু ব'স্‌বেন! একটা কথা—"

তার গলা কাঁপছিল!

চপলার মুখখানা একবার কাতর, একবার গম্ভীর হ'ল।

"এখ্খুনি যে বেরুতে হবে। আটটাতেই। কথাটা যা হয় পরে আর এক সময় বল্বেন —"

তার স্বরটাও ঈষৎ কম্পিত! বিরাগে নয়, আর একটা কি রুদ্ধ উত্তেজনায়।

"আজকেই বল্তে এসেছিলুম—যদি দয়া ক'রে—"

"না—না—আজকে থাক্। শুন্‌ব এখন আর এক সময়—"

অগত্যা কমল চ'লে এল।

গতিটা তার হঠাৎ বাধা পেয়ে রুদ্ধ হওয়ায় সে যেমন বিপর্য্যস্ত হ'ল, তেম্‌নি আবার কেমন যেন ঘাব্ড়ে গেল।

চপলাদেবী কি বুঝ্তে পেরেছেন? বুঝতে পেরেই বাধা দিলেন?

কমল তার ঘরটিতে শুয়ে আছে। রাত তখন দশটার বেশী হবে।

চপলার সেই বেয়ারা একখান চিঠি নিয়ে এসে সেলাম করে দাঁড়াল। এবার রঙীন চৌকো, ল্যাভেণ্ডার-গন্ধ খামে চিঠি নয়। প্লেন, শুভ্র সাদা খামে। শীল করা।

কম্পিতহস্তে চিঠিখানা নিয়ে কমল বেয়ারাকে বিদেয় করে দিলে।

হাঁ—চপলারই চিঠি। কি লিখেছে?

"কমলবাবু,

আমি আর্টের জন্যে সব ছেড়ে যেতে প্রস্তুত হয়েছি। একেবারে ওর ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়্তে না পারলে আমার সোয়াস্তি হচ্ছে না।

বাড়ীর সংযোগটা রেখেই, ভেবেছিলুম, সিনেমায় নাব্‌ব। কিন্তু বাবা মা কিছুতেই নাব্‌তে দেবেন না। তাঁদের চপলাকে তাঁরা ফিল্ম-ষ্টাররূপে দেখতে চান না।

আমি যে নিজেকে আর কিছুতেই বেঁধে রাখতে পারলুম না। আর্টের নানান্ দিকে নিজেকে ছড়িয়ে রাখতেও পারলুম না। নিজেকে

কন্‌সেন্‌ট্রেট্ ক'র্‌তেই হবে, আর, সেটা হচ্ছে সেই শ্রেষ্ঠ কলাশিল্প—সিনেমা প্লে।

কাজেই, আমি চল্‌লুম।

নিজেকে কোন কলুষ-স্পর্শে আসতে দেব না, এপক্ষে আপনি নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন, কমলবাবু। ওদিকে আমার রুচি নেই, জান্‌বেন। শ্রেষ্ঠ আর্টিষ্টদের থাকা উচিতও নয়।

আপনার সঙ্গ, আপনার শিক্ষা দীক্ষা সহানুভূতি যে আমার কতখানি আদরের ছিল, তা ব'লে আর আপনার মহত্বকে খর্ব্ব ক'রব না।

কষ্টও দিয়েছি অনেক। তার জন্যে, আর আজকের এই কাজে যদি ভুলই করে থাকি ত' তার জন্যেও, ক্ষমা করবেন কি?

ইতি

চপলা।

পি, এস—আপনি যে কথাটা বল্‌তে এসেছিলেন, তা ত' আমার অজানা ছিল না, কমলবাবু। কাশী থেকে আপনার চিঠিতে সেটা ধরতে পেরেছিলুম। আরও অনেক কিছুর ভেতর দিয়ে। আপনি আমাকে একটুখানি ভালবাসেন। হয়ত' পেতেও চান। আপনার এ ভালবাসা আমার অন্তর স্পর্শ করে—সত্যিই বল্‌ছি। আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি যে আর্ট ছাড়া আর কিছুতে নিজেকে বাঁধতে পারব না, এটাও আপনাকে সত্যিই বলেছি। আমাকে হৃদয়হীনা মনে করবেন হয়ত'। কিন্তু, যা ক'র্‌তে যাচ্ছি, তা করা ছাড়া আমার অন্য পথ নেই, অন্য কিছুতেই সোয়াস্তি নেই যে!

চিঠিখানা কি রকম ক'রে এসে কমলের বুকে বিঁধল, তা আর শুনে কাজ নেই! কতক্ষণ বালিশ বুকে দিয়ে শুয়ে পড়েছিল সে হতভম্বের মতন হ'য়ে!

"কমল, ঘুমিয়েছিস্ নেকি? তোর একখান চিঠি আজ বিকেলে ডাকে এসেছে। দিতে ভুলে গেছলুম। শুতে গিয়ে মনে পড়ল! নে—"

ঘরে লাইট্ জ্ব'লছিল।

কমল কেমন আড়ষ্টভাবে চিঠিখান হাতে নিলে—কার চিঠি কে জানে?—আড়ষ্টের মতনই খুল্‌লে।

চোখ বুলিয়ে গেল। কাশী থেকে ত্রৈলোক্যবাবু লিখছেন।

কাশীতে অন্নকূটের দিন সন্ধ্যের পর ত্রৈলোক্যবাবুরা বাড়ী ফিরে এসে দেবুকে আর দেখতে পান নি। তার খোঁজ হয় নি। বাসায় সে একলাই ছিল—

দেবু হারিয়ে গেছে! সত্যি—হারিয়ে গেছে!

"আমার দেবু—আমার সোণা, আমার মাণিক, আমার সর্ব্বস্ব!"

কমল বিছানায় পড়ে লুটোপুটি ক'র্‌ছে। চপলার চিঠিখান খাটের তলায় কোথা কোন ফাঁকে প'ড়ে গেছে! আর সে দিকে কমলের খেয়াল নেই!

ত্রয়োদশ

সত্যিই, তা না হ'লে যে কি হ'ত বলা যায় না!

কাশী থেকে ঐ তুঃসংবাদটা যদি না আস্ত। যদি সে সংবাদটা অত নিদারুণ, অত মর্ম্মান্তিকরূপে করুণ না হত!

সেই অনাথা, অবলা কচি মেয়েটি—দেবু—তাকে কে চুরি করে নিয়ে গেল!

কি সর্ব্বনাশই তার না জানি হয়ে গেছে!

তার সমগ্র সত্তাটা নিঃশেষে, নিরবচ্ছিন্নভাবে এতক্ষণে দেবুর পানেই এগিয়ে গেল। দেবুর অপহরণ, আর তার সর্ব্বনাশের আশঙ্কাটি কমলের অন্তরের সকল কার্পণ্য, সকল জড়তা ভেঙ্গে দিলে। আর, ভেঙ্গে দিলে, চুরমার ক'রে উধাও ক'রে দিলে, তার এই এক বছরকার বুকে-আঁকড়ে-ধরা ব্যর্থ প্রয়াসের ঐ রঙ্গীন বুদ্‌বুদটি!

—এইবার চোরাবালি থেকে মুক্তির একটা সরল, সহজ, নিশ্চিন্ত পথ সে পেলে! চোরাবালির ভেতর শক্ত জমিন আবিষ্কার করার যে মারাত্মক ব্যাকুলি, তা থেকে রেহাই পেলে!

দেবুর ভালবাসা—যেটাকে সে স্বপ্ন ভেবেছিল, স্বপ্ন ক'রেই পুষে রাখবে মনে করেছিল, সেইটেই হল বাস্তব, সেইটেই হল সত্য।

আর চপলার প্রতি আসক্তি—যেটা চপলার বিমুখীনতার নিষ্ঠুর পাষাণে তাকে এক বছর ধরে মাথা কুটিয়েছে, যেটা তার চপলার কাছে প্রথম ও শেষ প্রণয় প্রস্তাব করার সমকালেই তাকে লাঞ্ছনার রক্তাক্ত ধূলোর ভেতরে বসিয়ে রেখে গেল—সেই আসক্তি আজ, এরির মধ্যে,

যে একটা বুকে-হাঁটু-গেড়ে-বসা মাতাল স্বপ্নের মতন দূরে পালিয়ে যাচ্ছে; একটা গাঢ় স্বস্তির নিঃশ্বাসে লোপাট্ হয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে!

শুধু সে রাত্রের চপলার সেই বিদায়ী লিপিটা এতটা ঘটাতে পারত না, যদি না সঙ্গে সঙ্গে দেবুর ঐ নিদারুণ দুঃসংবাদের কাহিনী না আস্ত!

কারণ, আজকে ঝেড়ে ফেল্‌তে পেরেছে ব'লে, চপলার প্রতি আসক্তিটাকে সে বুকে-হাঁটু-গেড়ে-বসা মাতাল স্বপ্নই বলুক্ আর যাই বলুক্, আসলে, চপলার ওপরও তার একটা খাঁটি টান ছিল।

চপলার এতদিনকার বিমুখতায়, চপলার সেই শেষ প্রত্যাখ্যানেও, সে টান একান্তভাবে হয়ত মরে যেত না, শুকিয়ে যেত না।

কিন্তু অনাথা দেবুর হয়ত সর্ব্বনাশ হয়ে গেল—এই মর্ম্মান্তিক সম্ভাবনাটা কমলের ভেতরে এমন একটা খণ্ডপ্রলয়ের সৃষ্টি করল, যাতে করে সব ওলট্ পালোট্ হয়ে গেল—পুরোণো নদীর খাত ভরাট হ'য়ে শুকিয়ে গেল, নতুন দিকে গভীর খাত সৃষ্টি হ'ল নদীর উদ্দাম স্রোতো-রাশিকে অপর এক প্রণালী দেবার জন্যে

আর, একেবারে নতুনই বা কি?

দেবুকে ভালবাসবার জন্যে তার অন্তর ভেতরে ভেতরে বিলক্ষণ প্রস্তুত হ'য়ে উঠেছিল! সে নিজে যতটা ভেবেছিল, তার চাইতে ঢের বেশী!

কমল এক "চরম দ্রাবকের" কথা ভেবেছিল না, চপলার মর্ম্মধাতুটিকে গলাবে বলে? কিন্তু আর এক মহাদ্রাবকে কমলের অন্তরটা ভেতরে ভেতরে গ'লে যাচ্ছিল যে!—সেটা হল দেবুর সরল, অকৃত্রিম, অনাড়ম্বর, মধুর কিশোরীপ্রেম!

কমল আজ তার এই নতুন কিশোরীপ্রেমের সম্মোহনে পরিহৃত,

পরিত্যক্ত চপলা-প্রণয়টাকে হয়ত নিতান্ত অগ্রাহ্য ক'রতে চাইবে।

হয়ত' তার মনে পড়ে যাবে সেই দু' হাজার বছর আগে পম্পিয়াই ধ্বংসের কথা। পম্পিয়াই ছিল সেকালের তরুণ তরুণীদের ভোগ-বিলাসের অপূর্ব্ব লীলানিকেতন। কোন এক তরুণ শিল্পী হয়ত' তার তরুণী নর্ত্তকী প্রিয়ার বিহারকুঞ্জে ধরণা দিয়েই আছেন। ভোগের রঙ্গীন ফেনিল সুরার পেয়ালা নিত্য সদাক্ষণ ভরপুর! একদিন লেগে গেল ভূমিকম্প। একবার নয়, বারবার। মার্ব্বেল পাথরের বাড়ীঘর, স্ফটিক তোরণস্তম্ভ সব ফেটে যায়, হেলে দুলে যায়! প'ড় প'ড়। তবু শিল্পীর পালাবার নামটি নেই। একটা প'ড় প'ড় স্ফটিক স্তম্ভ আঁকড়ে তখনও দাঁড়িয়ে আছেন কুঞ্জদ্বারে নর্ত্তকী প্রিয়ার অরুণরক্তিম মুখের ফুলকাটা পেয়ালাটির একটুকু ফেনিলোষ্ঞ-প্রসাদলালসায়!

তখন লেগে গেল বিসুভিয়াসের রুদ্র সংহারলীলা! অগ্নিবৃষ্টি, ভস্মবৃষ্টি, শিলাখণ্ডবৃষ্টি! সব যে পিষে যায়, পুড়ে যায়, ছেয়ে যায়, ঢেকে যায়! নর্ত্তকী প্রিয়া তখন কোন্ দিকে পলাতক! তাইত' কোথা গেল?

নিজেই বা সে পলায় কোথা? সে জ্বলন্ত অন্ধকরা ভস্মরাশির ভেতর কে তাকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দেবে?

পথ দেখিয়ে দিল—আর একজন এসে কোত্থেকে তার হাতখান ধ'রে।

দেবুর দিকে ফিরে, তার "হাত ধ'রে" মুক্তি পেয়ে, কমলের যদি এই সিন্‌টে মনে হ'য়ে থাকে ত' আমরা বল্‌ব···সে নেহাৎ বাড়াবাড়ি ক'র্‌ছে!

দেবুর ওপর তার টানটা সত্য, খুবই সত্য। টেকসই হবে। কিন্তু

তাই ব'লে চপলার ওপর এদ্দিনকার তার টানটা একদম বাজে, মিথ্যে; তার কোন রকম জেরটুকুও র'য়ে যাবে না—এটা আমরা মনে করি না।

এটা সর্ব্বাংশে সত্য নয় যে, কাশী থেকে ফেরার পর কমল যে চপলাপ্রীতির রঙ্গীন কাঠামোখানা নিয়ে এসেছিল, সেটাতে আর বস্তু ছিল না, দেবুর প্রণয়বহ্নি গোপনে গোপনে তার বস্তুটিকে পুড়িয়েই ফেলেছিল, শুধু ওপরকার কাঠামোটা, ঠাঠ্‌টাই কোনমতে বজায় ছিল, একটু ছুঁতেই সেটা ছাই হয়ে উড়ে গেল! যেন একটা ধূপকাঠি জ্বলেই গেছে, শুধু তার ঠাঠ্‌টা এখনও রয়েছে—ছুঁতেই সেটা ভেঙ্গে পড়ে যায়!

এ এনালিসিস্ কেউ কর্‌লে, এমন কি, কমল নিজে কর্‌লেও, সেটা ভুল হবে।

যাক্—সে যে মুক্তি পেয়েছে এটা ঠিক। দেবুর প্রতি ভালবাসা তার আর যে স্বপ্ন নেই, সত্য হয়েছে, এটাও ঠিক।

সকালে উঠে ত্রৈলোক্যবাবুর চিঠিখানা ভাল ক'রে প'ড়ে দেখ্‌লে। ক'জন বদ্‌মায়েস লোক আগে হ'তেই দেবুর দিকে নজর দিয়েছিল। সেই কমল কাশী থেকে আসার পর একদিন গলির মোড়ে ক'টা লোককে ফুস্‌ফাস্ ক'র্‌তে দেখা গেছ্‌ল—দেবুর দিকে লক্ষ্য ক'রে। আরও দু'একদিন দেখা যায়। দেবুকে সাবধানেই রাখা হয়েছিল। বাড়ীর বাইরে একলা সে যেত না। দেবু নিজে গুরুতর একটা কিছু বোঝে নি। তার গলার মাদুলি হার সে খুলে ত্রৈলোক্যবাবুর হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়েছিল। কিন্তু—সেও ত্রৈলোক্যবাবুদের আদেশ লঙ্ঘন ক'রে কখনও একলা বাইরে যেত না।

অন্নকূটের দিন ত্রৈলোক্যবাবুরা সব্বাই বেরিয়ে যান। দেবু একলাটি বাড়ীতে ছিল। সন্ধ্যার খানিক পরে তাঁরা ফিরে দেবুকে আর দেখতে

প্লান না। কোন জিনিষ পত্তর যায় হয় নি—শুধু সেই গরমিল! মানুষ চুরি ছাড়া আর কিছু নয়।

দেবু যে একলা অন্নকূট দেখতে বেরিয়ে যাবে, এ ধারণা ত্রৈলোক্য-বাবুরা করেন না। অনেক খোঁজ করা হ'য়েছে—পুলিশের সহায়তাও নেয়া হ'য়েছে। কিন্তু কোনই পাত্তা পাওয়া যায় নি। তাঁরা মর্ম্মাহত হ'য়ে আছেন।

কমলের মুখখান আজ প্রদীপ্ত একটা নূতন সত্য, জীবন্ত প্রেমের প্রভামণ্ডলে। কিন্তু তার ললাটে দৃঢ় সঙ্কল্পের দু'একটা রেখাও ফুটে রয়েছে।

দেবুকে তার তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে বের ক'র্‌তেই হবে।

দেবুকে খোঁজা, তাকে পাওয়া ছাড়া কমলের অন্য কাজ নেই, ব্রত নেই!

তার পরদিনই লম্বা ছুটি নিয়ে সে চ'লে গেল কাশী। নিরীহ প্রবীণ মানুষ ত্রৈলেক্যবাবু—তিনি কি আর দেবুর তেমন ক'রে তদ্বির ক'র্‌তে পেরেছেন? তাঁর সাধ্যমত তিনি নিশ্চয়ই ত্রুটি করেন নি, কিন্তু তাঁর সাধ্যের দৌড় যে অল্প! তাকে নিজে গিয়ে খুঁজতে হবে।

কমল এসে প্রাণপণ চেষ্টার কসুর ক'রল না। সমিতির সাহায্য নিল, সেবাদলের সাহায্য নিল, আরও কত কি ক'র্‌ল।

কিন্তু কৈ—দেবু কোথা? তার কোনই পাত্তা নেই।

যতদিন যায়, ততই কমল দেবুময়, দেবুগত-প্রাণ হ'য়ে উঠছে। ঘুমের ভেতরে চেঁচিয়ে উঠত—"আমার দেবুকে বাঁচাও—"কে যেন দেবুর সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে যাচ্ছে, দেবুর আর্ত্ত চীৎকার কমলের কাণে এসে বিঁধছে যে! দেবু তারির নাম ধ'রে ডাক্‌ছিল, না?

এম্‌নি ক'রে দিন যায়। কমল কাশী ছেড়ে এল না। অসংখ্য গলি

বেয়ে অগণিত নরনারী নিত্যি গঙ্গার অগুন্‌তি ঘাটে ঘাটে আসে যায়, কোন্‌দিন হয়ত' তার দেবুকে মিলে যেতে পারে!

হায় আশা!

দিনকতক বাদে কল্‌কাতার চাকুরীতে রিজাইন দিয়ে কমল কাশীতেই এক চাকরী নিলে—হিন্দু ইউনিভার্‌সিটিতে।

ত্রৈলোক্য বাবুদের বাড়ীর একাংশেই সে কিন্তু কাশীবাসী হ'ল।

সেই পূবে বারান্দা-ওয়ালা ঘর—সেই ফুলের ও তুলসীর টব—সেই সব! শুধু—!

কমল ঘরটায় প'ড়ে প'ড়ে কত যে ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌ত, তবু সেখান থেকে নড়বে না সে!

সেখানে তার দেবু ছিল যে!

সেই একদিন দেবুর আঙ্গুলে নেক্‌ড়া জড়ানো। ষ্টোভে হাত পুড়ে গেছে।

"আমি শীগ্‌গীর চ'লে যাব, তখন তোমার কাজ কমে যাবে, দেবু"—কমল ব'লেছিল। সে তখ্‌খুনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেছ্‌ল। সারাদিন আর আসে নি! সারাদিন তার ছোট্ট খাটটিতে উবুড় হ'য়ে প'ড়ে কত কান্না ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে হয়ত' কেঁদেছে!

দিনান্তে সে এলে কমল তার চিবুকখান ধ'রে আদর ক'রেছিল।

"আর কখ্‌খনো বল্‌ব না ও কথা দেবু!"

ব'ল্‌বে না ত'—কিন্তু চ'লে ত' গেলে—দেবুকে একলা রেখে চ'লে ত' গেলে দুদিন বাদেই!

"না, আর কখ্‌খনো আমি যাবো না—কখ্‌খনো না। আমি তোমারি হ'ব—চিরদিন তোমার প্রেমকেই বুকে ধ'রে রাখব—"

এই কথা ক'টা তার দেবুকে—তার প্রাণের দেবীকে—ব'লতে সে যে এসেছে!

কিন্তু সে যে চ'লে গেছে! একলাটি ফেলে গেছ্লাম বলে রাগ ক'রে?

এস—ফিরে এস—আমার লক্ষ্মী—আমার মাণিক—আমার সর্ব্বস্ব ধন!

আমার মুখ একটুখানি আঁধার দেখলে তুমি কাঁদ কাঁদ হ'য়ে তোমার ঘরটিতে গিয়ে ইষ্টদেবতার কাছে হাঁটু গেড়ে ব'স্তে—কত কাঁদতে, কত মানসিক ক'র্তে—আর আজ!

দেবুর যা কিছু নিদর্শন ছিল—মায় তার বালিকাবয়সের খেলার মাটির পুতুল ক'টি—সব অতি আদর ক'রে কমল তার ঘরটিতে এনে সাজিয়ে রেখেছে। দেবুর ইষ্টদেবতা—দুর্গার পটখানি—সে নিত্যি ফুল দিয়ে সাজায়; ধূপ কাঠি জ্বেলে দেয়; গড় হ'য়ে প্রণাম করে—তার প্রাণের কি ব্যাকুল মিনতি জানায়!

দেবুর সেই শিউলিরংএ ছোবানো সাড়ীখানা—সেখান ভাজ ক'রে ঘটের ওপর রেখেছে—পটের সামনে। সেই যে কাপড়খান প'রে দেবু গেছল' কমলের হাত ধ'রে মহাষ্টমীর অঞ্জলি দিতে!

দেবু লিখতে শিখেছিল—দু'একখানা চিঠিও সে কমলকে লিখেছিল।

তার ঘরটিতে গিয়ে কমল তার বই খাতাপত্তর পেড়ে নিলে তাকের ওপর থেকে। কমল যে তাকে পত্র দিয়েছিল, সেগুলো কৈ? খাতা-পত্তরের ভেতর নেই ত!

বিছানার তলায় নেই ত'?

বিছানা একটা মাদুর আর বালিশ।

কমল উল্টে পাল্টে দেখলে। দেবুর মাথার বালিশটে সে একবার আঘ্রাণ নিলে, চুমু খেলে, বুকে চেপে ধ'রলে—চোরের মতন! অনাথা, অস্পৃশ্যা, অন্ত্যজের মেয়ে না দেবু?

একি, বালিশটের আধময়লা ওয়ারটার ভিতরি কি খর্‌খর্‌ ক'র্‌ছে, না?

ওমা—কাগজ—তারির লেখা চিঠি গুলো!

কমল চোরের মতন বালিশটে বুকে ক'রেই তার আপন ঘরে পালিয়ে এল—ঘরে খিল বন্ধ ক'রে দিলে!

তার কি সুখই হ'য়েছিল, তার কি কান্নাই পাচ্ছিল!

দেবুর খাতাপত্তরগুলো আমরা আর খুলে দেখলাম না। কমলকে উদ্দেশ ক'রে কি সব মিষ্টি দুষ্ট চিঠির মক্স সে সব খাতায় করা ছিল।

এম্‌নি ক'রেই দিন যাচ্ছিল।

প্রায় বছর খানেক কেটে গেল। দেবুর কোন পাত্তা মেলে নি।

চপলা অবশ্য আর তাকে চিঠিপত্তর লেখে নি। তবে প্রমীলার এক চিঠি সে পেয়েছিল। চপলা এক নতুন বড় ফিল্ম কোম্পানীতে যোগ দিয়েছে আর্টিষ্ট হ'য়ে। মিস্‌ হেলেনা আর মিঃ রাও খুব উঁচু সার্টিফিকেট দিয়ে তাকে ঢুকিয়ে দেন। চপলা কিন্তু তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রেই চ'লেছে—ফিল্ম-ওয়ালাদের সঙ্গে স্রেপ বিজনেস্‌ ছাড়া মেলামেশা করে না। তার আলাদা এস্‌ট্যাবলিস্‌মেণ্ট। বেশ শুদ্ধাচারেই থাকে ব'লে চপলার একটা সুখ্যাতি হ'য়েছে। অনেক স্তাবক, অনুরক্তের দল অবশ্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা ক'রেছে তার যৌবনদুর্গ ছলে বলে কৌশলে দখল ক'র্‌বার। কিন্তু সকলেই প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে। ও এপিল তার কাছে পৌছোয় না। এরির ভেতর চপলার নতুন আর্ট-প্রতিভার পরিচয় দেবার প্রায় সুযোগ হয় নি। তবে, কোম্পানী বিশেষ তোড়

জোড় ক'রে নতুন দু'একটা ছবি তুল্ছে, জানি না তাতেই চপলাকে দেখতে পাওয়া যাবে কি না।

চপলা কল্কাতায় বড় একটা থাকে না। যতই জেদী হ'ক—তার লজ্জা করে। বিশেষ, বাবা মা তাকে ক্ষমা কর্তে পারেন নি। তাঁরা বড্ড একটা সক্ পেয়েছেন—তাদের বড় আদরের মেয়ে চপলা শেষকালে তাঁদের মনে দাগা দিল ব'লে!

তবু, বাবা খুব কন্সিভারেট। মাসে মাসে চপলাকে তিনশ' টাকা ক'রে দেবার ব্যবস্থা ক'রেছেন। সে যাতে অভাবে না পড়ে—নিজের স্বাতন্ত্র্যের মর্য্যাদা, নারীত্বের সম্মানটুকু হারিয়ে না ফেলে। চপলা গোড়ায় নিতে চায় নি—প্রমীলার পেড়াপীড়িতে রাজি হ'য়েছে। প্রমীলার সঙ্গেই তার চিঠি লেখালেখি চলে। খুব ঘন ঘন নয়। চপলার চিঠির সুর যেন একটু চাপা—যেন একটুখানি বিষাদের রেশ আছে! আর কারুখ্যে সে চিঠি পত্তর দেয় না।

এখন সে ছবি তোলার জন্যে জব্বলপুর মার্ব্বেল রক্স্ গেছে। সেখান থেকে কোথা যাবে, তা জানায় নেই।

চিঠিখানা প'ড়ে কমল একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেনি?

সেবার কাশীতে বেজায় গরম প'ড়েছিল। কমলের শরীরটে ভাল ছিল না, তার ওপর কতকগুলো জরুরি কাজের তাগিদ ছিল—কাজেই সে গরমের ছুটিতে কল্কাতায় এসে আছে। মা বাড়ীতেই আছেন। কাশীধামের প্রতি তাঁর লোভ যথেষ্টই ছিল, কিন্তু তবু নানাকারণে ভদ্রাসন ছেড়ে যেতে পারেন নি। বোধ হয় তাঁর মনের কোণে এই বাসনা ছিল—মনের মতন একটি ঘরের লক্ষ্মী এনে তার হাতে গেরস্থালী বুঝিয়ে দিয়ে, সংসার ধর্ম্মের ভার অর্পণ ক'রে, তিনি কাশীবাসিনী হবেন।

তা আর মুখ ফুটে কমলকে বলেন নি।

এবার আর চপলাদের পাড়ায় নয়, অন্য আর এক জায়গায় বাসা নিয়ে কমল আছে। সঙ্গে পিসিমাও আছেন।

একদিন সমস্ত দিন গুমোট গরম গেছে। কমল সারাটা দিন ঘরের মেজেয় প'ড়ে আইঢাই ক'রেছে। মনের গতিকও সেই পূর্ব্ববৎ। কি মনে হ'ল—বিকেলের দিকে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায় রাস্তায় বেড়াতে। রাস্তার হট্টগোলে মাথার ভেতরকার টাটানিটে হয়ত' কিছু কম্‌তে পারে!

এক যায়গায় একটা পোষ্টার দেখলে—বায়স্কোপের। একটা কি নতুন কোম্পানি খুব ধুমধাম ক'রে একটা কি নতুন ছবি দেখাচ্ছে। টকি নয়, এম্‌নি ছবি। তাতে মিস্ অরুণা ব'লে এক নতুন আর্টিষ্ট তার অতুলনীয় প্রতিভার পরিচয় নাকি দেবে! কমল বছর খানেকের ওপর বায়স্কোপ দেখে নি। আজকেও নতুন ছবির বা নতুন প্রতিভার পরিচয়ের আর্কষণে নয়, এম্‌নি কি এক ঝোঁকের মাথায়, চল্‌ল সেই নতুন সিনেমায়।

হাউস ফুল। সে চ'ার টাকার টিকিট কিন্‌ল—নৈলে ঢুক্‌তেই পেত না।

ছবিটে সত্যি সত্যিই সুন্দর! আর, মিস্ অরুণার প্রতিভা মান্‌তেই হবে। শুধু কি প্রতিভা, কি অসামান্য তার যৌবনের মঞ্জুশ্রী!

কমল পলকহীন হ'য়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলে—

মুখখানা ত' ঠিক চেনা যাচ্ছে না, কিন্তু ঐ চাহনি, ঐ চলন দোলন, এই ভাব ভঙ্গী—ও গুলো যে পরিচিত!

আশ্চর্য্য! দুজনের ঠিক একইরকম ও সব হ'তে পারে!

ছবিটে বড় নয়। এক ঘণ্টাতেই শেষ হবে। খদ্দেরদের ন্যায্য পাওনা বুঝিয়ে দেবার খাতিরে ইন্‌টারভ্যালের পর আর একটা কি

বাজে ছবি দেখানোর আয়োজন আছে। কমলের সে বাজে ছবিটে দেখার আগ্রহ ছিল না। সে ঠিক ক'রেছিল—শেষ পর্য্যন্ত সে থাক্‌বে না।

ইন্‌টারভ্যাল্‌ হ'য়েছে। কমল উঠি উঠি ক'রেও তার চেয়ার খানায় তখনও ব'সে আছে। ঘর তখন প্রায় খালি বল্‌লেই হয়। সে কতকটা অন্যমনস্ক ভাবেই ব'সে। এমন সময়, কোত্থেকে এক বেয়ারা এসে সেলাম ক'রে দাঁড়াল—

"আপনারই নাম কি কমলকৃষ্ণ বাবু?"

কমল মাথা হেলিয়ে জবাব দিল।

সে তার পকেট থেকে এক খামের চিঠি বের ক'রে কমলের হাতে দিলে। সাদা প্লেন খাম, কিন্তু, এ কি?—

চপলার হাতে লেখা, না?

চপলা তাকে অনুরোধ ক'রছে—তার সঙ্গে সেই সন্ধ্যেয় একবার দেখা ক'রতে।

সে নিকটেই একটা বাড়ীতে আছে। অবিশ্যি ক'রে আসেন যেন…

আর কি ছাই ছবি দেখবে? কমল উঠে পড়ল।

"আইয়ে সাব—" ব'লে বেয়ারা তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চ'ল্‌ল।

সিনেমা থেকে মিনিট পাঁচেকের রাস্তা দূরে এক নিরিবিলি বাগান-ঘেরা ছোট্ট বাড়ীতে চপলা থাকে। চপলা গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল।

কি জানি কি একটা আবেগ-স্পন্দিত বুকের অস্তিত্ব অনুভব ক'রতে ক'রতে চপলার পাছ পাছ কমল গেল তার বসার ঘরটিতে।

বেশ সাদাসিধে রকমে সাজানো গোছানো ঘরটি তার। চপলার সাজগোজও সাদাসিধে। বিলাসের নাগরদোলায় যারা পাক খায়, তাদের রকম সকম অন্য রকমের।

ঘরে তারা দু'টিতে গিয়ে ব'সল।

"আপনি এসেছেন কমলবাবু, সত্যিই আহ্লাদিত হ'য়েছি। আমার ভয় ছিল—আপনি হয়ত' আসবেন না!"

"কেন আস্‌বো না, চপলা দেবি?"

"হয়ত' আমার ওপর রাগ ক'রেছেন—"

"রাগ? আপনার ওপর? না কৈ, কখ্‌খনো করি নি ত'!"

"বাবা, মা, দিদি—এঁরা সব্বাই যে রাগ ক'রেছেন!"

"আপনার ভেতরে সব চাইতে বড় প্রেরণার বশবর্ত্তী হ'য়ে আপনি যে চলার পথ বেছে নিয়েছেন. সেইটেই হয়ত' আপনার ঠিক পথ! রাগ ক'রবো কেন?"

ব'ল্‌ল ব'টে কিন্তু কমল একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ভাল ক'রে চেপে রাখতে পারে নি। আর, চপলাও একটা দীর্ঘশ্বাস স্পষ্ট ক'রেই ফেলেছিল!

"আপনি রাগ করেন নি শুনে সত্যিই একটা স্বস্তি হ'ল। কিন্তু আপনাকে সেই—"

কেমন যেন গাঢ়, কাঁপা স্বরটা তার!

"তার ত' উপায় ছিল না, চপলাদেবি! আপনি ওটা আর মনে পুষে রাখবেন না।"

চপলার আর একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল।

কমল মুখ তুলে চেয়ে দেখল—

চপলার মুখের কোণে কেমন যেন একটা করুণ ম্লান হাসি!

তারা যেদিকে মুখ ক'রে ব'সেছিল, ঠিক তার সাম্‌নের দেয়ালে একটা বড় পেন্টিং ছিল। কমল একবার চোখ তুলে সেদিকে চাইল।

সেই চপলার বাড়ীর কক্ষের সেই পেন্টিংখানা—

একটা ঝ'ড়ো ল্যাণ্ডস্কেপ—একটা পাখী বাসা ছেড়ে বেরিয়ে প'ড়েছে ঝড়ের বুকে আথালি পাথালি সাঁতার কাটতে! ঝড় বড্ড বেশী হ'য়ে উঠ্‌ল। পাখী নদীর কূলে তার বাসাটিতে ফির্‌তে চায়, কিন্তু ফির্‌বে কি ক'রে! ঝড়ের সঙ্গে লড়াই ক'রে তার পাখনা দুটো গেল ভেঙ্গে! সে অসহায়, নিরুপায় হ'য়ে প'ড়ে যাচ্ছে নীচের দিকে—হয়ত' তলিয়ে যা'বে অকূলে, অতলে!

ছবিখান দেখে কমল একবার চোখটা ফেরাল চপলার মুখের দিকে! সেই অপরূপ সুন্দর মুখখানা, কিন্তু বড্ড কাতর, ভারি করুণ!

এমনত' কমল কখ্‌খনো দেখেনি। তার অন্তর একটা মৌন দরদে ভ'রে উঠল।

কিন্তু ঠিক নিদানটা কমল ধ'র্‌তে পেরেছে কি?

"আপনার এ আবহাওয়া ভাল লাগছে না, চপলাদেবি!"

"কোন্‌ আবহাওয়া?"—যেন চপলা বোঝে নি কমল কি ব'ল্‌তে চাচ্ছে!

এই সব ফিল্ম-জগতের আবহাওয়া।"

চপলা এবার সোজা খাড়া হ'য়ে ব'সল! তার চোখে একটা দীপ্তি ফুটে উঠল!

"আমি আর্টে নেবেছি, কিন্তু ফিল্ম-জগতের আবহাওয়া টাবহাওয়া এড়িয়ে চ'লেছি,—অরুচির সঙ্গে, ঘৃণার সঙ্গে বর্জ্জন ক'রে আস্‌ছি—এটা অনেকে হয়ত' বিশ্বাস ক'র্‌বে না, কিন্তু আপনি অবশ্যই ক'র্‌বেন, কমলবাবু!"

"আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সেটা বিশ্বাস করি, চপলাদেবি! আমি বিশ্বাস করি, চপলাদেবী কোনদিনও ভুল ক'রেও তাঁর অনিন্দ্য সম্মানের গায়ে কোন কলুষস্পর্শের সম্ভাবনার স্পর্শটুকুও লাগ্‌তে দেবেন না।"

চপলা কিছু ব'ল্‌ল না, একটা সগৌরব, কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে কমলের দিকে তাকাল'।

একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কমল ব'ল্‌ল—

"তবু মনে হচ্ছিল এ আবহাওয়া আপনার যেন ঠিক স'চ্ছে না।"

চপলা মুখখানা একটুখানি নাবাল'।

—"বোধ হয় আর্টের ভেতরে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে, নারীত্বের—শুধু নারীত্বের কেন, মানবত্বের—যেটা সমগ্র আকুতি, তার পরিতৃপ্তি সবক্ষেত্রে হয় না!"

"কি জানি!"

চপলা একটা মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল।

কিছুক্ষণ পরে কথার মোড় ফিরিয়ে নেবার চেষ্টায় বোধ হয় চপলা ব'ল্‌ল—

"আপনি কাশীতেই থাকেন, কমলবাবু?"

"হাঁ, আপনি দেখছি খোঁজ রাখেন।"

"দিদির পত্রে খোঁজ পেয়ে থাকি।"

পরে একটু হেঁসে বল্‌ল—

"আজ ওখানে ছবি দেখতে এসেছিলেন?"

"সত্যি—আপনি টের পেলেন কি ক'রে?

"চর লাগিয়ে রেখেছি!"

"সত্যি—?"

"যাক্—ছবি কেমন দেখলেন, বলুন।"

"চমৎকার। মিস্ অরুণা—"

"হাঁ—মিস্ অরুণা, কি? ভাল হয় নি? আপনি সমজদার ব্যক্তি, বলুন না?"

এবার চপলার মুখে সেই আগেকার হাসি!

"ও—আমি ঠিক ধ'র্‌তে পারিনি তখন। আপনিই—? মেক্‌-আপে মুখের ঢংটা বেমালুম বদলে ফেলেছিলেন ত'! আর সব ঠিকই ছিল! আমি অবাক্‌ হ'য়ে গেছলুম—"

"আমি নিজেও বড় কম হয় নি। আমিও আজ একটা পাশের বক্‌সে ছিলুম। আজকে প্রথম ছবি দেখানো—একটু লোভ হ'য়েছিল নিজের কেরদানিটে দেখার। আপনি আমায় দেখতে পান নি।"

"আজকে অনেকদিন পরে এ সাক্ষাতে আপনি অসুখী হ'লেন না ত', কমলবাবু?"

আবার সে বল্‌ল, গম্ভীর হ'য়ে, কেমন যেন সেই বিষাদ-ক্লিষ্ট সুরে।

"না—সত্যিই—সুখীই হ'য়েছি। আপনাকে দেখার ইচ্ছে খুবই হ'ত। জান্‌তুম না কোথায় আছেন।"

"আমাকে এখনও একটু স্নেহ করেন ব'লেই ব'ল্‌ছেন। অনেকে হয়ত' আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না হওয়াটাই বড় ভাগ্যের মনে ক'র্‌বে। যাক্‌— .

আমি কিন্তু আপনাকে অসুখী ক'র্‌ব ব'লে এখানে আনি নি!"

এবারও তার মুখের কোণে হাসি,—করুণ, কিন্তু, কেমন যেন রহস্যগর্ভ!

কমল কিচ্ছু বুঝল না।

"একটু ব'স্‌বেন? আমি এই এলুম ব'লে।"

এই ব'লে সে ঘর থেকে ভেতর বাড়ী পানে চ'লে গেল।

খানিকক্ষণ কেটে গেছে। বোধ হয় দশমিনিট হবে।

এইবার বুঝি চপলা আস্‌ছে? ভেতরের ঘরে পায়ের সাড়া পাওয়া গেল।

খালি পায়ের সাড়া যে ? চপলার পায়ে ত' স্যাণ্ডেল ছিল !

সে কি তার জন্যে কিছু খাবার টাবার নিয়ে আস্‌ছে না কি ?

পায়ের সাড়া মৃদু, কত যেন ব্রীড়াবিজড়িত ! দুপা আসে, আর যেন থম্‌কে দাঁড়ায় !

মাঝখানের দুয়োরটা ভেজান' ছিল। সেখান পর্য্যন্ত পায়ের সাড়া এগিয়ে এল। তারপর, থম্‌কে দাঁড়াল।

কমল কিছু বুঝল না, কিছু তার বুকের দপ্‌ দপানিটে সে শুন্‌তে পাচ্ছিল ! আস্তে আস্তে দুয়োরটা একটুখানি ফাঁক হ'ল—

"দেবু—আমার—"

কমল দেবুর এলানো অঙ্গ বুকে চেপে ধ'রেছে !

সত্যিই—দেবুর তখন সংজ্ঞা নেই !

চোখ দুটো তার অর্দ্ধনিমীলিত—কমলের মুখের পর স্থির হ'য়ে র'য়েছে !

অধরের কোণে কি একটা মিষ্টি, সলাজ হাসি !

কিন্তু তবু তার চেতনা নেই !

ট্রান্স ? কে জানে, কি বাপু ? এখানে—চিরন্তনী মানবীয় সত্তার এত গভীর স্তরে—কে আর এনালিসিসের খোলামুচি, এসিড, ব্যালান্স নিয়ে গিয়ে হাজির হবে ?

কমলও বা কতক্ষণ তার হারানিধি বুকে রেখেছিল, তাই বা ঘড়ির কাঁটায় কে মেপে রেখেছে ?

ঘরে একটা লম্বা, নরম সোফা ছিল। তার পরে দেবুর সোণার অঙ্গ এলিয়ে তখনও পড়ে র'য়েছে, আর—

কমল মেজেয় হাঁটু গেড়ে ব'সে একটি বাহু তার দেবুর মাথার নীচে রেখে, আর একটা বাহু দিয়ে তার গলা জড়িয়ে রেখেছে।

দেবু এইবার চোখ মেল্‌ল—কেমন যেন অব্যক্তমধুর একটা সরমে রাঙা হয়ে মাথার কাপড় টেনে দিলে, উঠে বস্‌তে চাইলে।

কিন্তু—চোখদুটি মেল্‌ল কখন ?

যখন কিশোরীর সদ্য-প্রস্ফুটিত অম্লান অনাঘ্রাত অধর-কোরকের পর কমল প্রথম প্রণয় আর সোহাগ-চিহ্ন মুদ্রিত ক'রে দিচ্ছিল !

অনাথা, জনম-দুখিনী, অন্ত্যজের মেয়ে ! প্রেমের ঠাকুর টাকুর যদি কেউ থাকোত'—কমলের এই আবেগটুকুর জন্যে তাকে ক্ষমা কর্‌বে না ? না কর্‌ত, এই তোমার সঙ্গে চির আড়ি দিয়ে রাখলুম !

চতুর্দ্দশ

কমল দেবুকে তার আপন বাসায় নিয়ে এসে পিশিমার হাতে জিম্মা ক'রে দিলে। পিশিমা মেয়েটিকে গোড়া হ'তেই কেমন সুনজরে দেখলেন। কমলের মুখে মোটামুটি সব বৃত্তান্ত শুনে তাঁর মায়া উথলে উঠল দেবুর ওপর। পিশিমার আপন পেটের সন্তান ছিল না।

দেবুর মুখে কমল সব ব্যাপার শুন্‌ল।

কাশীতে অন্নকূটের দিন সন্ধ্যেয় সে দরজা বন্ধ ক'রে একলা বাড়ীতে আছে, এমন সময় একটি মেয়ে লোক এসে ত্রৈলোক্যবাবুর নাম ধ'রে ডাকে। মেয়ে লোকের গলা শুনে সে দুয়োর খুলে দেয়। সে ভেতরে আসে। তার সঙ্গে এ কথা সে কথা হচ্ছে, এর ফাঁকে দু'তিন জন পুরুষ-মানুষ বাড়ীতে ঢুকে পড়ে। সে চেঁচিয়ে ওঠবার আগেই তাকে ধ'রে ফেলে মুখ বেঁধে দেয়। তারপর তার হাত পা বেঁধে আড় কোলা ক'রে নিয়ে এসে, গলিতে একটা পাল্‌কি ছিল, তাতে জোর ক'রে উঠোয়। তার নাকে কি একটা উগ্রগন্ধ-মাখানো রুমাল চেপে ধরে, সে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে। যখন তার জ্ঞান হ'ল তখন দেখল সে ট্রেণে। মুখ আর তার বাঁধা নেই, হাত-পাও বাঁধা নেই বটে, কিন্তু সেই মেয়ে লোকটা আর সেই পুরুষগুলো তার কাছে ব'সে আছে। গাড়ী চল্‌ছে। তাকে ভয়ানক শাসিয়ে দিলে—মুখে টুঁ শব্দটি যেন না করে, পালাতে না চেষ্টা করে। সারা রাত্তির জেগে তারা পাহারা দিলে।

তারপর ক'ল্‌কাতায় নেবে, আবার গাড়ী। গাড়ী থেকে নৌকো। তিনদিন পরে যে যায়গায় তারা তাকে আন্‌লে, সে যায়গা সে চেনে না। তবে, তার ছোটবেলাকার সেই আপন দেশের মতন। মস্ত মস্ত

নদী, কত কত খাল, ঘন বনজঙ্গল। সেখানে এনে একটা নির্জ্জন স্থানে প'ড়ো বাড়ীতে তারা তাকে আট্‌কে রেখেছিল।

একটা দুর্ব্বৃত্ত নেশাখোর লোক মধ্যে মধ্যে সেখানে আস্‌ত, বল্‌ত তাকে বিয়ে ক'র্‌তে। কত শাসাত', কত লোভ দেখাত'।

সেই মেয়েলোকটা প্রায়ই এসে তাকে বোঝাত'—সেই লোককে বে করায় যাতে সম্মতি দিই।

কিছুতেই মত করাতে না পেরে, তারা নানান্ অত্যাচার ক'র্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লে। সে অত্যাচারের কাহিনী আর শুনে কাজ নেই।

সে দিনরাত কাঁদত' আর মা দুর্গার পায়ে মাথা কুটত'!

কখন তন্দ্রার একটুখানি ঘোরের মতন আস্‌লে বোধ হয় সে কমলের নাম ধ'রেও ডাকত'—মেয়েলোকটা তাই নিয়ে তাকে কত বিদ্রূপ ক'রেছে, গালাগালি ক'রেছে!

একরাত্রে এমন অবস্থা যে বুঝিবা সবই যায়—

সেই মাতাল দুর্ব্বৃত্তটা তাকে বেঁধে মেঝেয় ফেলেছে। "এখনও বেঁ করবি কিনা বল—বল" ক'রে চেঁচাচ্ছে—একটা লোহা পুড়িয়ে তপ্ত ক'রে তার গায়ে চেপে ধ'রেছে— তার বাঁ হাতের কনুই এর নীচে এত জোরে চেপে ধরলে যে, তখুনি ফোস্কা প'ড়ে গেল।

"বাবা, আমায় বাঁচাও, আমায় রক্ষে কর" ব'লে সে তখন অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে। যখন জ্ঞান হ'ল, তখন সে প'ড়ো বাড়ীতে সে নেই—আর এক বাড়ীতে। কার কোলে মাথা দিয়ে সে যেন শুয়ে ছিল।

জ্ঞান হ'য়ে চোখ মিলে সে ভাবল—একি স্বপ্ন দেখছি!

"বাবা—" ব'লে আবার সে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে।

"দেবু আমার, লক্ষ্মীমেয়েটি আমার, এতদিন কোথা ছিলি, মা?"—

ব'লে সত্যিই ত' তার বুড়' বাবা তাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে পাগলের মতন কাঁদ্‌ছে !

তখনও ব্যাকুলি ক'রে বল্‌ছে—"আমার দেবু কি সত্যি বাঁচ্‌বে বাবাঠাকুর ?"

সে কি আনন্দ, সে কি কান্না, তার !

এক ব্রহ্মচারী ঠাকুর সেই ঘরে তাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁরই আশ্রম। বাবা তার সেইদিন জলে ডুবে মরে নি। সেও ভেসে উঠেছিল। কিন্তু দেবুর দেখা না পেয়ে—দেবু ম'রে গেছে ভেবে—বুড় পাগল হ'য়েই গেছ্‌ল। দেশে বাড়ীতে থাকৃত' না। যশোহরেশ্বরীর মন্দিরের ধারে ধারে ঘুরে বেড়াত'—কখন হাঁস্‌ত, কখন কাঁদ্‌ত—কখন চেঁচিয়ে উঠত—"মাগো, আমার দেবু ডুবল', আমার দেবুকে বাঁচাও !"

কতবছর ধ'রে বাবা তার ঐখানে পাগল হ'য়ে ফুকৃরে ফুকৃরে বেড়িয়েছে !

দুর্ব্বৃত্তরা তাকে হরণ ক'রে এনে ঈশ্বরীপুরের প্রান্তে একটা প'ড়ো বাড়ীতে আটকে রেখেছিল। যেদিন রাত্রে তার ওপর সেই চরম অত্যাচারটা হবার উপক্রম হয়, সেরাত্রে তার পাগল বাবা নিকটেই কোথা ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

তার আর্ত্তনাদ তার কাণে যায়। কাণে যেতেই পাগল বুঝতে পারে—"এ যে আমারি দেবু !"

সে তখুনি ব্রহ্মচারী ঠাকুরের হাত ধ'রে টেনে নিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করে। সে তখন আর পাগল নেই !

আশ্রমেই দু'চার দিন থেকে যায় তারা। বাবা তাকে সেই দেশের বাড়ী ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু ব্রহ্মচারী ঠাকুর মাথা নেড়ে

ব'ল্‌লেন—"পেছনে ভীষণ শক্র লেগে র'য়েছে। আবার বিপদে ফেল্‌বে। এখানেও বিপদ্‌ হ'তে পারে। তবু—আশঙ্কা হয়ত' একটু কম।"

ক'দিন বাদে কি বুঝতে পেরে ব্রহ্মচারী ঠাকুর দেবুকে সঙ্গে ক'রে ক'ল্‌কাতায় আসেন। বাবাকে অনেক বুঝিয়ে তাঁর আশ্রমেই রাখেন। ক'লকাতায় না আন্‌লে দুর্বৃত্তরা আবার শীগ্‌গির জালে ফেল্‌বে—এইটে বোধ হয় তিনি বুঝেছিলেন।

ক'ল্‌কাতায় এসে চেষ্টাচরিত্র ক'রে একটা ভাল মেয়েদের আশ্রমে তাকে রাখার ব্যবস্থা করেন। আশ্রমের ব্যবস্থা সত্যিই খুব ভাল। প্রমীলাদেবী সেটার অনারারি সেক্রেটারি।

প্রমীলা দেবুকে খুব যত্ন ক'রে রাখেন। তার শিক্ষাদীক্ষারও সুব্যবস্থা ক'রে দেন। তিনি আদর ক'রে কাছটিতে বসিয়ে দেবুর আগেকার অনেক কথা শুনে নেন।

দেবু সেই আশ্রমেই ক'মাস ধ'রে ছিল।

কমল ভালবাসে ব'লে দেবুও গান, কবিতা, অভিনয় খুব ভাল বাস্‌ত'। তার ইচ্ছে কর্‌ত সেও ভাল ক'রে শেখে। কমল তাকে শেখাতে চেয়েছিল যে! সে তখন কত লজ্জা কর্‌ত! প্রমীলাদেবী উদ্যোগী হ'য়ে তার এ সব শেখারও যথাসম্ভব সুবিধে ক'রে দিয়েছিলেন।

দিন কয়েক আগে চপলাদেবী সেই মেয়েদের আশ্রমে যান প্রমীলা-দেবীর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে। বোধ হয় প্রমীলাদেবী তাঁকে তার কথা ব'লেছিলেন। চপলা তাকে দেখ্‌তে চান, তার সঙ্গে আলাপ কর্‌তে চান। আলাপ হয়ও। চপলা তার গান, অভিনয়—এসব ভাললাগার কথা শুনে নিজেই তাকে শিখুবেন স্থির করেন। তাঁর চাইতে ভাল ক'রে

ও সব শিখ্‌তে আর কে পারবে? চপলা তাকে খুব স্নেহ কর্‌তে আরম্ভ করেন। শেষকালে ঠিক হ'ল, সে এসে চপলার বাড়ীতেই থাক্‌বে। প্রমীলাদেবীও মত করেন। চপলার স্বতন্ত্রভাবে, শুদ্ধাচারে থাকার কথা তিনি বেশই জান্‌তেন।

সত্যিই—চপলাদেবীর সংস্পর্শে এসে সে যেমন সুশিক্ষা পাচ্ছে, তেমনি তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ ও চরিত্রমাধুর্য্যে সে দিন দিন মুগ্ধ হচ্ছে।

চপলার কাছ থেকে কমলের কথাটা সে একেবারে লুকোতে পারে নি!

চপলার সঙ্গে থাকার সব চাইতে বড় আকর্ষণ ছিল তার এই যে—তার সঙ্গে বায়স্কোপ থিয়েটার এসব তাতে গিয়ে যদি কোন দিন সে কমলকে দেখতে পায়!

কমল বায়স্কোপ থিয়েটার দেখতে ভালবাসে তা সে জানত'।

এই গেল দেবুর কাহিনী।

আর কমলের কাহিনী?

সে আস্তে আস্তে দেবুর হাতখান ধ'রে তার আপন ঘরে নিয়ে গিয়ে দেখাল'—কোথায় কেমন ক'রে সে রেখেছে দেবুর সেই শিউলি-ছোবানো সাড়ীখানি, তার ছোটবেলাকার খেলনাগুলো, তার মা দুর্গার পট, তার খাতাপত্তর, আর—

আর—তার সেই আধময়লা চিঠিগোঁজা ছোট মাথার বালিশটি!

দেখে দেবুর এত কান্না পাচ্ছিল! মনে হচ্ছিল যে কমলের পায়ে মুখটি লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে! জনম জনম ধ'রে কাঁদে!

অনাথা অন্ত্যজের মেয়েকে এত বাড়িয়েছ, তুমি নাথ!

তাত' হল। কিন্তু দেবুকে নিয়ে কমল ক'র্‌বে কি?

ভেতরে গোল আর নেই। ভেতর ভরপূর!

কিন্তু বাইরেও একভাবে একটা সম্বন্ধত' রাখা চাই !

তিনটে অল্‌টারনেটিভ্‌ বা বিকল্পের কথা মনে হ'তে পারে—

প্রথম—তাদের ছাড়াছাড়ি হ'য়ে থাকা, পরস্পরকে ভুলে যাবার চেষ্টা করা।

এটা স্পষ্টতঃই অসম্ভব। এটার কল্পনাও মর্ম্মান্তিক, অসহ্য !

দ্বিতীয়—দাম্পত্যসূত্রে আবদ্ধ না হ'য়ে, দৈহিক কোন সম্পর্ক না রেখে, পরস্পরকে ভালবাসিয়া যাওয়া।

অগত্যা তাই। কিন্তু একটা প্রকাণ্ড রকমের ত্যাগ করার শক্তি ও ইচ্ছা ভেতরে থাকা চাই। সেটা তাদের আছে কি ? প্রশ্নটা নিজে-দিকে ক'রে একটা স্পষ্ট জবাব তারা এরি মধ্যে পেয়েছে কি ?

এই দ্বিতীয় অলটারনেটিভের একটা অপভ্রংশ হ'তে পারে—

দৈহিক সম্পর্ক রেখে পরস্পরকে ভালবাসা, কিন্তু দাম্পত্যবন্ধনে না যাওয়া।

এটায় তারা কেউই রাজি হ'তে পার্‌বে না। ভাল মন্দর কথা হচ্ছে না ; তাদের রুচি, তাদের সংস্কার অন্য রকম।

তৃতীয়—বিবাহ করা।—তার জন্যে যাই কিছু সহ্য ক'র্‌তে হোক না কেন।

দেবুর আলাদা কোন মত নেই—তাতে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হ'ল ত' বয়ে গেল—তার আলাদা ব্যক্তিত্বই এখন আর নেই।

সে কমলের ভেতরে নিজেকে নিঃশেষে বিসর্জ্জন দিয়েছে।

কমল যে ভাবে তাকে নেবে, সেই ভাবেই সে আপনাকে দেবে—কেবল একটামাত্র সর্ত্ত তার—কমলকে খাটো, কমলকে অসুখী সে কিছুতে হ'তে দেবে না।

কমলের যেটা শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, তারও সেইটে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ।

ভাল। কিন্তু কমল ক'র্‌বে কি?

দেবুকে বেই সে ক'র্‌তে চায়—সর্ব্বান্তঃকরণে চায়।

বাধা দুটি।

প্রথম—সামাজিক ধর্ম্মের লঙ্ঘন ও অমর্য্যাদা।

দ্বিতীয়—খুবসম্ভব, মার অমত।

প্রথম নম্বর বাধাটি কমলের কাছে দুর্ব্বল ছিল না। হালের শিক্ষিত হ'লেও সে কতকটা অন্য ধাঁজে ভাবনা চিন্তা করত।

কিন্তু তবু প্রথম বাধাটি সে ঠেল্‌তে পার্‌বে মনে কর্‌ল। তার সব কৈফিয়ৎটা শুনে কাজ নেই। তার শেষ কৈফিয়ৎটা সম্ভবতঃ এই ছিল—সমাজ যদি তাদের মিলনটাকে মেনে না নেয়, সে দূরে একপাশে স'রে রইবে। সমাজের ওপর তার আক্রোশও থাকবে না, নিজের মতটা, নিজের পদ্ধতিটা, সে সমাজের ঘাড়ে চাপাতেও চেষ্টা ক'র্‌বে না। সমাজের ভূয়িষ্ঠ মতকে সে না মান্‌তে পার্‌লেও অবজ্ঞা ক'র্‌বে না। যাক্ গে, সে কথা।

কিন্তু মা তার যদি কিছুতেই মত না করেন? কর্‌বেন ব'লেও' কিছুতেই মনে হয় না!

তা হ'লে?

তা হ'লে—মার ও বাধাটা সে ঠেল্‌তে পার্‌বে না। যদ্দিন মা আছেন, তদ্দিন ত' নয়ই। তারপর যা হয় হবে।

শেষ পর্য্যন্ত, চির-অবিবাহিত থেকে, মনে-প্রাণে দেবুকে ভালবেসে, আর দেবুর ভালবাসা পেয়ে, তারা জীবন কাটাবে।

হয়ত' মস্ত বড়ই বোঝা একটা সেটা—তবু সেটাকে বইতেই হবে!

আমরা আদর্শ মনের বলের নমুনা দিচ্ছি না, আদর্শ কর্ত্তব্যপালনের পথটাও ছ'কে দিচ্ছি না। সে কাজ আপাততঃ আমাদের নয়।

কমল যা ভাবল, তাই আমরা শুনিয়ে দিলাম।

শুনে কেউ বল্‌বেন—আরে ছ্যাঃ! কেউ বল্‌বেন—এই ত বেশ! কেউ বা ব'ল্‌বেন—চলনসই, সাধারণ।

ধরা গেল—চলনসই, সাধারণ-ই।

তবে, একটা কথা।

কমল মার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছোটজাতের মেয়ে দেবুকে বের করার "বুকের পাটা" দেখাতে অপারগ হচ্ছে বটে, কিন্তু সে সারাজীবন ভ'রে, তার সমগ্র নিষ্ঠা ও সাধনা দিয়ে, তার এই ভালবাসাকে, প্রেমকে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে প্রস্তুত হ'য়েছে! তা—নাইবা হ'ল বাইরে, এ জনমে, দেবুর সঙ্গে তার মিলন!

সে সমাজের সকল বাঁধন মান্‌তে পারুক বা নাই পারুক, সে মানে —মানুষের জন্মান্তর, সে মানে মানুষের কর্ম্মানুসারে গতি, সে মানে সংযমের যেটা সিদ্ধি, সে মানে চিত্তশুদ্ধির যেটা শান্তি, সে মানে ত্যাগের যেটা তৃপ্তি। এখন, আসল সত্যধর্ম্মের মাপ কাঠিতে সে খাটোই আর বড়ই দাঁড়াক্, এটা ঠিক যে সে সরাসরি দেবুকে বে করার উয্‌যুগ করে নি।

তাতে দেবুও মত কর্‌ত না—কমলের মুখ তাকিয়েই কর্‌ত না—তার সেই একটামাত্র সর্ত্তে বাধত ব'লেই ক'র্‌ত না।

যাক্—ভেবে চিন্তে কমল এল বাড়ী। দেবুও এল।

মাকে দেবুর কথা এদ্দিন সে কিছু জানায় নি। যদিও সাধারণতঃ সে মাকে প্রায় কোন কিছুই গোপন ক'র্‌ত না।

তবু মা খুব আদর ক'রেই মেয়েটিকে ঘরে ঠাঁই দিলেন।

শুধু ঠাঁই দিলেন! ঘরে তুলে নেবেন না?

দেখা যাক্ কি হয়।

এবার বাড়ীতে মা একলা নেই। তাঁর গুরুদেব এসেছেন। বেশ

সৌম্য-উজ্জ্বলমূর্ত্তি এক প্রবীণ সাধক। কমলের বাবার গুরুদেব ছিলেন স্বতন্ত্র। বাবার নির্দ্দেশমত মা এঁর কাছে দীক্ষা নেন। অনেক দিন আগে। কমল তাঁকে আগে দেখেছে ব'লে মনে ক'র্‌তে পার্‌ল না।

দেবু তাঁকে দেখে চম্‌কে উঠল—আনন্দিত হ'ল।

ইনি সেই যশোহরেশ্বরীর মন্দির সন্নিকটে আশ্রমের ব্রহ্মচারী ঠাকুর।

তুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর চণ্ডীমণ্ডপে ব্রহ্মচারী বাবা আর মা কথা-বার্ত্তা ক'চ্ছেন, দেবু গিয়ে তু'জনের পায়ে প্রণাম ক'রে একপাশে স'রে ব'স্‌ল। সে এসেছে তার বাবার সব কথা শোন্‌বার জন্যে। আজ কদ্দিন বাবাকে তার দেখেনি! বাবা তার ভাল আছে ত'—আর সেই পাগলের মত ফুক্‌রে ফুক্‌রে বেড়ায় না ত'?

ব্রহ্মচারী বাবা দেবুকে আদর ক'রে কাছেই বসালেন—দূরে স'রে ব'স্‌তে দিলেন না। তার অভীষ্ট কুশল সমাচারটি তাকে শুনিয়ে ব'ল্‌লেন—

"দেখি মা তোমার হাতখানা একবার—"

দেবু হাত দেখাল'।

তিনি দেখে যেন কতকটা বিস্মিত হ'লেন। অনেকদিন আগে এই রকমের একখানা হাত তিনি দেখেছিলেন না? যাক্—মুখে কিচ্ছু ব'ল্‌লেন না।

দেবুর বাঁ হাতের কন্থই-এর নীচে একটা দাগ দেখে ব'ল্‌লেন—

"ওটা কি হ'য়েছিল, মা?"

"পুড়ে গেছ্‌ল। তারাই পুড়িয়ে দিছ্‌ল—সেই রাত্রে।"

ব্রহ্মচারী বাবা একবার সস্নেহে সে পোড়া যায়গা দেখলেন। দেখে যেন চম্‌কে উঠলেন। খানিক গম্ভীর হ'য়ে চুপ ক'রে থাক্‌লেন।

"দেবতার পায়ে মন খাঁটি ক'রে রেখো, মা। তোমার খুব ভালই হবে—" আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে তিনি ব'ল্‌লেন। তাঁর মুখে ও স্বরে সেই বিস্ময়ের ভাবটা তখনও যায় নি।

দেবু পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম ক'র্‌ল। মাকেও আবার প্রণাম ক'র্‌ল।

ব্রহ্মচারী বাবা মায়ের দিকে একটা যেন অর্থগর্ভ দৃষ্টিপাত ক'র্‌লেন।

ব্রহ্মচারী বাবার উপদেশ চ'ল্‌তে লাগল। দেবু শ্রদ্ধাপূর্ণ অন্তরে শুনে যাচ্ছে। বাবা তখন ভারতের ঋষি-মহাজন-প্রশস্তি-সম্বর্দ্ধিত অপূর্ব্ব সতীধর্ম্মের ব্যাখ্যান ক'র্‌ছেন। বিবাহ কি—বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন কি, বিবাহের সফলতা ও চরিতার্থতা কিসে—এই সব তত্ত্ব বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

কমল গোড়াটায় ছিল না, সেও এসে একপাশে ব'সেছে।

খানিকক্ষণ উপদেশের পর বাবা ব'ল্‌লেন—

"দেখি, কমল, তোমার হাতখানা। তোমার ছোটবেলায় একবার দেখেছিলাম। ভাল ক'রে মনে নেই।"

কমলের হাত দেখেও তিনি পুলকিত হ'লেন। দেখতে দেখতে একবার দেবুর দিকে দৃষ্টিপাত ক'রেছিলেন। বোধ হয় তখনও সে দৃষ্টি কিঞ্চিৎ বিস্ময়প্লুতিত!

একটুক্ষণ পরে তিনি কমলের দিকে সস্নেহ অথচ গম্ভীর দৃষ্টিপাত ক'রে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—

"বাবা, তা হ'লে মনে মনে কি ঠিক ক'র্‌লে?"

কমল মুখটি নাবিয়ে রাখল'।

"তোমরা পরস্পরকে ভালবাস, এটা ঠিক। আর, এ ভালবাসা যে সত্য, একটা সাময়িক মোহ বা চোখের নেশা না, তাও ঠিক। রূপজ

মোহ আর লালসা অনেক সময় প্রতারিত করে—নিজেকে প্রেম ব'লে চালিয়ে দিতে চায়। কিন্তু খাঁটি প্রেমের একটা অপূর্ব্বতা আছে, বৈশিষ্ট্য আছে। তোমাদের এ ভালবাসাটা তাই ব'লে আমি বিশ্বাস করি। তবু জিজ্ঞেস করছি—তোমাদের এ প্রেমের বাইরের রূপটা, সম্বন্ধটা কি হবে ?"

কলেজের প্রোফেসার কমলকৃষ্ণ আজীবন-পুণ্য-সাধনার্জ্জিত সাম্‌নের অই সৌম্য-প্রদীপ্ত জ্ঞানরাশির কাছে নিজেকে জোনাকির মতন বোধ ত' করছিলই, তা ছাড়া, সহসা একটা উত্তর দেবার মতন অবস্থাও তার তখন ছিল না। উত্তর দেবেই বা কি ? ভালবাসা ? তার কথা ত' ব্রহ্মচারী বাবা ব'লেইছেন ! সাম্‌নে চলার পথ ?—তা সে এখনও স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারছে না।

"বিবাহ সম্বন্ধে যে সামাজিক প্রথা চলে আস্‌ছে, সেটা ভাল কি মন্দ ; সেটার সংস্কার আবশ্যক আছে কি না ; বিশেষ বিশেষ স্থলে সাধারণ প্রথার ব্যতিক্রম হ'তে দেয়া উচিত কি না ;—এ সব আলোচনা ক'রে কাজ নেই। কথাটা এই—তোমাদের নিজেদের এই সংসারধর্ম্ম আর তার এই আয়তনটা এতদিন একভাবে চ'লে আস্‌ছে। তোমার পিতৃদেব নিষ্ঠার সঙ্গে এর বিশুদ্ধি রক্ষা ক'রে গেছেন। এখন তোমার মাতাঠাকুরাণী ক'রে যাচ্ছেন। পল্লীর সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে যেভাবে এটা জড়িত হ'য়ে আছে, তাতে এর দ্বারা কল্যাণ হ'চ্ছে, সুখশান্তি হ'চ্ছে ব'লেই মনে হয়। এখন—এই সংসারধর্ম্ম আর তার এই প্রাচীন আয়তনটার প্রতি তোমার কর্ত্তব্য হবে কি ? তুমি আর এক বিবাহের প্রস্তাব আগে নিয়ে এসেছিলে শুনিছি। তোমার মা আশঙ্কা ক'রেছিলেন, সে বিবাহের ফলে তাঁর এই পুণ্য আয়তনটি ভেঙ্গেই যাবে, রক্ষিত হবে না। তাঁর আশঙ্কা বোধ হয় অমূলক ছিল না।

আজ এই লক্ষ্মী মেয়েটিকে তুমি যদি বিবাহ্ কর, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার প্রতি পেছন ফিরেই তা ক'র্‌তে হবে। তাতেও, অন্য দিক্ দিয়ে—তোমার পিতৃপিতামহের এই পুণ্য আয়তনটা—যাতে তোমার মাঠাকুরাণী শিবরাত্রির সলিতাটি জ্বালিয়ে রেখেছেন—সেটা ভেঙ্গে যাবে না কি ?—"

কমল এবার মুখখানা তুলে কি ব'ল্‌তে যাচ্ছিল। ব্রহ্মচারী বাবা হাতের ইসারায় তাকে থাম্‌তে ব'লে ব'ল্‌লেন—

"তুমি হয় ত' ব'ল্‌তে যাচ্ছ, এখানকার এ আয়তনটি ভেঙ্গে যেতে পারে, কিন্তু অন্যত্র এই রকমের একটা আয়তন গ'ড়েও ত' তোলা যেতে পারে। দেবুর মত লক্ষ্মী মেয়েকে সহধর্ম্মিণীরূপে পেলে তুমি আর কোথাও একটা দেবায়তন গ'ড়ে তুল্‌তে পার, পার্‌বে—তা মানি। কিন্তু এই যে তোমার পিতৃপুরুষদের পুণ্যসাধনস্মৃতিজড়িত বাস্তবেদী—যেটা এ দেশের,—এ অঞ্চলের সারা দেহে বিশুদ্ধ সতেজ রক্ত চলাচলের হৃৎপিণ্ড-স্বরূপ হ'য়ে র'য়েছে আজ কত কাল ধ'রে—সেটাকে ভাঙ্গবেই বা কি ক'রে ? এত ত' শুধু স্বর্গগত পিতৃপুরুষদের সাধনবেদী ভেঙ্গে ফেলা নয়, এ ত' শুধু এই পল্লীমণ্ডলের বিশুদ্ধ রস রক্ত সরবরাহের হৃৎপিণ্ডটা অচল ক'রে দেয়া নয় ; এ যে তোমার আপন মাতাঠাকুরাণীর সাধন-বেদীটিও ভেঙ্গে ফেলা, হয় ত' তাঁরও হৃৎপিণ্ডটা অচল ক'রে দেয়া !"

কমল একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল।

ব্রহ্মচারী বাবা খানিক চুপ ক'রে থেকে সস্নেহস্বরে আবার ব'ল্‌লেন—

"আমার মনে হয়—একটা কঠোর, মহান্, পবিত্র ব্রতের জন্য তোমাদের দুটিকে প্রস্তুত হ'তে হবে, থাক্‌তে হবে। পরস্পরকে ভুলে যাওয়া—তা হবে না। তা হ'তেও বলি না। কিন্তু তফাতে তফাতে

থেকে, নিষ্কামভাবে পরস্পরকে ভালবাস্‌তে হবে। উভয়েই কোন একটা বড় কাজের জন্য তৈরি হবে। তার জন্য যা কিছু শক্তি, যা কিছু আশা, যা কিছু আনন্দ আবশ্যক, সেটা তোমাদের পেতে হবে ঐ পরস্পরের নিষ্কাম, শারীরসম্বন্ধরহিত প্রেম থেকেই। এ আদর্শে, অনেকে হয়ত' আজ আস্থা হারিয়েছে, শ্রদ্ধা হারিয়েছে, কিন্তু তুমি হারওনি।......অন্য রাস্তা কৈ আপাততঃ দেখছি নে ত'। সাম্‌নে কি একটা রহস্যের কোয়াসা জ'মে র'য়েছে—ঠিক ধর্‌তে পার্‌ছি না, বুঝতে পার্‌ছি না। জগদম্বার ইচ্ছায় হয় ত' অতর্কিতভাবে এ কোয়াসা স'রে যেতে পারে—সাম্‌নের রাস্তা ভাল করে দেখতে পাওয়াও যেতে পারে। এখন যেটা ঠিক ব'লে মনে হচ্ছে, তাই বল্‌লাম। তবে কোয়াসার ঘোরের আড়ালে যাই থাকুক্—কল্যাণ আছে, শুভ আছে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।"

কমলের আর দেবুর বর্ত্তমানের এই পথ নির্দ্দেশটা হ'ল কি দিয়ে ?

রুদ্রদেবতা যেন তাঁর জ্বালাময় শূলাগ্র দিয়ে তাদের দুটি প্রেমপূর্ণ অন্তর বিদ্ধ ক'রে, তাদের বুকের রক্ত যুক্তধারে বইবার পথ ক'রে দিলেন!

সত্যিই, বড় কঠোর, বড়ই নির্ম্মম, বড়ই দারুণ-দীর্ঘ তাদের এই চলারে পথটি !

তবু, চ'ল্‌তেই হবে ! হাঁ—তারা দুটিতে এই চলার পথেই চ'ল্‌বে !

প্রায় একসঙ্গেই দুটিতে উঠে গিয়ে ব্রহ্মচারী বাবার আর মায়ের পদধূলি নিল !

তাঁদেরও মুখে বেদনা, করুণা ! কিন্তু সেই বেদনা করুণার ঘোরের পেছনে ফুটে উঠছে—কি একটা গৌরব, কি একটা আশা, কি একটা আনন্দ !

ঠিক হ'ল তারপর দিন কমল ক'ল্‌কাতা চ'লে যাবে। একলাই।

দেবু সঙ্গে যাবে না। দেবুকে ব্রহ্মচারী বাবা নিয়ে যাবেন তাঁর আশ্রমে—যেখানে দেবুর সেই "পাগল" বুড়ো বাবাও আছে।

সেখানে তিনি নিজে দেবুকে আজীবন-ব্রতচারিণীর উপযুক্ত যে শিক্ষাদীক্ষা, তা দেবেন। তার সেই দেবীপ্রতিমার ভেতরে প্রেমের ঠাকুরটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা ত' হ'য়েইছে ; এবার, সেই প্রেমের ঠাকুরটিকে আর্ত্ত, দীন দুঃখী, সকলের প্রেমের ঠাকুর হ'তে হবে। ঠাকুরের পূজোর নৈবেদ্য এবার আর শুধু অন্তঃপুরেই তৈরি হবে না। জনসেবা, দেশ-সেবা, স্বধর্ম্মসেবার যে প্রশস্ত চণ্ডীমণ্ডপ, সেখানেই অতঃপর ঘটা ক'রে নৈবেদ্য সাজাবার ব্যবস্থা ক'র্‌তে হবে !

সকালে কমল ক'ল্‌কাতা যাবে। দেবুর কাছে বিদায় নিতে গেল।

দেবু তখনও গলায় আঁচলটি দিয়ে মা দুর্গার পটের সাম্‌নে হাত যোড় ক'রে ব'সেছিল। সারা রাতই সে মাকে ডেকেছে—আর প্রাণের নিবেদনটি তার জানিয়েছে !

কমলই বা সারারাত্তির কি ক'রেছিল ?

দেবু উঠে দাঁড়িয়েছে। সেই শিউলির রংএ ছোবানো সাড়ীখানা তার পরণে ! দেবুর মুখের পানে চেয়েই কমল বুঝল—সেটা আর ব্যথাকাতর নয়, বেশ যেন শান্ত, ধীর, এমন কি, প্রসন্ন !

কমল নিজেও মনটা অনেকটা বেঁধে ফেলেছে। দেবুত' জীবনে মরণে তারই—আর কি চাই ? থাক্‌লামই না হয় দূরে দূরে, পরস্পরের প্রেমের হোমাগ্নিটি অভিন্ন অন্তর-বেদিকায় নিত্য জ্বালিয়ে রেখে—শয়নে, স্বপনে জাগরণে ?

তবু—কমল এমন একটা সৌম্য মুখছবি দেবুর প্রত্যাশা করে নি !

দেবু গলা থেকে আঁচলটা সরায় নি। আঁচল গলায় দিয়েই কমলের পায়ের ধূলো নিলে।

কমল একটুখানি সাম্‌লে ব'ল্‌লে—

"চল্লুম। থাক্‌তে পার্‌বে ত' দেবু!"

দেবু একটু হাঁস্‌ল। করুণ নয়—কেমন যেন একটা ভরসার, একটা তৃপ্তির হাসি!

তার বুকের কাপড়ের ভাঁজ থেকে কমলের একখানা ফোটো সে একটুখানি বে'র ক'রে দেখাল'। আর, কমলের লেখা চিঠি।

তাই নিয়েই সে থাক্‌বে।

শুধু তাই নিয়ে নয়।

"দেবু, কা'ল রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখেছি—"

"আমিও দেখেছি—"

"কি ব'লত' ?"

"সেই যেন অঞ্জলি দিতে গেছি। মা কাছে ডেকে নিয়ে কোলে ব'সিয়েছেন। মার কোলে আমরা দুজনে ব'সে আছি। মা তোমার আর আমার দুটি হাত এক ক'রে দিয়ে ব'ল্‌ছেন—ছাড়াছাড়ি হ'স্‌নে! কখ্‌খনো না!"

'কমল তখন দেবুকে বুকের কাছে টেনে নিয়েছে। দেবুর মাথাটি কমলের কাঁধের ওপর তখন।

পঞ্চদশ

আজ মাস ছয়েক হ'ল কমল ক'ল্‌কাতায় এসেছে। দেবুও গেছে ঈশ্বরীপুরের সেই আশ্রমে। তারা দুজনে কি নিয়ে তাদের দিনগুলো কাটাত'—কাটিয়েছে—তা শুনে আর কি হবে!

তবে, চিঠি তারা পরস্পরকে লিখেছে। তাতে তাদের বুকে অনেকখানি বল যুগিয়েছে। চিঠি লেখা বারণ ছিল না।

আর, দেবুর সেই আধময়লা ছোট বালিশটে, তার একখানা ফোটো (যা দেবু ক'ল্‌কাতায় থাক্‌তে তোলা হ'য়েছিল)—এত' তার কাঙ্গালের সর্ব্বস্বধন!

দেবু তার বাবাকে পেয়ে সুখী হ'য়েছে। বুড়োও আর পাগল নেই। মেয়ের সব কাজেই তার কিন্তু যোগান দেয়া চাই-ই চাই।

ব্রহ্মচারী বাবা দেবুর শিক্ষাদীক্ষা সম্পূর্ণভাবে দেবার যত্ন ক'র্‌ছেন। তিনি নিজে সু-গায়ক ছিলেন। দেবুকেও গান শেখাচ্ছেন। দেবু খুব উৎসাহ ক'রে শিখছে। কমল যে কতখানি গান ভালবাসে!

কমল কত বই, কত ছবি, কত কি ক'ল্‌কাতা থেকে পাঠিয়ে দেয় দেবুকে।

তাদের ব্রত কঠোর, নির্ম্মম সত্যিই। কিন্তু একটা আশা, একটা আনন্দ নিয়েই তারা তাদের ব্রত পালন ক'রে যাচ্ছিল। কিসের আশা, কেমন আনন্দ—তার বিশ্লেষণ, তার যাচাই হয় নি।

একদিন ক'ল্‌কাতায় কমলের এক টেলিগ্রাম এসে উপস্থিত—জরুরি।

তাকে অবিলম্বে বাড়ী যেতে হবে।

কমলের বুকটা কাঁপ্‌তে লাগল—মার অসুখ না কি?—না—

দেবুর?

দেবু—তার আদরের দেবু—কি তার সোণার কিশোরী প্রতিমাখানা দিয়ে পূর্ণাহুতি দেবে তাদের এই চিরবিয়োগবিধুর নিষ্কাম প্রেমের হোমাগ্নিতে!

কমল ভয়ে ভয়ে বাড়ী এল। মাকে ডাক্‌বে—তা গলা থেকে আওয়াজ বেরুচ্ছিল না!

এই যে মা তাঁর দুয়োরেই দাঁড়িয়ে র'য়েছেন!

তবে কি দেবু?···

"এস, বাবা, এস"—ব'লে প্রণত সন্তানকে আশীর্ব্বাদ ক'রে মা তাকে নিয়ে ভেতরে গেলেন।

"সব ভাল ত' মা?"

"হঁ্যা, সব ভাল।"

"তোমার টেলিগ্রাম পেয়ে—"

মা হেঁসে ব'ল্‌লেন—

"ভয় পেয়েছিলে? ভয়ের কিচ্ছু নেই। জিরিয়ে নাও, পরে ব'ল্‌ব।"

পরে মা শোনালেন—তার বিয়ে!

তিনি সুলক্ষণা, সুন্দরী, সদ্‌বংশের মেয়ে ঠিক ক'রেছেন। সব ঠিক ঠাক। ব্রহ্মচারী বাবা দিন দেখে দেছেন। মেয়ের সন্ধান আগেই পাওয়া গেছল। কিন্তু মলমাস আরও কি গুরুতর অসুবিধা আছে ব'লে, তিনি এদ্দিন বিয়ের দিন করেন নি।

একেবারে শিরে সংক্রান্তি—বিয়ের দিন পরশু!

এঁ্যা—শিরে সংক্রান্তি, না শিরে বজ্রাঘাত?

কমল একেবারে ব'সে প'ড়ে, কেমন যেন বিহ্বল-দৃষ্টিতে মার মুখের পানে চেয়ে রইল !

মা—ব্রহ্মচারী বাবা—তার বিয়ের ঠিক ক'রেছেন ?—পরশু ?

মা ধারে এসে তার মাথায় হাত দিলেন।

সস্নেহে তার মুখখানা উঁচু ক'রে ধ'র্‌লেন !

"মা যশোহরেশ্বরী কখনই তোর অশুভ, অস্বস্তি ক'র্‌বেন না, বাবা। আমি যে তোর জন্যে কত পূজো ক'রেছি !"—

"এস—এস—ওঠ বাবা—আমার সঙ্গে এস—ঠাকুর ঘরে।"

কমল স্বপ্নাবিষ্টের মতন উঠে চল্‌ল।

ঠাকুরঘরের ভেতরে ব'সে কে এক মেয়ে দুয়োরের দিকে পেছন ফিরে চন্দননাটায় চন্দন ঘ'ষছিল।

"মা, ওঠ দিকিন্—ফিরে দাঁড়াও"—

"বাবা, এই মেয়েটি তোমার জন্যে ঠিক ক'রেছি। বড্ড লক্ষ্মী ভাগ্যবন্ত মেয়ে। দেখ—তোমার পছন্দ হবে ? আমি ভাঁড়ার-ঘর থেকে নৈবিদ্যির আলোচা'ল মিষ্টিগুলো নিয়ে আসি—"

"দেবু ! আমার সর্ব্ব— !"

তারা আবার দুটিতে পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে ধ'রেছে। ঠাকুর-ঘরের ভেতরেই।

ঘটে ঘটে যে প্রেমের ঠাকুরটি বিরাজ ক'র্‌ছেন, তাঁর মন্দির অশুচি হ'ল না ত'—তিনি রাগ ক'র্‌লেন না ত'—এই দুটি নিষ্কাম, নির্ম্মল, অগাধ প্রেমে-ভরা দুটো বক্ষের নিবিড় সম্মিলনে ?

রাগ ক'রে থাকেন, ক'রেছেন ! বেশী ক'রে দুটো নৈবিদ্যির চা'ল কলা চিবুবেন না হয় আজ প্রেমের ঠাকুর !

সত্যিই—দেবুই কমলের বিয়ের ক'নে !

মা, আর ব্রহ্মচারী বাবা, দেবুকেই—তার সেই কাঙ্গালের সর্ব্বস্ব ধন দেবুকেই—অনাথা, জনম-দুখিনী, অন্ত্যজের মেয়ে দেবুকেই—তার বিয়ের ক'নে ঠিক ক'রেছেন !

পরশুই !

তারা দুটিতে লুটিয়ে লুটিয়ে দেবতার বেদীর তলে প্রণাম ক'রল !

সেই শিউলি-ছোবানো সাড়ীখান দেবুর পরণে, তা বুঝি এতক্ষণ কমল দেখে নি ? আর, কমলের বুকের ভেতর পকেটে লুকোনো ছিল একটা কি, তাই বা কি দেবু দেখতে পেয়েছিল ?

দেবুর ফোটো ?—না গো, না, তা নয় !

তার চেয়েও মিষ্টি আর একটা কিছু !

দেবুর সেই কাশীর ঘরের ছোট তক্তাপোষের ছোট বালিশের আধময়লা ওয়ারখানা !

সেটাকে ধোবার সাবানের পয়সা কমলের এদ্দিন জোটেনি—কোন দিব জুটবেও না !

*   *   *   *

সেইদিন সন্ধ্যেয় ব্রহ্মচারী বাবা এসে প'ড়লেন। বিয়ের যোগাড় হ'তে লাগল। কমলদের বসতবাড়ীর সংলগ্ন আর একটা বাড়ীতে—সেটা খালি প'ড়ে ছিল—বিয়ের অনুষ্ঠানটা হবে ঠিক হ'ল। বাড়ীটে সাজানো গোছানোও হ'ল। ভারি মিষ্টি একটা নহবতের আলাপচারীও চল্‌তে লাগল।

দেবুও আশ্চর্য্য—কমলও আশ্চর্য্য !

আশ্চর্য্য হ'ক, কিন্তু কত সুখী আজ তাদের দুটি প্রাণ !

বের আগের দিন রাত্রে ব্রহ্মচারী বাবা একবার কমলকে ডেকে ব'ল্‌লেন—

"তুমি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছ। ভাবছ—এ আবার কি হ'ল! তুমি কিচ্ছু ভেবো না—কোন কথা কইতেও যেও না—সব ঠিক আছে। মায়ের ইচ্ছেয়—সবই ঠিক হ'য়েছে!"

* * * *

পরদিন দেবুর বিয়ে।

বিয়ের দিন সকাল থেকে দেবু গিয়ে আছে পাশের সেই বাড়ীটেয়, যেখানে বিয়ের উয্‌যুগ সব হ'চ্ছে। সে গিয়েই আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল—সস্ত্রীক ত্রৈলোক্যবাবু সেই সকালেই কাশী থেকে এসে পৌঁছিয়েছেন!

আরও আশ্চর্য্য—দেবু তাঁদের প্রণাম ক'র্‌লে, তাঁরা তাকে বুকে টেনে নিলেন! তাকে—সেই অন্ত্যজের মেয়েকে—যাকে তাঁরা কখ্‌খনো খাবার ঘর, শোবার ঘরে ঢুক্‌তে দেন নি!

আর, সব চাইতে আহ্লাদের—তার "পাগল" বুড়ো বাবাও এসেছে!

সত্যি—এঁদের সব্বাইকে এ সময়ে না পেলে দেবুর ভারি একটা অস্বস্তি হ'ত! তবে, ত্রৈলোক্যবাবুদের তার এ বিয়েতে আসা তার কাছে স্বপ্নাতীতই ছিল।

সন্ধ্যের একটু পরেই লগ্ন। গ্রামের, সমাজের সব্বাইকে নিমন্ত্রণ করা হ'য়েছে। কোত্থেকে কার মেয়ে ঠিক করা হ'ল, তা কেউ জান্‌ত না। তবু ব্রহ্মচারী বাবা আর কমলের মাতা ঠাকুরাণীকে সকলেই এত ভক্তি ক'র্‌ত যে, তাঁদের আহ্বানে সকলেই নিশ্চিন্তমনে, আহ্লাদের সহিত, এসেছে।

বরক'নেকে সভাস্থ করা হ'ল।

কমল ত্রৈলোক্যবাবুকে সাম্‌নেই ব'স্‌তে দেখে একটু আশ্চর্য্য হ'ল, আহ্লাদিতও হ'ল।

ত্রৈলোক্যবাবুই কন্যা সম্প্রদান ক'র্‌বেন।

উভয় পক্ষের পুরোহিতও শুভানুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত হ'য়েছেন। ব্রহ্মচারী বাবা সম্মুখেই এক ব্যাঘ্রচর্মে ব'সে আছেন। ত্রৈলোক্যবাবু সভাস্থ সকলের অনুমতি প্রার্থনা ক'র্‌লেন।

এমন সময় এক প্রবীণ ভদ্রলোক—বোধ হয় গ্রামের মোড়ল হবেন—একখানা খোলা পত্র হাতে ক'রে এনে ব্রহ্মচারী বাবার হাতে দিলেন। তিনি পত্রখানা প'ড়্‌লেন। তাঁর মুখখানা কেমন যেন রক্তবর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল। তিনি আসনে দাঁড়িয়ে প'ড়লেন। ভদ্রলোককে সম্বোধন ক'রে ব'ল্‌লেন—

"আপনি ভালই ক'রেছেন এ পত্র সভায় উপস্থিত ক'রে। আমি সভাতেই এর যা সমুচিত উত্তর তা দেব।"

ভদ্রলোকটি ব'ল্‌লেন—

"আমার অপরাধ নেবেন না। বেনামী চিঠি অগ্রাহ্য ক'র্‌লেও চ'ল্‌ত। কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আপনার হাতে চিঠিখানা দেয়াই যুক্তিযুক্ত মনে ক'রেছি। এ পত্রের যা বক্তব্য, তাতে আমার নিজের অণুমাত্রও বিশ্বাস হয় নি। বলা বাহুল্য, আপনি স্বয়ং এবং মুখোপাধ্যায়-গৃহিণী যেটা ব্যবস্থা কর্‌বেন, তাতে আমাদের সকলেরি অচলা শ্রদ্ধা আছে।"

ভদ্রলোকটি বস্‌লেন। ব্রহ্মচারী বাবা কিন্তু বসিলেন না। পুরোহিতদের লক্ষ্য করে বল্‌লেন—

"লগ্ন অনেকক্ষণ ধরে আছে। ব্যস্ত হবার কিছু নেই। আমি আগে একটা কাজ সেরে নিই।" এই ব'লে তিনি গলার স্বর উচ্চ ক'রে বল্‌লেন—

"এই সভা যে আমার ওপর বিশ্বাস রেখেছেন, তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তবু সভা যে এক্ষেত্রে অপাত্রে বিশ্বাস ন্যস্ত করেন নি,

এটাও আমি সপ্রমাণ কর্‌তে চাই। আজকে বিবাহের এই পাত্রীটি কে জানেন আপনারা?

"ইনি হচ্ছেন সাতক্ষীরার প্রসিদ্ধ ভূস্বামী কুলীনশ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় রাম-গোপাল রায় চৌধুরীর ঔরসজাত একমাত্র সন্তান শ্রীমতী অপর্ণা দেবী।

"আপনারা বিস্মিত হচ্ছেন। আমি আমার কথার প্রমাণ দিচ্ছি।"

বাবাঠাকুরের ইঙ্গিত পেয়ে দেবুর বাবা সেই বুড়ো দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল।

দেবু তার আপন মেয়ে নয়। তার এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয় কন্যা—তাও নয়। সে একদিন ডিঙ্গিতে ক'রে মাছ ধ'র্‌তে অনেকদূর গেছ্‌ল। সন্ধ্যের অনেক পরে এক খালের মোহানার কাছ দিয়ে সে ফির্‌ছিল। এমন সময় সে একটি শিশু মেয়ের কান্নার শব্দ পায়। শিশুটিকে সে নিয়ে আসে। শিশুটিকে কোলে নিয়ে সে আঁধারে তার ডিঙ্গিতে ফির্‌ছে, এমন সময় ঘাসের ওপর একটা কি যেন চিক্ চিক্ কর্‌ছে দেখ্‌তে পায়। একগাছ সরু সোণার হার, তাতে একটা বড় মাদুলি গাঁথা। সে ব্যাপার কিছু বুঝ্‌তে পারে না। কিন্তু মেয়েটিকে ঘরে নিয়ে আসে। তার নিজের অমনি একটি মেয়ে মারা গেছ্‌ল। তার বড্ড মায়া ব'সে গেল মেয়েটির ওপর। মেয়েটির সোণার কান্তি আর ঐ সোণার হার দেখে তার বোধ হইল মেয়েটি কোন্ সম্ভ্রান্ত ঘরের হবে। সে তার নাম থোয় "দেবী"। আদর ক'রে ডাক্‌ত—দেবু। কখ্‌খনো কাছছাড়া ক'র্‌ত না মেয়েকে। তাকে কখনও উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করতে সে দিত না। যখন তার সাত আট বছর বয়েস হবে, তখন তাকে নিয়ে সে গেছ্‌ল ওপারের হাটে। কাল বৈশিখীর ঝড়ে নৌকো উল্টে যায়। সে দেবুকে হাবায়। দেবুর শোকে সে পাগল হ'য়ে বেড়াত'। তারপর একদিন রাত্রে কার যেন কাতর চীৎকার শুনে সে বুঝ্‌তে পারে —তারই দেবু সে। সে ব্রহ্মচারী বাবাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তাকে

উদ্ধার করে সর্বনাশের মুখ থেকে……আমরা চুবক করে দিলাম। কিন্তু বুড়ুর করুণ কাহিনী শুনে সভাস্থ সকলে চোখের জল ফেলেছিল।

বুড় বস্‌ল চোখের জল মুছতে মুছতে।

ব্রহ্মচারী বাবা বল্‌লেন—

"কাদের সেই সর্ব্বনাশের চেষ্টা থেকে এই বৃদ্ধ আর আমি দেবুকে উদ্ধার করি জানেন? আজ যাঁরা আপনাদের এই বেনামী-পত্র লিখেছেন—দেবু জেলের মেয়ে—চরিত্রহীনা—এই সব লিখেছেন—সেই মহাত্মাদেরই অমানুষিক অত্যাচার আর শয়তানী ষড়যন্ত্র থেকে। তা আপনারা ক্রমে শুন্‌তে পাবেন।—ত্রৈলোক্যবাবু, আপনি দয়া করে এ সম্বন্ধে কি জানেন বল্‌বেন কি সভাকে?"

ত্রৈলোক্যবাবু উঠে সব কথা বল্‌লেন—কেমন করে কোথা তাঁরা দেবু মেয়েটিকে পান—তাকে নিয়ে তাঁরা এই ব্রহ্মচারী বাবার আশ্রমে যান—তিনি মেয়েটির হাতখান একবার দেখেন—তারপর দেবুকে নিয়ে তাঁরা কাশী আসেন। অন্নকূটের দিন রাত্রে দেবু চুরি যাওয়া পর্য্যন্ত দেবু তাঁদের কাছেই ছিল। দেবুর চুরি-সংক্রান্ত ঘটনাটাও তাঁরা যা জান্‌তেন, বল্‌লেন।

ত্রৈলোক্যবাবু ব'স্‌লে পর ব্রহ্মচারী সভাকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লেন—

"মেয়েটিকে চুরির ষড়যন্ত্র যে কারা ক'রেছিল, তা আপনাদিগকে খোলসা ক'রে বলতে হবে কি? যাঁরা দয়া ক'রে আজ এই বেনামী পত্রখানা পাঠিয়েছেন, তাঁরাই। সে ব্যক্তিরা কে— আপনারা জানতে চাচ্ছেন। আগেই ব'লেছি—দেবু বা অপর্ণা রামগোপাল রায়ের একমাত্র সন্তান এবং তাঁর অগাধ বিষয়ের একমাত্র ওয়ারিশ। রামগোপালের এক আত্মীয়পুত্র প্রকৃত ওয়ারিশের অভাবে নিজেই সমস্ত বিষয় আত্মসাৎ করে। কিন্তু চর লাগিয়ে ভেতরে ভেতরে

সন্ধান ক'র্‌তে থাকে—প্রকৃত ওয়ারিশটি এখনও বর্ত্তমান কি না। শেষ-কালে, অনেক চেষ্টায় কাশীতে ত্রৈলোক্যবাবুর বাড়ীতে তারা দেবুকে আবিষ্কার করে। সেখান থেকে তাকে চুরি ক'রে এনে যশোহরেশ্বরীর পীঠের সন্নিকটে একটা প'ড়ো বাড়ীতে তাকে আট্‌কে রাখে। সেখানে জোর ক'রে তাকে বিবাহ করার চেষ্টা করে। সহজে কৃতকার্য্য হবে না ব'লে তার সর্ব্বনাশ ক'র্‌তেও উদ্যত হয়। মায়ের কৃপায়, এই বৃদ্ধ আর আমার সাহায্যে, দেবুর সেদিন উদ্ধার হয়। কিন্তু শত্রু পেছনে লেগে থাকে। আমি নিরাপদ হবে ভেবে দেবুকে ক'ল্‌কাতার এক আশ্রমে কিছুদিন রাখার ব্যবস্থা করি। সম্প্রতি ছমাস সে আমার আশ্রমেই ছিল। এমন গুণবতী, সুলক্ষণা, লক্ষ্মী মেয়ে আমার চোখে দুটি প'ড়েনি। আমি সেই ক'বছর আগে যখন ওর হাতখান দেখি, তখন লক্ষণগুলো দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই। কিন্তু কিছু ধ'র্‌তে পারি নি। পাষণ্ডদের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে আনার পরও আমি জান্‌তে পারি নি—মেয়েটি কে। আমার প্রথম সত্য সন্দেহ হয় সেইদিন, যেদিন আমি—মাস ছ'য়েক আগে—ঐ চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে মেয়েটির হাতখানা বেশ ভাল ক'রে দেখি। সঙ্গে সঙ্গে কমলের হাতখানাও দেখি। কি চমৎকার মিল দুটি হাতে! জ্যোতিষে আমার আস্থা আছে জান্‌বেন। শুধু তাই নয়। মেয়েটির বাঁ কনুইএর নীচে একটা দাগ দেখতে পাই। সেটা পরীক্ষা করি। স্পষ্ট তখন পর্য্যন্তও বুঝতে পারিনি। দেখি মা—তোমার হাতে দাগটা। দেখাও ত' এঁদের। লজ্জা কি?"

দেবু দেখাল'। পোড়া দাগের ভেতর থেকে একটা চিহ্ন দেখা যাচ্ছে—কতকটা যেন ত্রিশূলের মতন।

ব্রহ্মচারী কমলকে ডাক্‌লেন।

"দেখাওত' বাবা, তোমার ডা'ন হাতের কনুইটে এঁদের।"

কনুইএর নীচের দিকে একটা স্পষ্ট চিহ্ন র'য়েছে—ওঙ্কারের ভেতর একটা ত্রিশূল!

কমল নিজেই এদ্দিন সেটা দেখে নি। জান্‌ত না।

দেবুর হাতের চিহ্নটাও যে তাই, তাতে এবার আর কারুর সন্দেহ রৈল না।

দুর্বৃত্তরা দেবুর হাতের ঐ চিহ্নটা নষ্ট করার জন্যেই ওখানটা পুড়িয়ে দেছ্‌ল।

"চুরি যাবার আগে আপনার কাছে দেবু যেটা গচ্ছিত রেখেছিল, এইবার সেইটে দেখান, ত্রৈলোক্যবাবু।"

সেই সরু সোণার হারে গাঁথা বড় একটা মাদুলি। বুড়ও দেখলে—সে সেইদিন খেয়ার নৌকায় দেবুর গলায় যে রক্ষাকবচ পরিয়ে দিয়েছিল, সেইটে যে!

ব্রহ্মচারী মাদুলিটে দেখালেন সব্বাইকে। আশ্চর্য্য—তাতেও ছোট একটা ঐ রকমের ত্রিশূলচিহ্ন অঙ্কিত র'য়েছে।

"মাদুলিটে এইবার খুলে ফেল্‌ব—দেখুন, এর ভেতর কি আছে।"

মাদুলির ভেতর একখানা কাগজ—তাতে রামগোপাল রায় নিজে স্বাক্ষর ক'রে তাঁর একমাত্র সন্তান অপর্ণার জন্মকুণ্ডলী ও পরিচয় দিয়ে রেখেছেন। মাদুলিতে অবশ্য আদ্যাকবচও ছিল। আরও অনেক জিনিষ সেই মাদুলির ভেতরকার লিপিতে ছিল…

রমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় আর রামগোপাল রায় গুরুভাই এবং সাধনসঙ্গী ছিলেন। দুজনে একসঙ্গে কতবার ঈশ্বরীপুর গেছেন নৌকায় ক'রে মা যশোহরেশ্বরীর পীঠস্থানে ক্রিয়া কর্ম্ম ক'র্‌তে। ব্রহ্মচারী বাবার আশ্রমেও তাঁরা আস্‌তেন। অনেক বয়সে দেবীর মানসিক ক'রে রমাপ্রসন্নের এক পুত্র হয়—কমল। কিন্তু রামগোপাল তখনও নিঃসন্তান

ছিলেন। কমলের বয়স যখন দশ এগার, তখন দেবীর অনুনয় পূজা আরাধনা ক'রে রামগোপালেরও এক সন্তান হয়—কন্যা। দু'জনেই ওঁদের সন্তানদের জন্মপত্রিকা পরীক্ষা ক'রে, আরও নানান্ দিক ভেবে দিয়ে, মনে ক'রেছিলেন—যদি তাদের দুটির বিবাহ হয়ত' বেশ ভালই হয়। রমাপ্রসন্নের গৃহিণী স্বামীর পুরোণো চিঠির তাড়া থেকে রামগোপালের চিঠি বের ক'রেছিলেন। তাতে উভয়ের ঐরূপ একটা ইচ্ছা ও আশার কথার স্পষ্টই উল্লেখ ছিল। ব্রহ্মচারী বাবা সে দু'একখানা চিঠিও সবাইকে দেখালেন। স্বপ্নাদেশ পেয়ে তাঁরা তাদের হাতের কনুইর নীচে ঐ ওঙ্কারপুটিত ত্রিশূল চিহ্ন মুদ্রিত ক'রে দিয়েছিলেন শৈশবেই। ওটা তাঁদের সাধনের ইষ্টমন্ত্র। অপর্ণার বয়স যখন বছর দুই হবে, তখন বজরা ক'রে রামগোপাল বাবু স্ত্রী ও মেয়েটিকে নিয়ে গেছলেন ঈশ্বরীপুরে পূজো দিতে। ফেরবার সময় ডাকাতের দল বজরা আক্রমণ করে। ডাকাতের দল এক গা গহনা শুদ্ধ মেয়েটিকে অপহরণ করতে সমর্থ হয়। রামগোপাল বাবু, তাঁর স্ত্রী আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তাঁর লোকজনও জখম হয়। ডাকাতেরা মেয়েটির সব দামী দামী গয়না খুলে নিয়ে তাকে অসহায়ভাবে ফেলে গেছল সেই খালের ধারে, যেখানে এই বৃদ্ধ কৈবর্ত্ত তাকে পায়। গলার মাদুলিটেও বোধ হয় তাড়াতাড়িতে ডাকাতদের হাত থেকে পড়ে গেছল।

শেষকালে, ব্রহ্মচারী বাবা উদ্বেলিত কণ্ঠে, কমল আর অপর্ণার পরস্পরের প্রতি গভীর, পবিত্র, নিষ্কাম প্রেমের কথাটি সবাইকে শুনালেন।

দু'মাস আগেই তিনি ব্যাপার কিছু বুঝতে পেরেছিলেন বটে, কিন্তু নিঃসংশয় হবার জন্যে এর মধ্যে অনেক অনুসন্ধানও তাঁকে ক'রতে হ'য়েছে। কমল ও অপর্ণাকে যে ব্রত তিনি দিয়েছিলেন, আর সে ব্রত আবারও এ বিবাহের প্রতিপালনের জন্য প্রস্তুত হ'য়েছিল, তাও তিনি

ভেঙে খোলসা ক'রে সকলকে শোনালেন। সভা বিস্মিত, মুগ্ধ, পুলকিত। মুহুর্মুহুঃ হরি হরি ধ্বনি প'ড়ে গেল।

শ্রীমান্ কমলকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা আর শ্রীমতী অপর্ণা দেবীর শুভবিবাহ হ'য়ে গেল।

ষোড়শ

আর বাকি রৈল কি?

শেষের একটা কথা ব'লেই আমাদের কাহিনী শেষ ক'র্‌ব।

দেবু—অপর্ণা—এসেছে আজ ক'দিন তার বাপের বাড়ী। প্রসাদপুরের জমিদার স্বর্গীয় রামগোপাল রায়ের বিশাল অট্টালিয়া নয়। সেখানেও সে এসেছে দু'একবার। তবে, এবার সেখানে নয়।

কোথা ব'লত?

সেই মস্ত বড় নদীর বাঁকে তার শৈশবের সেই কচার বেড়া দিয়ে ঘেরা গোল পাতায় ছাওয়ানো বাড়ীতে!

তার বাড়ী এখন যে অনেকগুলো—প্রসাদপুরের বাড়ী, স্বামী কমলকৃষ্ণের বাড়ী, কাশীর ত্রৈলোক্যবাবুর বাড়ী, ঈশ্বরীপুরে ব্রহ্মচারী বাবার আশ্রম, আর—এইটে।

আরও একটা হ'লে ভাল হ'ত! আরও একটার জন্যে তার মন থেকে থেকে উতলা হ'ত!

দেবু একলা আসে নি। বুড়ো মেয়ে জামাইকে "যোড়ে" এনেছে।

একবার বুড় শোকে পাগল হ'য়েছিল। এবার আনন্দে পাগল হ'বে না কি!

নারকোল গাছে বুড় নিজেই উঠে প'ড়ে—জামাইকে মেয়েকে ডাব নারকোল পেড়ে খাওয়াবে ব'লে।

"ও, কর্‌ছ কি তুমি, বাবা—বুড় মানুষ প'ড়ে যাবে যে!"

"না, মা ভেষ্টার সময় দু'টো ডাব পেড়ে কেটে দিই তোদের।"

"না, বাবা, তুমি গাছে টাছে উঠলে আমি এখান থেকে চ'লে যাব কিন্তু ব'লে রাখছি।"

এই! বুড়র যা ভয় হ'ল!

তবু সে ডাব গাছে উঠবেই—চোরের মতন লুকিয়ে লুকিয়ে। কোমরের কাপড়ে বেঁধে ডাব নামিয়ে নিয়ে আসে, পাছে ধপ্ ক'রে নীচে ফেলে দিলে শব্দ হয়—দেবু শুন্‌তে পায় যদি!

দেবুকে লুকিয়ে লুকিয়ে কোত্থেকে জামরুল, গোলাপজাম, পেয়ারা, আনারস এই সব নিয়ে আস্‌ছে, তার ঠিক নেই!

দিন রাত ঐ চেষ্টায় সে পাগলের মতন ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার পাগলামী সেরেছে কে বলে?

বুড় কাটফাটা দুপুর রোদ্দরে কোথা হন্ হন্ যাচ্ছে দেখে কেউ হয়ত' বল্‌ল—"বুড়, এহনে যাও কোহানে?"

বুড় ব'লে—তার মায়ে জামাই আইছে। মায়ে তার ক্যাফল মাছ খাতি ভালবাসে। সে যাতিছে ক্যাফল আন্‌তি।—এই ব'লে সে কেমন আচম্‌কা জোরে হেসে উঠে!

আর শক্তিতে কুলোয় না, তবু যাবে ডিঙ্গি ভাসিয়ে মাঝ গাঙ্গে দুটো ধড়ফড়ে তাজা ইলিশ মাছ যদি ধ'রে আন্‌তে পারে!

টানে টানে গেছে যাবার সময়, হয়ত' ভাটার টানে। আর ফির্‌তে পার্‌ছে না। তখন দেবুরাই এক ছিপ খুলে নিয়ে গিয়ে তাকে মাঝ গাঙ্গ থেকে নিয়ে আস্‌ছে।

বে-আক্কেলে বুড়—তবু বুড়র শিক্ষে নেই!

আর, দেবু আর কমল এখানে এসে দুটো বনের পাখীর মতন কেবলই বনে বনে, ঝোঁপে ঝোঁপে, খালে বিলের ধারে ধারে ফুরুৎ ফুরুৎ ক'রে উড়ে বেড়াচ্ছে, কত জানি মিষ্টি রকম রকমের শিশ্ দিয়ে দিয়ে!

দু'জনের বুকের ভেতরে দু'খাঁচা দয়েল আজ বুলি বলছে যে!

সেই ছেটেবেলাকার সব দেবু দেখিয়ে দেখিয়ে বেড়ায় কমলকে। কিছু বাদ দেবে না, ভুলে যাবে না! কমলও কিছু বাদ দিতে, ভুলে যেতে দেবে না!

মায়—সেই বিলের ধারে নলখাগড়ার বনে সারসমিথুনের ঘর গেরস্থালীটে!

দেবু আস্‌ত তাদের সঙ্গে ভাব ক'র্‌তে, তাদের চিঁড়ের নাড়ু খাওয়াতে।

আজ কি তারা তাকে চিন্‌তে পার্‌ছে না?

দেখ—আর একজন কাকে সে আজ সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে!

পালিও না তোমরা—ও ত' দুষ্ট ছেলে নয়—তোমাদের ঢেলা মার্‌বে না।—

লক্ষ্মীটি!

লক্ষ্মীটি বৈ কি! দুষ্টর শিরোমণি!

কমলের যত দুষ্টমির কথা আজ দেবু ব'লে দেবে রহসি তার সারসী সখীর কাণে কাণে!

কমলের দুষ্টমির কথা সখীর কাণে কাণেই হোক্। আমরা তা' আর শুন্‌তে চাইব না। কমলের দুষ্টমির কথা বল্‌তে গিয়েই যে দেবুর কাণের ডগা পর্য্যন্ত রাঙা হ'য়ে গেছে!

কমলেরও ভাব হ'য়ে গেছে এরি মধ্যে তার সারস বন্ধুটির সাথে! হ'লেই বা নতুন ভাব? বেশ জমে গেছে।

সেও যদি ব'লে দেয় সখার কাণে কাণে দেবুর সব নতুন দুষ্টমির কথা?

দেগ্‌গে—আমরা তাদের কাণাকাণি শুন্‌তে ত' পাচ্ছি নে।

দেবু সুন্দর গান শিখেছিল। কাশীতে কমলই তার হাতে-খড়ি দেয়। তবে, হাতেই। গলায় গাইতে দেবুর লজ্জা হ'ত।

তারপর, গান শেখে সে সেই কলকাতায় মেয়েদের আশ্রমে।

কিন্তু ঠিকভাবে সুরু হয়—চপলার কাছে।

হাঁ—চপলার কথা দেবু কথ্খনো ভোলে নি। চপলাদিদির বাড়ী-টেও যদি তার আর একটা বাড়ী হ'ত!

শেষকালে, বেশ রাগ রাগিণী ধ'রে গান শেখে সে ব্রহ্মচারী-বাবার আশ্রমে।

তার স্বাভাবিক প্রতিভা এরি মধ্যে সুন্দর উন্মেষিত হ'য়েছে।

শুধু কি তার গান?

কমল আর্টের দিক্ দিয়ে যা যা ভালবাসে, দেবু আগ্রহ ক'রে, যত্ন ক'রে তাই শিখেছে, শিখছে।

কমল চপলার ভেতর যেটা দেখেছিল, কিন্তু আপন করে নিতে পারে নি, সেইটে যেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়ে দেবুর ভেতর ফুটে উঠতে সে দেখল।

আর—দেবু, তার আর্ট, তার সাধনা, তার সর্ব্বস্ব, যে তারিরই।

চপলার ছিল আর্টের জন্যে আর যা কিছু। কিন্তু দেবুর হ'ল তার—কমলের—জন্যেই যা কিছু!

কমল ভালবাসে, কমলের তৃপ্তি হবে, বলেই—দেবুর যা কিছু শেখা, যা কিছু করা।

তার পূর্ণ আত্মনিবেদন কমলের ভেতর ক'রেই তার আনন্দ, তার পরিতৃপ্তি, তার পরিপূর্ণতা!

চপলার কথা দু'একদিন না হত এমন নয়। তবে বেশী নয়।

দেবু জানত—তার স্বামীর বুকের একটা ক্ষত এখনও শুকোয়ে নি। সেটা নিয়ে যত নাড়া চাড়া না করা যায় ততই ভাল।

এক একদিন দুজনেই তাদের আলোচনার ভেতর থমকে গিয়ে একটা মিলিত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলত' !

"চপলাদি কোথা এখন ? কোন খবর পাও না তাঁর ?"—একদিন দেবু জিজ্ঞেস ক'রল।

"কৈ—না। বোধ হয় কোথাও দূর দেশে গেছেন। আমাদের কথা ভুলে গেছেন।—"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কমল উত্তর দিল।

"না, ওটা তোমারি ভুল। তিনি ভুলবেন না, ভুলতে পারেন না।"

"কেন, ও কথা বলছ, দেবু ?"—কমলের স্বরের তলে প্রচ্ছন্ন গভীর একটা আগ্রহ ছিল।

"তিনি তোমাকে ভালবাসতেন।"

"দূর !"

"তোমরা পুরুষ মানুষ ভালবাসার কি বোঝ ? আমি তাঁর সঙ্গে কিছুদিন থেকে সেটা ধরতে পেরেছিলাম। তাঁর শোয়ার ঘরের দেয়ালে মোটে একখানা ছবিই ছিল। কি বল দেখি ? তোমার একখান ফটো। তোমরা ভালবাসার অনেক কিছুই—"

দেবুর কথাটি শেষ হতে পেল না, কমলের পুনঃ পুনঃ তার অধর-পুটে সোহাগের ঠেলায় ! একদিন চপলার বসার ঘরে মিস্ হেলেনা আর মিঃ রাওর ফোটো দেখে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল !

সেখান থেকে ডাকঘর দূর। কমল এক এক দিন ডাক আনতে যেত।

একদিন সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে। সে মন্থর পদে বাড়ী ফিরে আসছে। বাইরে সেদিন রাত্রির সাজ-সজ্জার বাহার কম ছিল না। কিন্তু কম-লের আজ সেদিকে লক্ষ্য নেই।

বাড়ীর ধারে এসে শুনতে পেল—

হারমোনিয়ামের সঙ্গে দেবুর মধুর, উচ্ছ্বসিত, ভাবান্দোলিত, সুশিক্ষিত কণ্ঠের গান।

এই লভিনু সঙ্গ তোমার, সুন্দর হে সুন্দর!
পুণ্য হ'ল অঙ্গ মম, ধন্য হ'ল অন্তর!
আলোকে মোর চক্ষু দুটি, মুগ্ধ হ'য়ে উঠল ফুটি,
হৃদ্‌গগনে পবন হ'ল সৌরভেতে মন্থর!
এই তোমারি স্পর্শরাগে, চিত্ত হল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলনসুধা রৈল প্রাণে সঞ্চিত;
তোমার মাঝে এম্নি ক'রে, নবীন ক'রে লও হে মোরে,
এই জনমে ঘটালে মোর জনম জন্মান্তর!

দেবু তন্ময় হ'য়ে গাচ্ছিল, কমলও পেছন দিকে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ তন্ময় হ'য়েই দাঁড়িয়ে রৈল!

গান শেষ হ'লে সে গিয়ে দেবুকে একটিবার বুকের কাছে টেনে নিয়ে সেই চির-অতৃপ্ত প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তার চোখ দুটোর পানে চেয়ে রৈল!

তারও হৃদ্‌গগনে পবন কি এক অপূর্ব্ব সৌরভ মন্থর হ'য়ে এসেছে! আর, এই জনমে জনম জন্মান্তর তারও ঘটেছে, তার দেবুরও ঘটেছে। ঘটে নি?

"দেবু—এই একখানা চিঠি, দেখ!"

চপলা লিখছে। কমলকেই লিখেছে। রঙ্গীন চিঠি নয়—সাদা কিন্তু কেমন যেন ম্লান!

কমলবাবু,

আমি এসেছি অনেকদূরে। কিন্তু বড় সহর নয়। থিয়েটার বায়স্কোপ এখানে নেই।

একটা পল্লীগ্রাম। চার ধারে পাহাড়ে-ঘেরা এই জঙ্গলীদের গ্রামটি

[illegible] যে সবের দিকে পেছন ফিরে এসেছি, সে সবের দিকে আর ফিরতে ইচ্ছে যায় না! এইখানেই হয়ত' থেকে যাবো। একটা স্কুল খুলেছি এখানে।

জঙ্গলীদের ছেলে মেয়ে শুধু নয়, ছেলে বুড় সব্বাই আমার প'ড়ো। কি শিখুই তাদের বলুন দেখি?

এদ্দিন নিজে যা সব শিখেছিলুম, যা পেয়েছিলুম, সে সব নয়। যাক্—এখন দিন এক রকম কাটছে। আর্ট আমার ধাতেও সৈল না!

আপনার কথাই ঠিক হ'ল দেখছি! আর কেউ পেরেছে কি না জানি নে, আমি কিন্তু আর্ট দিয়ে আমার সবখানি ঠাঁই পূর্ণ ক'রে রাখতে পারলুম না।

পারব ভেবেছিলুম—ভুল বুঝেছিলুম।

এ ভুল আগে ধরতে পারলে—যে সময় আপনি ধরিয়ে দেছলেন, সেই সময় ধরতে পারলে—জীবনের গতি আর একদিকে হ'ত!

যাক্—তা নিয়ে আপ্‌শোষ ক'রে ফল নেই। আপনাকে কষ্ট দেবার কারণ অনেক সময় হ'য়েছি। কিন্তু শেষকালে আপনাকে সুখী করার উপলক্ষ্যও ভগবান্ যে আমাকে ক'রেছেন, এতে আমি সত্যিই একটা আরাম পেয়েছি। দেবীকে আমার ভালবাসা দেবেন। ব'লবেন—তাকে আমি কখ্‌খনো ভুলবোনা। আপনি আমার প্রণাম্ গ্রহণ ক'রবেন। ইতি

চপলা।

সেও তবে কি ফেরার পথে?

কমলের একবার সেই "ভিশন্"টা মনে পড়ল'—সেই বুকের ভেতর থেকে তিনটে ধারা বেরিয়ে গেছে—একটা ধারার ও-মুড়োয় একটা আশ্রম—তাতে কে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না তখন। আজকে—?

—